শ্রীশ্রীপরমেশ্বর।

জয়তি॥

ব্রহ্মতত্ত্বচূড়ামণি।

আদ্যখণ্ড।

শ্রীযুক্ত বাবু নবগোপাল মজুমদার মহাশয়ের আদেশে

শ্রীযুত বাবু নন্দলাল দত্ত মহাশয়ের সানুগ্রহে।

শ্রীকালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রণীত।

শ্রীযুত দিননাথ বিদ্যালঙ্কারের দ্বারায়
সংশোধিত।

কলিকাতা কসাইটোলা এমামবাড়ি লেন।
শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ দের ৫৯ নং রএল ফিনিক্স নামক
যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত।

উক্ত গ্রন্থ বহুবাজারের শ্রীযুত গোউরমোহন বন্দোপাধ্যায়
মহাশয়ের বাটীতে তত্ত্ব করিলে পাইতে পারিবেন।
মূল্য সাক্ষরকারি প্রতি এক তঙ্কা।
বিনা সাক্ষরকারি প্রতি ১৷০ তঙ্কা মাত্র।
সন ১২৬৪ সাল।

সূচিপত্র।

ভূমিকা।

মূলশ্লোক।

হেতুঃ সদ্গতি দুর্গত্যো র্যস্যানুগ্রহনিগ্রহৌ।
অনন্ত মহিমানন্তং বন্দেহহং পরমেশ্বরং ॥ ১ ॥

নিরাকৃতিশ্বরঃ প্রজাঃ সিসৃক্ষয়াদিতোঽসৃজজ্জলানলানিলাচলা
স্বরাদি সর্ব্ববস্তুকং। তথাম্ভভূর্ভুবভবাং স্তুতস্তদীয় শক্তিকা হরি
প্রিয়াম্বিকাদিকাঃ সসচ্চিদাত্মকোঽভবত ॥
অথার্থর্ব্ব সামর্যজুর্নামবেদাঃ প্রণীতা বিধাত্রা শিবেনাপিতন্ত্রং।
পরব্রহ্ম চিন্তাক্রমোপাসনার্থং গণেশাদি পঞ্চাকৃতীন্দধায় ॥
ভূভার হরণার্থন্তু সোভিধ্যায় সনাতনঃ। মানবানাং হিতার্থঞ্চ
নানাকার স্বয়ংবভৌ ॥ মৎস্য কূর্ম্ম কালিকাদ্যৈ রবতীর্য্য যুগেং।
চকারলীলামহতীর্লোকাতীতা স্বমোমুদঃ ॥ যশ্বচ্চ ব্রহ্মতন্ত্রাদৌ
পুরাণে সংহিতাদিষু। বলিতং ব্যাস শূন্যাদ্যৈ র্বিস্তরেণ যথাপুরা
কোল্লায়ুঃ কিস তৎসর্ব্বংবলিতুংসক্ষমো ভবেৎ। অতস্তেষাংসমা
কৃষ্য সারং সংপ্রতি বর্ণিতং ॥ চতুর্খণ্ডৈঃ ব্রহ্মতত্ত্ব চূড়ামণি
সমাহ্বকং। তন্মধ্যে প্রথমং খণ্ডং প্রথমে স প্রকাশ্যতে ॥

দীর্ঘ ত্রিপদী। ব্রহ্মতত্ত্ব গ্রন্থ মূল, ভৃগু সংহিতায় স্থূল, নানাগ্রন্থে বিপুল প্রচার। মরিচি অত্রি প্রচেতাঃ আদিঋষিগণ শ্রোতা, ভৃগু বক্তা ব্রহ্মতত্ত্ব সার ॥ এক ব্রহ্ম নিরাকার, সকলের মূলাধার; অপ্রচার সর্ব্ব শূন্যময়। ব্রহ্মের প্রকাশাশয়, বায়ুবারী জ্যোতির্ম্ময়, স্বইচ্ছায় হইলা উদয় ॥ আদ্যে ব্রহ্ম হীন দেহ, প্রকৃতি কি পুংস তেঁহ, সূক্ষ্ম কেহ নহেন কহিতে। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, আদ্যা শক্তি পরাৎপর, কলেবর হিনাঙ্গ হইতে ॥ ত্রিসংসার তদেচ্ছায়, একুশ ভুবন তায়, সিন্ধু হয় সপ্তম প্রকার। দেবতা অসুর নর, স্থলচর জলচর, স্থাবরাদি সকল প্রচার ॥ সর্ব্বসৃষ্টি শ্রেষ্ঠ নর, নর হেতু পরাৎপর, পঞ্চাকার হইলা ইচ্ছায়। বিষ্ণু শিব লম্বোদর; আদ্যাশক্তি দিবাকর, গুরুকরণাদি তদ্বিধায় ॥ নিরাকারে নানাকার, ইন্দ্রাদির জন্ম আর; সাধনার নানা প্রকরণ। উৎপত্ত্যাদি গঙ্গার, ব্রহ্ম মাহাত্ম্য প্রচার, যে প্রকার সমুদ্র মন্থন ॥ শিব শক্তি সুপ্রচার; কাশীর মাহাত্ম্য সার, আর অন্নপূর্ণার কথন ॥ নারায়ণ দয়াবান, রাখিলা

বিপ্রের মান; ভৃগুতে প্রমাণ সে কথন ॥ বরাহ কচ্ছপ আর: মীন নরসিংহা কার, সুপ্রচার সুন্দর বামন। নাসিতে মহীর ভার, পঞ্চাকারে যে প্রকার, সংহার করিলা দুষ্টগণ। শুম্ভ নিশুম্ভ নাসিতে, ব্রহ্ম উদয় মহীতে, অগ্রেতে মোহিনী ত্রিনয়না। কালীকাদি রূপ ধারি, দৈত্যকুল ক্ষয় করি, শিবোপরি শিবে আরোহনা ॥ এই আদি নানামত: কীর্ত্তি মধ্যে সার যত, ব্রহ্মতত্ত্ব হইল প্রকাশ। রচিয়াছি খণ্ডচারি, আদ্যখণ্ড সুপ্রচারি, মর্ত্ত্যোপরি জ্ঞাতার্থে নির্য্যাস ॥ চারি বেদ হীন অন্ত,সার্দ্ধ ত্রিকোটি তন্ত্র; নানাগ্রন্থ বিস্তর পুরাণ। নানা সংহিতাদি যত, নহি সর্ব্ব অবগত, বুদ্ধিহত আমি অবিদ্বান ॥ পরমেশ্বরের গুণ, নারদাদি যদি কন, যদি হন বিধাতা লিখক। গুণাতীত তত্ত্ব সর্ব্ব, লিখিতে ক্ষমত খর্ব্ব, হীন গর্ব্ব কহিতে নাশক ॥ ব্যাসাদি গুণশিখর, ব্রহ্মতত্ত্ব অগোচর, শিখরের রেণু তুল্য নহি। সিদ্ধ সকলের কৃত, যে সকল সুবিদিত, কিঞ্চিৎ তদানুসারে কহি ॥ চারিযুগে পরাৎপর লীলাকারি পূর্ব্বাপর: এতৎপর তিনখণ্ড আর। যথা বিদ্যাবুদ্ধি বল, রচিয়াছি সে সকল, মনস্থল প্রস্তুত বিস্তার ॥ ক্রমেং ছাপাইব, সকলে পাঠার্থে দিব, তবে হব কৃতার্থ এ ভবে। সকল সজ্জন গণ, প্রতি এই নিবেদন, গ্রহণ করিতে পরে হবে ॥ ভূমণ্ডলে ব্রহ্মধ্যানী, ভারগ্রাহি ভব্যমানী, ধনি জ্ঞানি গুণগ্রাহি অতি। গাম্ভির্য্য মাধুর্য্যেশ্বর, ধন্য ধৈর্য্য সহাবর, বিদ্যার সাগর সান্তগতি ॥ শুন সর্ব্ব গুণবন্ত, আমি অজ্ঞান অত্যন্ত, হীন অন্ত ব্রহ্মতত্ত্ব সিন্ধু। তন্মধ্যে করি প্রকাশ, মহিমধ্যে মিষ্টভাষ, প্রকাশ তিমিরে যেন ইন্দু ॥ এগ্রন্থ রসসাগর, সচিত্রে সকল নর, সুগোচর হইলে বিস্তার। অন্ধের নয়ন প্রায়, তিমিরে চন্দ্রের ন্যায়, গুণোদয় হইবে সবার ॥ ভক্তিভাবোদয় হবে, এসংসারে সুখার্ণবে, মগ্ন রবে মন মীন প্রায়। শ্রবণে যুড়াবে কর্ণ, রসিকের রসোৎপন্ন, সুবর্ণ সুবর্ণ সোহাগায় ॥ যশঃ ধর্ম্ম সংসমৃদ্ধি, মানস হইবে সিদ্ধি: সুবুদ্ধি হইবে বৃদ্ধি ভবে। পরাৎপর বস্তু সার, যদেচ্ছায় ত্রিসংসার, অন্তে তাঁর কৃপাদৃষ্ট হবে ॥ জোউগ্রাম মধ্যে ভব, শ্রীমান্ সৎকুলোদ্ভব, বাবু নবগোপাল আক্ষান। বিখ্যাত মজুমদার, পূর্ণমান গুণাপার মতে তাঁর রচনা বিধান ॥ থাকিয়ে সংসার ধর্ম্মে, বেদনা পাইয়ে মর্ম্মে, চিন্তা ব্রহ্ম করিয়াছি ধার্য্য। বর্দ্ধমানাধীন গ্রাম, জোগ্রামে মমধাম নাম কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ॥

শ্রীশ্রীহরিঃ

শরণং ॥

ব্রহ্মতত্ত্ব চূড়ামণি

সর্ব্বদেব বন্দনা

তাল কয়ালি। বন্দ সর্ব্বেশ ভবভয় নাশক। বেদে বিধাতার উক্তি আগমে শিবের যুক্তি, ব্রহ্ম সর্ব্ব ঘটে স্থিতি মুক্তি প্রদায়ক ॥ গণেশ দিনেশ ঈশ শক্তি বিষ্ণু পঞ্চএস বিধাতা সুর অশেষ মহী ধারক। মহালক্ষ্মী সরস্বতি স্বাহাশচী আদি প্রতি, কালীকৃষ্ণের প্রণতি এরচনা কারক ॥

দীর্ঘ ত্রিপদী। বন্দদেব লম্বোদর, সর্ব্ব অগ্রে পূজ্যবর, বেদকর বিঘ্ন বিনাশন। স্থূলঅঙ্গ সুসুন্দর, শ্বেতকরী শিরধর, সিদ্ধেশ্বর শক্তির নন্দন ॥ বন্দ ব্রহ্ম হীনকায়, সর্ব্ব সৃষ্টি যদেচ্ছায়, জ্যোতিন্যায় প্রথম উদয়। সর্ব্বশিরে উপবিষ্ট, সর্ব্বপ্রতি সদাদৃষ্ট, সর্ব্বোৎকৃষ্ট একা সর্ব্বময় ॥ বন্দ সৃষ্টি কারিশ্রেষ্ঠ, স্বয়ম্ভু ঈশ্বর জ্যেষ্ঠ, পরমিষ্ট শান্ত মূর্ত্তীধারি। পুরুষ প্রধান বর, চতুর্ব্বেদ কণ্ঠোপর, সুরেশ্বর রজগুণাচারি ॥ বন্দ বিষ্ণু ঘনশ্যামে, অবতারাসংখ্য ন্যামে, মক্ষধামে প্রত্যক্ষ শ্রীপতি। প্রলয়ে পুরুষ আদি, দুর্জ্জনের প্রতিবাদী, দেবতাদি সজ্জনের গতি ॥ বন্দদেব মহেশ্বর, দিনাধীন দিগম্বর, পূজ্যবর সুরাদি সবার। কুবেরাদি আজ্ঞাকারী, ভস্মভূষা ভাঙ্গাহারি, যোগাচারি পতি যোগাদ্যার ॥ বন্দদেব দিবাকর, তিমিরারি তেজস্কর, প্রভাকর ভাস্কর ব্রহ্মণ্য। বাতাধিক বেগে গতি, লোক চক্ষুক্ষরাজ্যোতি, দীন প্রতি দয়াবান্ ধন্য ॥ বন্দদেব নিশাপতি, সুন্দর শীতল অতি, সুভ্রজ্যোতি তিমির নাশন

বন্দদেব পুরন্দর, সহস্রাক্ষ দেববর, বজ্রধর দানব দলন ॥ বন্দ ফণীন্দ্র অনন্ত, সর্ব্বাধিক তেজবন্ত, বেদে অন্ত বিধাতা না পান। অতি দীর্ঘ কলেবর, সহস্র মস্তক ধর, শিরোপর এ মহি মহান্ ॥ বন্দ দশ অবতার কচ্ছপ বরাহাকার, মীন আর নৃসিংহ বামন। শ্রীরাম পরশুরাম, বলরাম গুণধাম, বোদ্ধানাম কল্কী রূপ হন ॥ বিস্তার বন্দনা তার নারায়ণ সারাৎসার, অবতার অসংখ্য মহীতে। নানামূর্ত্তি একজনে, করযোড়ে কায়মনে, নারায়ণে বন্দ সর্ব্ব প্রীতে ॥ বন্দদেব যম ধর্ম্ম, স্বয়ংজ্ঞাতা সর্ব্ব মর্ম্ম, ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারে কারক। দুর্জ্জন দমন কারি, উপহার সুখ ভারি, সদাচারি জনে প্রদায়ক ॥ বন্দ গুরু বৃহস্পতি, বিদ্যা-দাতা দেবপ্রতি, বিজ্ঞ অতি অতি মান্যবান। দয়াশীল গুণবোদ্ধা, সর্ব্বপ্রতি সমশ্রদ্ধা, সর্ব্ববিদ্যা কণ্ঠে অধিষ্ঠান ॥ বন্দোনপ্রকাশ বাত, বায়ু সর্ব্বে গতা-য়াত, রক্ষনাথ জীবাত্মা সবার। বন্দ শলিলাধিপতি, যার জলে বসুমতী, রক্ষাপতি গতি জিবাত্মার ॥ বন্দদেব হুতাশন, দগ্ধ সর্ব্ব ত্রিভুবন, গুরু হন ব্রাহ্মণ সবার। বন্দ কুবেরাধিপতি, রক্ষার্থে ঐশ্বর্য্য অতি, উমাপতি দিয়াছেন তার ॥ ভাল মন্দ সর্ব্বক্ষণ, কারি সর্ব্ব গ্রহগণ, একারণ বন্দ গ্রহগণে। ব্রহ্ম-কীর্ত্তি কিছু কব, সমাপ্ত পর্য্যন্ত সব, স্থিরোভব চাঞ্চল্য করণে ॥ বন্দ পদ সর্ব্বা-দ্যার, সর্ব্বাদ্যা কালিকাকার, দুরাচার দানব নাশিনী। হৈমবতি হরজায়া, মহেশ্বরী মহামায়া, অভয়া নরক নিবারিণী ॥ বন্দ দেবী সরস্বতি, ভারতি সুগুণ বতি, রূপজ্যোতি কুন্দু ইন্দু যিনি। বিনাযন্ত্র পাণি বাণী মহাজ্ঞানী বিষ্ণুরাণী, শুভাশিনি বিদ্যা প্রদায়িনি ॥ বন্দ লক্ষ্মী কমলিনী, আভাষিণ সুরূপ রূপী, পাদপাণি কমল সুন্দর। অঙ্গজ্যোতি সুনির্ম্মল, বিপুল হৃদি কমল, রক্তোৎপল দল ওষ্ঠাধর ॥ বন্দ সুরধনি গঙ্গে, ভবজ তরঙ্গ রঙ্গে, নিরাতঙ্কে নরক নিবারিণী। ভোগবতি রসাতলে, অলকনন্দা ভূমণ্ডলে, স্বর্গস্থলে আদ্যা মন্দাকিনী ॥ একা ব্রহ্ম বেদে বলে, বন্দিলাম যে সকলে, একস্থলে সবার উৎ-পত্তি। একরূপে রূপচয়, একা তিনি সর্ব্বময়, আদ্যোদয় মাত্র এক জ্যোতি ॥ সর্ব্বদেব দেবী প্রতি, বিনতিতে কহি অতি, রতমতি ব্রহ্মের কীর্ত্তিতে। কুরু কৃপাবলোকন, রচনা ব্রহ্ম কীর্ত্তন, গ্রাহ্য যেন হয় এ মহীতে ॥ ব্রহ্মের কীর্ত্তি নির্যাস, পদ্যে রচনা প্রয়াস, প্রকাশ আশয় মর্ত্যময়। ব্রহ্ম তত্ত্ব সর্ব্বোৎকৃষ্ট জ্ঞানে গুণে অপকৃষ্ট, কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য কয় ॥

এই গ্রন্থ রচনা কারকের এবং ব্যাপ্ত কারকের পরিচয়।

তাল আড়া। ভবের ভব্যতা ভাব ভাবি ভারতে বাখানে। মুনি ঋষি গণ যেন জ্ঞানী নৃপতির স্থানে॥ বিপ্র কালী দাস যেন কহে বিক্রমের গুণ। ভারতচন্দ্র প্রমাণ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র স্থানে॥ বাবু নন্দলাল শিষ্ট স্পষ্টবাদি বাক্য-মিষ্ট, চরিত্র রচিত্র তুষ্ট কালীকৃষ্ণ যথা জ্ঞানে॥

পয়ার। ব্রহ্মতত্ত্ব সার কথা পরম পবিত্র। কহি স্থূল মূল কথা প্রকাশের সূত্র যে সূত্রে রচনা হয় প্রাপ্ত যেই মতে। করিতেছি তদাভাষ প্রকাশ জগতে॥ বর্দ্ধমানাধীন পাত্র সাএর বিখ্যাত। সে গ্রামে মাতুলাশ্রয় বাসি মমতাত॥ পশুপতি স্থলে গঙ্গাজলে তিনি হত। মম হস্ত গত হয় বিত্ত অর্থ যত॥ পিতার মাতুল বংশে অবতংস যত। শিষ্ট জনে ধ্বংসকারি দুষ্ট কংশ মত॥ পিতা পিতা মহ দত্ত সম্পত্ত্য সকল। লইল দুর্জ্জন গণ প্রকাশিয়ে বল॥ দুষ্টগণ আমার করিল সর্ব্বনাশ। চক্র করি লইল বিষয় বসবাস॥ পরিবার অপোষ্য সহিত জোগ্রামে। বিষয় বিহীন বাস যৎসামান্য ধামে॥ মনক্ষুণ্ন রোগোৎপন্ন গৃহ শূন্য তায়। তস্করে সর্ব্বস্ব হরে ব্যাগ্র দুর্দ্দশায়॥ অশেষ আপদ যুক্তে অত্যন্ত উন্মনা। করিলাম ব্রহ্মতত্ত্ব পুস্তক রচনা॥ কলিকাতা নগরেতে করিয়ে গমন। ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিত হেতু ছাপাইতে মন॥ একারণ এক্ষণে যথা কষ্ট মত। সে সকল পশ্চাৎ করিব অবগত॥ খেদানলে প্রাণ প্রায় গমনে প্রবর্ত্ত। সে বহ্নিতে বারিদত্ত নন্দলাল দত্ত॥ বাঙ্গালায় কলি-কাতা নগর প্রবল। মধ্যে বহুবাজার মলঙ্গা শ্রেষ্ঠ স্থল॥ নিবাস মলঙ্গা মধ্যে সম্পূর্ণ মহত্ত। শ্রীমান্ সজ্জন বাবু নন্দলাল দত্ত॥ ধাতুতে সুবর্ণ যেন পবিত্র বিশাল। সুবর্ণ বণিক কুলে বাবু নন্দলাল॥ আছেন আনন্দে সদা সদানন্দ সম। নিষ্ঠা ইষ্টে নিন্দাহীন সম্পূর্ণসম্ভ্রম॥ মিষ্টভাষী সন্তোষী প্রয়াসি সদা যশ। অখল অচল বাক্য প্রবল পৌরুষ॥ জ্ঞানবান্ গুণবান ধন-বান জন। সম্পূর্ণ সৌভাগ্য তাহে তৃতীয় নন্দন॥ জেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ পরেশ লাল দত্ত। নব্যকালে ভব্যসভ্য অত্যন্ত মহত্ত॥ সুবোধ পরেশলাল সদ্বংশ

বিধায়। যুবত্বে সচ্চরিত্র অরত তুষ্ট তায়॥ প্রিয়লাল দত্ত নাম মধ্যম নন্দন। শ্রেষ্ঠ স্কুলে করিছেন বিদ্যা অধ্যয়ন॥ কনিষ্ঠ কেশবলাল শিশু দুগ্ধপোষ্য। না বালক এ দুটি কি কব দুস্য্য দুস্য॥ দীর্ঘ আয়ু নিরাপদে ধনোমান বলে। বাবুর এ তিন পুত্র থাকুন কুশলে॥ পর উপকারি যত নন্দলাল দত্ত। জগজনে জানাইব পশ্চাৎ সে তত্ত্ব॥ স্বধামে স্বধনে সদা ছিলাম সন্তোষে। আদ্যে সুখঃ শেষে দুখঃ নিজ ভাগ্য দোষে॥ জিবমৃত নিশ্চিৎ হইয়ে হতমান। নন্দলাল দত্ত দিলা মৃতদেহে প্রাণ॥ আমার বিনয় শুনি সদয় হইয়ে। ক্রয় করি কাগজ দিলেন ছাপাইয়ে॥ ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যাপিত ভারত বর্ষে হবে। বাবুর এ যশঃ কীর্ত্তি চিরজীবি রবে॥ ব্রহ্মতত্ত্ব চূড়ামণি ব্রহ্মকীর্ত্তি সার। বাবু নন্দলালের দয়ায় সুপ্রচার॥ বর্দ্ধমানাধীন জৌগ্রাম মধ্যে ধাম। কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য অস্মদের নাম॥

গ্রন্থারম্ভ।

নিরাকার ব্রহ্মের সৃষ্টি ইচ্ছা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর উৎপত্তি।

তাল আড়া। ভাব মন ভক্তিভাবে পরাৎপর বস্তু একে। তাঁহাকে কেহনা দেখে একা দেখেন সবাকে॥ আদ্যে ব্রহ্ম নিরাকার, তদেচ্ছায় নানাকার, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব সার, বস্তু তিন লোকে। শুন কহি সার মর্ম্ম, যদেচ্ছায় ধর্ম্মা ধর্ম্ম, ভজ মূলাধার ব্রহ্ম তরিবে কর্ম্ম বিপাকে॥ আদ্যান্ত অভাব যার, স্থিতি ভূতে সবাকার, অনুভাবে ভাব তাঁর বুঝিবেক কে। কালীকৃষ্ণ কহে সার, গোলেযোগে কেন আর, ওরে মন দুরাচার, বারম্বার ডাক তাঁকে॥

পয়ার। আদ্যে অনাকার ব্রহ্ম একা সর্ব্বময়। ব্রহ্ম পরমাত্মা ভিন্ন সজীব কে রয়॥ অচিন্ত্যার চিন্তা লীলা খেলার কারণ। আসৃষ্টি প্রলয়াবধি ব্রহ্মের করণ॥ বেদ তন্ত্র পুরানাদি ব্রহ্ম মূলাধার। ব্রহ্মা শিব ব্যাসাদির দ্বারায় প্রচার॥ শ্রোতা বক্তা প্রমাণ প্রয়োগ যথা যথা। বৃদ্ধি হয় পুস্তক লিখিতে সর্ব্ব কথা॥ ভৃগু সংহিতায় আছে স্থূল বিবরণ। নানা গ্রন্থ মতে কহি স্বসাধ্য যেমন॥ শূন্যাকারে সর্ব্বাদ্যে প্রকাশ নিরঞ্জন। কহি গুপ্ত কথা ব্যক্ত কারি যে

যে জন ॥ শক্তির মনের কথা বক্তা ত্রিলোচন। বিষ্ণুর সম্মত ব্রহ্মা করেন শ্রবণ ॥ ব্রহ্মতন্ত্রে লিখন মনুকে ব্রহ্মা কন। মনু সংহিতায় স্থূল সে কথা লিখন ॥ শুনিলেন ভৃগু তাহা মনুর সদনে। কহিলেন ভৃগু ঋষি বহু ঋষিগণে ॥ চারি যুগে চারি খণ্ড রচনা করিয়ে। আদ্য খণ্ড জগতে জানাই ছাপাইয়ে ॥ অনাদির আদ্যাদি তত্ত্বাদি সার কথা। কহিছেন ভৃগু ঋষি সে প্রকার যথা ॥ দেবঋষি ব্রহ্মঋষি তপস্বি সকল। শ্রবণ করেন চিত্ত করিয়ে নির্ম্মল ॥ কহিছেন ভৃগুঋষি শুন ঋষিগণ। আদ্য অন্ত ব্রহ্মতত্ত্ব অপূর্ব্ব কথন ॥ স্বয়ং শূন্য সকল করণে ক্ষণে দক্ষ। স্বইচ্ছায় সর্ব্বাকার স্বয়ং অপ্রত্যক্ষ ॥ সিনান্তি বেদাগমে যস্য মহিমার। তস্য সর্ব্ব তত্ত্ব কহি কি সাধ্য আমার ॥ যথা জ্ঞান সমস্থান যাহা জ্ঞাত সার। সে সকল স্থূল কহি শুন সারদ্বার ॥ সবার প্রবল পুণ্য ধন্য সর্ব্ব জন। পরমেশ্বরের কীর্ত্তি করহ শ্রবণ ॥ সর্ব্ব আদ্যে একা মাত্র ব্রহ্ম শূন্যাকার। সর্ব্ব শূন্য ভিন অন্য কিছু নাই আর ॥ কিমত কোথায় ব্রহ্ম নিরূপণ হীন। কত গত এমত অনিরোপিত দিন ॥ সাকার হইতে আর করিতে সৃজন। মানস করিলা মনে ব্রহ্ম নিরঞ্জন ॥ আদ্য শূন্যদ্বয়ে বায়ুত্রয়ে তেজোময়। চতুর্থে কারণ বারি ইচ্ছায় উদয় ॥ হইলেন শূন্য ব্রহ্ম বায়ুতেজ বারি। সর্ব্বাদ্যে আপুনি স্বয়ং ব্রহ্ম এইচারি ॥ কারণ বারির অন্ত প্রাপ্ত হীন স্থল। প্রাপ্ত ভার সীমা তার দিকের সকল ॥ পরাৎ পরের মনে প্রয়াশ প্রাকাশ। সৃষ্টি হওনের চিন্তা করেন নির্যাস ॥ অনাকারে এমত থাকায় কোন ফল। লীলা হেতু ইচ্ছিলেন সাকার সকল ॥ সৃষ্টির কারণ শূন্যে সমীরণ তোয়। প্রবল অনল যিনি ব্রহ্ম জ্যোতির্ম্ময় ॥ শূন্য মধ্যে সুস্থির চপলা যিনি জ্যোতি। স্নিগ্ধ স্থির নিরময় নির্ম্মল সে অতি ॥ বাঞ্ছা হয় সৃষ্টির তিষ্টিয়া তেজে তোয়ে। কিপ্রকার হয় সৃষ্টি চিন্তিত হৃদয়ে ॥ অচিন্ত্যের এই চিন্তা চিত্তে উপস্থিত। ইচ্ছায় উত্তম এক পুরুষ বিদিত ॥ রক্ত বর্ণ তেজ পূর্ণ স্বর্ণ জ্যোতির্ম্ময়। রক্তোৎপল প্রফুল্ল যুগল পদদ্বয় ॥ নাভিস্থল গম্ভীর হৃদয় পরিসর। সুশোভিত অজানু লম্বিত চারি কর ॥ ইসদ নহিত যুক্ত যাদৃশ কমল। ষট্পদ সংযুক্ত তায় নয়ন যুগল ॥ রক্ত বস্ত্র পরিধান চিকুর চাঁচর। সুশোভিত সর্ব্বঅঙ্গ স্থূল কলেবর ॥ ব্রহ্ম তেজোময় আদ্যে ব্রাহ্মণ আচার। অতএব ব্রহ্মা নাম হইল তাঁহার ॥ নিরীক্ষণ করিছেন ব্রহ্মাদিক্চয়। অধে বারি ঊর্দ্ধে শূন্য অগ্রে জ্যোতির্ম্ময় ॥ একা শূন্যে

স্বাই মাত্র কেহ নাস্তি আর। এই হেতু মনে অতি অতুষ্টি ব্রহ্মার। স্থল ভিন্ন শূন্যে স্থিতি মনগত নয়। বহুজন বেষ্টিত থাকিতে ইচ্ছা হয়॥ ঐশ্বর্য্যে আমোদে কর্ম্ম কাণ্ডে মন ভুক্ত। ব্রহ্ম ব্রহ্মারূপে পূর্ণ রজগুণ যুক্ত॥ তদাশয়ে ব্রহ্ম প্রতি ব্রহ্মাধ্যানে রত। পুনঃ মূর্ত্তি প্রকাশে ব্রহ্মের মনগত॥ ব্রহ্মতেজে উৎপন্ন দ্বিতীয় কলেবর। নিলকান্ত মণি যিনি শ্যামল সুন্দর॥ সুচিকন কৃষ্ণাঙ্গে সুবর্ণ জল জ্যোতি। সে চিকন অতুল্য মাণিক্য মণিমতি॥ কমল বিনিয়ে অঙ্গ অতি সুকমল। পদতল নিলোৎপলে যেন রক্তোৎপল॥ মাতঙ্গ মর্দ্দন জিনি মধ্য দেশ ক্ষীণ। চতুর্ভুজ জানুস্পর্শ অঙ্গ ভঙ্গ তিন॥ করতল মৃণাল অঙ্গুলি পদ্ম দল। নীল সুকমলে যেন রক্তাক্ত কমল॥ নয়ন কমলে যেন সচঞ্চল অলি। কর্ণ মূল অবধি ভুরুর লোমাবলি॥ সুচিকন সিন্দুর মণ্ডিত ওষ্ঠাধর। দন্তপংক্তি মুক্তা জ্যোতি অতি মনোহর॥ নাশা কর্ণ সুশোভন গৌরব কপাল। যিনি ঘোর ঘনশ্রেণী ঘন কেশ জাল॥ শিষ্ট প্রতি সন্তুষ্ট কারক শ্যামা রূপ। দুষ্ট প্রতি ভয়ঙ্কর শমন স্বরূপ॥ সত্ত্ব সম্পূর্ণ ব্রহ্ম বিষ্ণু কলেবর। নির্ব্বিকার নক্রোধ সকল গুণেশ্বর॥ মাধুর্য্য গাম্ভীর্য্য ধৈর্য্য দয়ার সাগর। পূর্ণ ব্রহ্ম নারায়ণ বস্তু পরাৎপর॥ সত্ত্ব গুণ সম্পূর্ণ কামনা অন্য নিস্য। সবে রত ব্রহ্মজ্যোতি প্রতি করি দৃশ্য॥ ভাব বুঝে ব্রহ্মণ্য ভাবিলা চিত্তে সার। সত্ত্ব গুণ হেতু বিষ্ণু আখ্যান প্রচার॥ পুনঃ এক দেহ ব্রহ্ম স্বেচ্ছায় প্রচার। শ্বেতরূপে পুংষশ্রেষ্ঠ পর্ব্বত আকার॥ রক্তোৎপল প্রফুল্ল চরণ করতল। স্থূলাহৃদি স্থূলোদর স্থূলনাভি স্থল॥ ভূর্জ্জ পত্র ন্যায় বস্ত্র ভুজঙ্গ পবিত্র। শশধর অনল কপালে প্রজ্বলিত॥ ঢুলু ঢুলু ত্রিনেত্রয়ে সুন্দর ওষ্ঠাধর। আজানু যুগল বাহু জটা গুরুতর॥ শশধর অসংখ্য জিনিয়ে অঙ্গ জ্যোতি। মৃদু হাস্য মুখে তেজবান অতি॥ মূলাধার সবার আকার অনাকারে। সাক্ষাৎ পরমেশ্বর তৃতীয় আকারে॥ নির্ব্বিকার নির্ভয় সদয় কলেবর। তমগুণ যুক্ত পূর্ণ নাম মহেশ্বর॥ মহা জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম সম্মুখে প্রকাশ। ভ্রুভঙ্গিমা দ্বারায় না করেন সম্ভাষ॥ সদানন্দ যুক্ত শূন্যে শঙ্কর প্রকাশ। সম্পূর্ণ আশ্চর্য্য ধৈর্য্য চিত্তে হীন ত্রাশ॥ করণার্থে সৃজন পালন আর ক্ষয়। অনাকারে আদ্যে তিন আকার উদয়॥ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ স্বাকার তিনে-

শ্বর। ব্রহ্মজ্যোতি প্রতি স্তুতি করেণ বিস্তর॥ সর্ব্বাদ্যের সর্ব্ব আদ্য সৃজন নির্ণয়। ব্রহ্মতত্ত্বে মত্রকুর্ত্তি কালীকৃষ্ণ কয়॥

শক্তির পতি প্রয়াস।

তাল আড়া। অনাদির মর্ম্ম কর্ম্ম বোধাগমের অতীত। প্রকৃতি কি পুংষ তিনি বেদাগমে অবিদিত॥ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, তিনি তিন কলেবর, সৃষ্টি হেতু পরাৎপর, কালীকাকার উদিত॥ ব্রহ্মের যাহাতে প্রিত, সেই সত্য রীত নীত, না বুঝিয়ে যথোচিত, কালীকৃষ্ণ সচিন্তিত॥

লঘু ত্রিপদী। ভৃগুঋষি কন, শুন ঋষিগণ, কথন ব্রহ্মের সার। সৃষ্টির আশয়, জ্যোতিতে উদয়, শ্রেষ্ঠ ত্রয় পুংসাকার॥ আদ্য ব্রহ্মজ্যোতি, কন তিন প্রতি, প্রকৃতি ভাবহ মমে। বাক্যেমন দেহ, অন্যমত কেহ, না করিহ কোনক্রমে॥ সৃষ্টি বাঞ্ছা মনে, তোমা তিনজনে, তেকারণে সৃষ্টিকরি। পুংস সংঘটন আমার মনন, প্রকৃতি আকার ধরি। আমার আকার, জেনত প্রকার, প্রচার হইবপরে। থাকিয়ে অদৃট, কহেন অভিষ্ট, সৃষ্টিশ্রেষ্ঠ বরাবরে॥ কহেন ব্রহ্মায়, বরিব তোমায়, কামনায় দেহমন। ব্রহ্মা সে বচন, শুনি সেইক্ষন, করিলেন পলায়ন॥ তবে বিষ্ণু প্রতি, কন তেজবতি, হও তুমি মম পতি। সে কথা শুনিয়া, জান পলাইয়া, ভাবি অন্যায় অতি॥ মহেশ্বর প্রতি, কহিছেন জ্যোতি, স্বমে পতি বাঞ্ছা করি। শুনিয়ে শঙ্কর, করেন উত্তর, ক্ষেমঙ্কর ক্ষেমঙ্করি॥ যাহাতে উৎপতি, হইব তার পতি, এ অতি অন্যায় রীত। সংহতি তোমার, এমত আচার, আমার না জন্মে প্রীত॥ আমি জানি স্থুল, তুমি আদ্য মুল, অনুকুল সৃষ্টিজন্য। শুনি বিপরীত, হইয়াছি ভীত, এ কুনীত রীত শূন্য॥ হইলে সজন, এমত করণ, কোন জন যদি করে। অনোচিত কর্ম্ম, না বুঝিবে মর্ম্ম, ধর্ম্ম হত হবে নরে॥ আদ্যাশক্তি জ্যোতি, মহেশ্বর প্রতি, কহেন প্রতীত বাণী। একাত্মা উভয়ে নাজান জানিয়ে, হইয়ে উত্তম জ্ঞানি॥ মমস্ত্রী আকার, তুমি পুংসাকার, বিচার করিছ স্থির। নিশ্চয় জানহ, তোমার এ দেহ, এ আমিহ তব শরীর॥ করিয়ে বিচার, অগ্রেতে প্রচার, তোমার আকার আমি। কারণ মুর্ত্তির, ধরিব শরীর যুক্তাকার, পতি স্বামি॥ মহেশ্বর তবে, কহিছেন স্তবে, হিতে হবে

বিপরীত। অন্যায় এ যুক্তি, শঙ্করের উক্তি, শুনি শক্তি ক্রোধান্বিত ॥ প্রচার কারণ, যেরূপ ধারণ, করিলা জ্যোতি হইতে। আদ্য উপলক্ষ, কালিকা প্রত্যক্ষ, অশক্ষ সর্ব্ব রহিতে ॥ আদ্যে যে প্রকার, কালিকা আকার, সে কথার কহিমুল। নাশিকা অরিষ্টে হও কৃপাদৃষ্টে কালীকৃষ্ণে অনুকূল ॥

আদ্যে কালী মূর্ত্তি প্রকাশ।

তাল পোস্তা। নবনীল কাদম্বীনি যিনি শ্রেণী কালীকার। রক্ত কোকনদ পদ নখ শশী সুপ্রচার ॥ লোহিত বসন সাজে, কটীতে কিঙ্কিণী বাজে, পদে নূপুর গরজে, শ্রীঅঙ্গ ত্রিভঙ্গাকার ॥ কালী ব্রহ্মময়ী শক্তি, ভবে প্রদায়িণী মুক্তি, বাঞ্ছা করে সাধ ভক্তি, কালীকৃষ্ণ বারম্বার ॥

লঘুত্রিপদী। ঋষিবর কন, শুন ঋষিগণ, এমন না হবে আর। সকলের সার বস্তু মুলাধার, আদ্যাকার সর্ব্বাদ্যার ॥ শ্রবণে কৃতার্থ, প্রাপ্ত পরমার্থ, পরম পদার্থ যিনি। শিবে ক্রোধ মন, আকার ধারণ, করেন তৎক্ষণ তিনি ॥ হইতে প্রচার, ছাড়িয়ে হুঙ্কার, কালিকা আকার হন। অপরূপ রূপ, নাস্তি তৎস্বরূপ, বেশ ভূপবরানন ॥ হেরি পদতল, সুকমল দল, রক্তোৎপলে দৃষ্টি হয়। নিরখি নখর, হয় শশধর, জ্যোতির আভাশোদয় ॥ নিরখিয়ে শ্রেণী, সৃষ্টি কাদম্বিনী, আরনীল মনিগণ। শ্রীঅঙ্গ ত্রিভঙ্গ, ক্ষীণ মধ্য অঙ্গ, মাতঙ্গ গণ্ডসুস্তন ॥ বেদভুজ আদ্যা, শঙ্খচক্র গদা, পদ্মদা তিঘ্নাসি ধরা। বিকট দশন, তৃতীয় নয়ন, বসন নহিত পরা ॥ নাশিকা শ্রবণ, অতি সুশোভন, নয়ন বালার্কন্যায়। যিনি মেঘ শ্রেণী, পৃষ্ঠে দুলে বেণী, কালীণী নাগিণী প্রায় ॥ কিঙ্কিণী নূপুর, বাজে সুমধুর, প্রচুর নানাভরণ। বচন গম্ভীর, প্রকাণ্ড শরীর, শক্তির রূপ ধারণ ॥ রূপ ভয়ঙ্কর, হেরিয়ে শঙ্কর, কাতর হইলা অতি। দ্রুত পলায়ন, করণে মনন, জানিলেন মায়াবতি ॥ হর পলাইতে, কালীকা ত্বরিতে, করেতে ধরেন শীর। মুণ্ড রহে করে, ধড় অনান্তরে, শূন্য, ভরে রহে স্থির ॥ শিব মৃত্যুঞ্জয়, নাশার্থে উদয়, না হয় তাহাতে ক্ষয় ॥ দ্বিতীয় অনন, স্কন্ধে উপার্জ্জন, তৎক্ষণ হরের হয় ॥ কীর্ত্তি প্রকাশের, বাসনা হরের, গুণের সাগর শিব। তেজিয়ে বদন, দ্বিতীয় অনন, ধারণ করনে জীব ॥ আদ্যাশক্তি যত.

ধরিছেন দ্রুত, হস্ত গত মুণ্ড হয়। ধন্য কীর্ত্তিবাস, মস্তক প্রকাশ, অবিনাশ মৃত্যুঞ্জয় ॥ স্কন্ধে পুনঃ পুনঃ যুক্ত ত্রিলোচন,অনন শতাষ্ট হয়। শত অষ্ট শির কারণ বারির, উপর ভাসিয়ে রয় ॥ ভাসিতেছে জলে, শক্তি তথা স্থলে, কুতূহলে শির ধরি। সকল বদন, করিয়ে গ্রন্থন, পরিলেন মাল্য করি ॥ করে তীক্ষ্ণ অস্ত্র, পরা রক্ত বস্ত্র, ক্রোধযুক্ত কম্পে দেহ। বিধি বিষ্ণু হর, হেরি সকাতর, অন্য আর নাহি কেহ ॥ শক্তি মহা রুষ্ট, হেরি ব্রহ্মা বিষ্টু, তুষ্ট করিবার মনে। অতি দূরে ছিলা, নিকটে আইলা, মিলিলা শিবের সনে ॥ তিনে অতিশয়, শঙ্কিত হৃদয়, হেরিয়ে দুর্জ্জয় ক্রোধ। তথা অনক্ষণ, মিনতি করেন না হন শক্তি প্রবোধ ॥ ভয়ে তিনেশ্বর, বিনয় বিস্তর, করেন কালীর স্থলে। ব্রহ্ম কীর্ত্তি ধন্য, ভবে খ্যাত জন্য, দনা কালীকৃষ্ণ বলে ॥

ব্রহ্মাদির স্তবে কালিকা সাম্যমূর্ত্তি

ধারণ করেন।

তাল মধ্যমান। সজল জলদ বরণী তং নিস্তারিণী। বিধি বিষ্ণু শিব আদি দৃষ্টে সৃষ্টি কারিণী ॥ শ্রীঅঙ্গ নীলকমল, করপদ রক্তোৎপল, নামে চতুর্বর্গ ফল,মুক্তস্থল দাইনী। সকলের আদ্যা শ্যামা. কালীরূপা অনুপমা, হীন মহিমার সীমা ভব ভয় বারিণী ॥ তব নামে কষ্ট নাশে, বিরিঞ্চি ভব প্রকাশে, তবে কেন কালীকৃষ্ণে মহাকষ্ট দাইনি ॥

লঘুত্রিপদী। আদ্যা শুভঙ্করী, শ্রীশ্যামাসুন্দরী, রূপ ধরি শূন্য পরে। অতি ক্রোধান্বিত, সঘন কম্পিত, শানীত খড়্গাস্ত্র করে ॥ বিধি বিষ্ণু ভব করিছেন স্তব, উদ্ভব তোমার দৃষ্টে। কর অনুগ্রহ, ক্রোধাদি তেজহ, রহ রহ স্থির তিষ্টে ॥ তং সিদ্ধা সর্ব্বাদ্যা, গুণাত্রিধা আদ্যা, মহাবিদ্যা শুভঙ্করি। আদ্যে শূন্যাকার, ইচ্ছায় আকার, অহঙ্কার ভব হরি ॥ জ্ঞাতা সর্ব্ব বিধি; সৃষ্টি হেতু বিধি, অহং বিধি তদেচ্ছায়। তুমি আদ্যমূল, হও অনুকূল, ব্যাকুল তিন জনায় ॥ অপার মহিমা, নবঘনে শ্যামা, উপমা কি সাধ্য কহি। ক্ষমতা তোমার সংখ্যা করা ভার, বর্ণিবার সক্ষ নহি ॥ কহেন কেশব, গুণ অন

স্তব, তুমি সর্ব্বমূলাধারে। নিরাকার জ্যোতি, তাহে রূপবতি, তদাকৃতি নাহিস্তু আর॥ মম কলেবর,শ্যামল সুন্দর,বিস্তর গরিমা ছিল। ওরূপ স্থলেতে,আশ্চর্য্য মনেতে, শতাংশেতে না রহিব॥ তুমি মূলাধার, ভ্রূলঙ্গে তোমার, মম কার সৃষ্টি হয়। করিয়ে সৃজন, নাশিতে মনন, করণ কর্ত্তব্য নয়॥ কহেন শঙ্কর, সক্রোধ সত্বর, বারম্বার বিনাশিলে। হইয়ে অভয়া, নাহি তব দয়া, ভাল মায়া প্রকাশিলে॥ কালীর সদন, স্তব অনুক্ষণ, করিলেন তিন জনে। সিদ্ধ সকামনা, ভিন্ন উপাসনা, কালী না শুনেন শুনে॥ নানাস্তব ভাসা, সর্ব্ব উপহাসা, বহাসা করেন সুখে। ভব পতি, ভব, ভব পতি,ভব উদ্ভব সহাস্য মুখে॥ শত অষ্ট বার, করেন সংহার, নারায়ণ জীবৎমান। সমীপে শ্যামার, না হেরি নিস্তার, শিবের শঙ্কিত প্রাণ॥ কহেন শঙ্কর, ওরূপ সত্বর,ধর সাম্য রূপনব। বাঞ্ছা করি বৃথা, করণে অনাথা, যথা বাঞ্ছা শক্তি তব॥ শক্তি সেই ক্ষণ, ক্রোধাদিতে ক্ষেন, হইলেন সাম্য অতি। বয়স ষোড়শী, অত্যন্ত রূপসী, হাসির গুণবতি॥ সর্ব্বাঙ্গ কমল, নির্ম্মল উজ্জ্বল, গিনি নিলমণি কান্ত। হেরি রূপ শোভা, নানা নিল প্রভা, সর্ব্ব আভা সৃষ্টি ভ্রান্ত॥ ক্ষীণ মধ্য দেহ, সুশোভা আসন, দন্তলেস সমাছনে। রক্তিম বরণ, অঙ্গের বসন, অরুণ উদয় মনে॥ চরণে নূপুর বাজে সুমধুর, ভৃঙ্গবর শিখেরব। অতুলা চরণ, মনম দমন কারণ সে পাদদ্বোব॥ কটিতে কিঙ্কিনী, সুবর্ণ সুশ্রেণী, ত্য ধ্বনি মন হর। স্নিগ্ধ কলেবর, ক্ষাম পরিসর, পয়োধর সুশোভন॥ শ্রীমুখ সুন্দর, তাহে ওষ্ঠাধর, ভদ্রশ্রী সিন্দুর জ্যোতি। বদনে দশন, তদৃষ্টে দর্পণ, অর্পণ অর্দ্ধার্দ্ধ মতি॥ যেন ভুজঙ্গর, রক্ত পদ্ম কর, দীর্ঘতর স্পর্শে জানু। সব্য করদ্বয়, বরদা অভয়, বামে খড়্গ যেন ভানু॥ নিলোৎপল দল, শ্রবণ যুগল, পলাল মকুল নাশা। শ্যামা ঘোরঘন, ঘনের গর্জ্জন, সঘন গম্ভীর ভাষা॥ আখি ত্রিকমল, যেন জলে জল, চঞ্চল খঞ্জন ন্যায়। মুকুট মস্তকে, যনিয়ে পাবকে, মাণিক্য মুকুতা তায়॥ সহাস্য বদন, বিদ্যুত সঘন, যেন ঘনে বাহিরায়। মণি অপ্রমিত, সর্ব্বাঙ্গে ভূষিত, তড়িত জড়িত ন্যায়॥ ছিলা ভয়ঙ্করা, হন মনোহরা, কালী তারা রূপবতী। শিব পতিং ভব, মুখে এই রব, বাসব চিন্তিত অতি॥ জানিলেন মনে, সর্ব্বাদ্যা সদনে, ত্রাণের উপায় নাই। যে বিষয়ে মন, না হবে খণ্ডন, বৃথা কেন কষ্ট পাই॥ উভয়ের গাত্র, মুদ্রি ভেদ

মাত্র, মূলে পত্র ন্যায় আমি। সৃষ্টির কারণ, স্ত্রী মূর্ত্তি ধারণ, না রবেন হীন স্বামী॥ কহেন মহেশ, এধর্ম্মে প্রবেশ, অশেষ যন্ত্রণা ভবে। দৌরাত্ম্য নারীর, ভূষণ গৃহীর, আমার সহ্য না হবে॥ সর্ব্বাদ্যা কহেন, ওহে ত্রিলোচন, কেন চিন্তা মিছা মনে। যদি কর দোষ, না করিব রোষ; সন্তোষ রব অঙ্গনে॥ শঙ্কর শ্যামায়; কহেন ত্বরায়; ওকায়ায় অনোচিত। চিরজন রবে; এ অখ্যাতি রবে; সবে কবে দুশ্চরিত॥ শত অষ্টবার, তেজহ আকার; ধর নরাকার মায়া। বিরুদ্ধ না রবে; পতি হব তবে; তুমি হবে মম জয়া॥ শুনিয়ে অভয়া; শঙ্করে সদয়া; কালিকায়া শূন্যে স্থিতি। হইল মনন; তাহে ততক্ষণ; সুচিকন নানা কৃতি॥ শূন্যে নানা কায়া; থাকি মহামায়া; নানা মায়া প্রকাশিলা। রূপ অষ্ট শত; ধরি হন হৃত; শ্বেত রক্ত পীত নীলা॥ অষ্টাদলোদ্ভব; দশ অষ্ট ছয় বেদ দয় আদি ভূজা। এ জগত ব্যাপি; মানবে অদ্যাপি; নানারূপি করে পূজা।॥ রূপ শত অষ্ট, ধরিলেন স্পষ্ট; বেদাগমে শ্রেষ্ঠ কালী। সে সকল দেহ, লুপ্ত নন কেহ, স্বর্গে সহ মুণ্ডমালি॥ আদ্যে কালী মূর্ত্তি; প্রকাশিতে কীর্ত্তি, রূপ ধাত্রী নানাকার। ব্রহ্মতত্ত্ব শ্রেষ্ঠ; কালী কীর্ত্তি পষ্ট, কালীকৃষ্ণ কহে সার॥

শক্তি শত অষ্ট মূর্ত্তি ধারণের নাম।

তাল পোস্তা। অনন্ত রূপিনী শক্তি ভক্তি মুক্তি প্রদায়িনী।
ভুলাইতে ভোলানাথে শতাষ্ট মূর্ত্তি ধারিণী॥ নীল পীত শ্বেত
লোহিত বর্ণা রজত স্বর্ণ যিনি সুবর্ণা নানারূপে নানা সুমূর্ত্তি
প্রসন্না কি বর্ণিব কিবা জানি॥ ব্রহ্মময়ি শক্তি ব্রহ্মেতে উৎপত্তি
ত্রিগুণা ত্রিলোকা ত্রিলোক প্রসূতি। দ্বিজ কালীকৃষ্ণ দীন দাষ
প্রতি কৃপাঙ্কুরু ত্রিনয়ণি॥

পয়ার। মরিচী অঙ্গিরা অত্রি পুলস্ত্য প্রভৃতি। ঋষিবর্গ কহিছেন ভৃগুঋষি প্রতি॥ আদ্যা শক্তি হইলেন শত অষ্ট কায়া। কহ কোন কোন রূপ হন মহামায়া॥ ভৃগু কন কহিতে প্রত্যেক সর্ব্বাকার। তাহাতে পুস্তক হবে বিস্তর বিস্তার॥ যে যেরূপ করিলেন কালিকা ধারণ। সে সকল নাম কহি করহ শ্রবণ॥ শক্তির অতি অপূর্ব্ব শত অষ্ট নাম। শ্রবণে কলুষ নাশ প্রাপ্ত মোক্ষধাম॥

শক্তির শত অষ্ট নাম।

কলাবতি ১ কলাশ্রেষ্ঠা ২ কল্যানি ৩ কালবারিণী ৪। কলাপূজ্যা ৫ কলাত্রিকা ৬ কলাহৃষ্টাচ ৭ কমলিনী ৮ ॥ কলাসজ্ঞা ৯ কলাকোটি ১০ কালাদ্যা ১১ কালহারিণী ১২। ককারা ১৩ করুণাকারা ১৪ ভুবাদ্যা ১৫ ভয়ভঞ্জিনী ১৬ ॥ রত্নাঙ্গি ১৭ মহা রৌদ্রাঙ্গি ১৮ সিদ্ধেশ্বরী ১৯ সনাতনী ২০ ॥ কর্জ্জলা ২১ কোটিকন্দর্পা ২২ পীতাঙ্গী ২৩ রক্তাঙ্গিণী ২৪ ॥ ঘোরাননা ২৫ ঘোরবর্ণা ২৬ মহাগণ্যা ২৭ মাহাত্তিকা ২৮। কালপরায়না ২৯ কাম্যা ৩০ করুণাঙ্গী ৩১ ক্রোধাধিকা ৩২ ॥ পদ্মপলাসাক্ষি ৩৩ মহাসক্ষা ৩৪ প্রভাকরাঙ্গিণী ৩৫। বিশ্বধাত্রী ৩৬ বিশ্বকর্ত্তৃ ৩৭ বিশ্বহত্তৃ ৩৮ বিশ্বাঙ্গিনী ৩৯ ॥ পদস্তুস্থা ৪০ পদার্থভূ ৪১ প্রভাপূর্ণা ৪২ প্রতাপিণী ৪৩। প্রভাবতি ৪৪ সুপ্রসন্না ৪৫ উৎপলা ৪৬ প্রবলাঙ্গিণী ॥ ৪৭ দুর্ব্বাঙ্গী ৪৮ নীলকান্তাঙ্গী ৪৯ ভস্মাঙ্গী ৫০ শ্বেতকাইকা ৫১। যোগপূর্ণা ৫২ মহাধন্যা ৫৩ রক্তাঙ্গী ৫৪ যোগনাইকা ৫৫ ॥ হেমাঙ্গী ৫৬ অনলঅঙ্গী ৫৭ চন্দ্রাঙ্গী ৫৮ চন্দ্রস্তূবিকা ॥ ৫৯ করভারা ৬০ করতোয়া ৬১ করকা ৬২ নাগনালিকা ৬৩। কবামর্শা ৬৪ কঙ্কনাশা ৬৫ কন্নাপূজা ৬৬ করালিকা ৬৭ ॥ ভদ্রেক্ষণা ৬৮ তাম্রকেশী ৬৯ ভদ্রদাত্রী ৭০ বিধাইকা ৭১ ॥ জ্যোতির্ম্ময়ী ৭২ বেদধাত্রী ৭৩ বিশ্বমাত্রী ৭৪ বিসারদা ৭৫। চঞ্চলা ৭৬ চেতনা ৭৭ চক্রী ৭৮ মহামোহা ৭৯ কামপ্রদা ৮০ ॥ নিত্যানন্দা ৮১ নীতপ্রদা ৮২ চতুরাদ্যা ৮৩ বিরাঙ্গিণী ৮৪। ঝঙ্কিনী ৮৫ রঙ্গিণী ৮৬ স্পদ্ধা ৮৭ সাধ্যা ৮৮ সিদ্ধা ৮৯ পবিত্রিণী ৯০ ॥ ধূম্রা ৯১ ভীমা ৯২ ক্ষমা ৯৩ ক্ষন্তা ৯৪ অনন্তা ৯৫ শান্তরূপিনী ৯৬ জয়ঙ্করি ৯৭ জিতেশ্বরি ৯৮ নিশঙ্কা ৯৯ শূন্যব্যাপিনী ১০০ ॥ ভয়ঙ্করি ১০১ শুভঙ্করি ১০২ ভীষনা ১০৩ ভয়ভঞ্জিনী ১০৪ মহাদক্ষা ১০৫ সূর্য্যনেত্রা ১০৬ মহাকম্পা ১০৭ নিরঞ্জনি ॥ তৎপরে কুণ্ডলাকারা ১০৮ অষ্ট ও শতরূপিণী। শূন্যমধ্যে স্বয়ং শক্তি স্বরূপ ব্যাপ্ত কারিণী ॥ ক্রমে তনুত্যাগ ক্রমে শতাষ্টরূপ ধারিণী। ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাসেচ্ছা কালীকৃষ্ণে প্রদাইনি ॥

শক্তি মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ
শিব সহ মিলন।

ভাল মধ্যমান। ভুবন মোহিনী রূপিনী ত্রিনয়নি। সুস্থির চপলা;

যিনি জ্যোতি অতি সুশ্রেণী ॥ কমল যুগল পায়,পদ্মগন্ধে অলি
ধায় শশীভ্রম হেরি তায় চকর করে ধ্বনি ॥ মহেশে মোহিত জন্য
স্বরূপ ধারণ ধন্য স্বরূপ বিহীন অন্য কালীকৃষ্ণ দ্বিজগায় ॥

পয়ার। কহিছেন ঋষিবর্গ ভৃগুর সদন। শরীর পবিত্র শুনে জুড়াল শ্রবণ॥ আশুতোষ সহিত শক্তির সম্মিলন। সে কথা কহিয়া তুষ্ট কুরু তপোধন॥ প্রেমে পুলকিত ভৃগু সজল নয়ন। কহিছেন যে প্রকার শক্তি শিবাহন॥ শম্ভু অষ্টবার শক্তি তেজিলেন কায়। হইলেন মহান মহিমী মহামায়া॥ একথা অমৃত জিনি কহে ভৃগু মুখে। পিয়ে কর্ণ কুহরে সকল ঋষি সুখে॥ দিকে তুল্য করি কিছু তৎকালে ছিলনা। তদৃষ্টে সকল সৃষ্টি দিবসে তুলনা॥ উপবিষ্ট শ্রেষ্ঠরূপ গৌরাঙ্গী প্রকাশ। মিশ্রিত অলক্তে দুগ্ধে কিঞ্চিৎ আভাশ॥ কোমল কমলাধিক কমল চরণ। রক্তোৎপল দলাধিক কোর্জ্জল সুচিকন॥ নখের আভায় দূর হয় অন্ধকার। তৎপর চন্দ্রাদি সৃষ্টি অতুল্য তাহার॥ রাম রম্ভা যিনি উরু ক্রমে উর্দ্ধ স্থূল। নিম্নে পদ পদ্মাবধি ক্রমে ক্ষীণ মূল॥ নিলাম্বর নিতম্বে সে শুশোভা প্রকাশ। তদাভাষ রাহুতে চন্দ্রিমা করে গ্রাস॥ সৃষ্টি সংখ্যা মধ্যাঙ্গ মারুতে হেলে দোলে। অনুপমা সুঠাম ত্রিভঙ্গ অঙ্গ স্থূলে॥ পয়োধর শুমেরু উপর শৃঙ্গদ্বয়। কমলাঙ্গে যে কমল কলিকা উদয়॥ কাঁচলির কত সোভা না হয় নির্ণয়। জগতের যত জ্যোতি তদৃষ্টে নিশ্চয়॥ শত খণ্ড হার হৃদি উপর ঝলকে। তরুণ অরুণে যেন বিদ্যুত ফলকে॥ বাহুদ্বয় শুশোভা দেহের দুই কুলে। সুবর্ণের তরুতে সুবর্ণ শাখা ঝুলে॥ তাহে কর কোমল কমল দ্বয় ন্যায়। চম্পক কলিকা সম দশাঙ্গুলি তায়॥ ওষ্ঠাধর সুসুন্দর পক্ক বিম্ব জিনি। গজমতি জ্যোতি যিনি দন্ত পুঁক্তি শ্রেণী॥ শেষ কৃশ নাসিকার ক্রমে মূল স্থূল। অতুল্য খগের চঞ্চু তুচ্ছ তিল ফুল॥ ত্রিলোকে তুলনা হীন শ্রবণ যুগলে। সেই বর মাগিনিল গিধিনী সকলে॥ আঁখি যেন সফরি সুবর্ণ নীরে বুলে। নাসামূল হইতে সংযোগ কর্ণ মূলে॥ শুনির্ম্মল কমলের শেষ দল ন্যায়। দ্বিনয়নে নিমিস যুগল অলিপ্রায়॥ মৃগাক্ষ জিনিয়ে লক্ষ খঞ্জন নয়ন। নিরখিয়ে মহামোহ মহেশের মন॥ সংযুক্ত যুগল ভুরু কার্ম্মুক গঠন। অতুল্য তুলির লেখা চৌরস চিকন॥ ঘনশ্রেণী জিনি বেণী মস্তকে জড়িত। তাহে ফণি মণি বেড়া সুস্থির তড়িত॥ অঙ্গজ্যোতি চিকন চপলা স্থির স্থিতি।

মরাল গমনা ধন্যা পরম প্রকৃতি ॥ প্রাতঃ প্রভাকর ন্যায় কপাল উজ্জ্বল। সুবর্ণের বারি ন্যায় করে টল টল ॥ শ্রেণীযুক্ত সকল শ্রীঅঙ্গের সুশোভা। সর্ব্ব অঙ্গে অলঙ্কার নানাবর্ণ প্রভা ॥ ত্রিসংসার যে জনার চরণ কমলে। তুলনা কি হয় অন্য সে রূপের স্থলে ॥ মহান মোহিনী রূপ সর্ব্বদা প্রকাশ। অঙ্গের জ্যোতিতে করে অন্ধকার নাশ ॥ দৃষ্টি মাত্র শিবের মোহিত হয় মন। মায়ার মায়ায় পূর্ব্ব সর্ব্ব বিস্মরণ ॥ দক্ষিণে মহেশ বামে শক্তি সুশোভন। তৎকালে বিবাহ বিধি উভয় মনন ॥ হর গৌরী পতি পত্নী সম্বন্ধ নিশ্চয়। এক যোগে উভয়ে আনন্দ অতিশয় ॥ আহ্লাদে আবৃত হয় দুই কলেবর। দুই অঙ্গে একাঙ্গ সুশোভা মনোহর ॥ শিবের শরীর যেন রজত পর্ব্বত। বাম অঙ্গে মহা মায়া স্বর্ণলতা মত ॥ এক বস্তু উভয়ে বিভেদ মাত্র দেহ। সার তত্ত্ব বুঝিতে নহেন দক্ষ কেহ ॥ সদানন্দে শূন্যে স্থিতি শক্তি সহ ভব। ব্রহ্মা বিষ্ণু উভয়ে করেন বহু স্তব ॥ মহেশ্বর সহ আদ্যে আদ্যার মিলন। শ্রবণে কলুষ নাস পুণ্য উপার্জ্জন ॥ দাবানলে যাদৃশ কানন দগ্ধ হয়। শিব শক্তি মিলন শ্রবণে পাপ ক্ষয় ॥ সাকার ব্রহ্মের কীর্ত্তি অপূর্ব্ব চরিত্র। কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য রচিয়ে পবিত্র ॥

ব্রহ্ম শূন্যে বিরাট মূর্ত্তি

ধাবণ।

তাল আড়া। পরমিশ্বরের তত্ত্ব জ্ঞাত নহে কোন জন। হইলেন নিরাকারে সাকার সৃষ্টি কারণ ॥ প্রকাশিতে নিজ লীলা, বিরাট রূপ হইলো, পদতলে দেখাইল, বিধাতাকে ত্রিভুবন ॥ ব্রহ্মপদ মধ্যে চয়, তবে শমনে কি ভয়, কালীকৃষ্ণ ছাড়া নয় পরাৎপরের চরণ ॥

পয়ার। নিত্যানন্দ নিরাকার শূন্যমার্গে স্থিতি। ইচ্ছায় হইলা চারি পুরুষ প্রকৃতি ॥ তত্ত্ব মূলাধারের বুঝিতে সাধ্য কার। অনাকারে স্তুতি কারি হইয়ে সাকার ॥ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তৃতীয় ঈশ্বর। জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মে স্তুতি করেন বিস্তর ॥ অনাদির আদি ব্রহ্মা বস্তু সর্ব্ব সার। মহাত্মান মায়াময় মহিমা অপার ॥ নির্ব্বিকার নিরাকার সর্ব্ব গুণাতীত। কখন কি মতে কোথা কে জানে নিশ্চিত ॥ তব মহিমার সীমা তোমাতে গোচর। পরাৎপর বস্তু তুমি

পরম ঈশ্বর॥ সর্ব্বকাল সচৈতন্য সর্ব্ব জ্ঞাত সার। হয় নয় চয় হয় ইচ্ছায় তোমার॥ তদেচ্ছায় আদ্য সৃষ্টি আমরা সবাই। যাহা বলাইতেছেন বলিতেছি তাই॥ তুমি চিন্তামণি সদা আছ অচিন্ত্যয়। তুমি সর্ব্ব জ্ঞাত সবে অজ্ঞতে তোমায়॥ পদ হীনে সর্ব্বত্রে গমনে তুমি দক্ষ। চক্ষুঃহীন সর্ব্বত্রে সর্ব্বদা তব লক্ষ॥ কর্ণ হীন সর্ব্ব ধ্বনি শ্রবণ গোচর। হস্ত হীন সর্ব্ব তব মুষ্টির ভিতর॥ অবশ্য হইবে তাহা ইচ্ছা যাহা তব। যত কর্ম্ম তোমার সকল অসম্ভব॥ মহা মহা জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মের গোচর। করিছেন নানা স্তব বিধি বিষ্ণু হর॥ তৎকাল চিন্তিয়া ব্রহ্ম হইলা সাকার। হংস নামে অবতংশ স্বয়ং সুপ্রচার॥ স্বজ্যোতিতে উদ্ভব সাকার শুক্লবর্ণ। সচ্চরিত্র প্রকাশিতে স্বয়ং উৎপন্ন॥ চিন্তিয়ে সচ্চিদানন্দ শূন্যের উপর। ধারণ করেন ব্রহ্ম শ্বেত কলেবর॥ পদ কর নহিত নহিত ওষ্ঠাধর। কেশ কৃষ্ণবর্ণ শ্বেত সর্ব্বকলেবর॥ সে তেজের ত্রিলোকে তুলনা পাওয়া ভার। শত কোটি দিবাকর তুল্য নহে তাঁর॥ বিধি বিষ্ণু বাসব করেন নিরীক্ষণ। দৃষ্টি হয় উর্দ্ধে শূন্য সকল বেষ্ঠন। বিধাতা বাসব বিষ্ণু করেন বিনয়। জয়তি বিরাটাকার ব্রহ্ম জয় জয়॥ চৈতন্যের চরিত্র বুঝিবে কোন জন। মানসে বিধাতা বিষ্ণু শিব শক্তি হন॥ স্বয়ং ব্রহ্ম বিরাট আকার শূন্যে হন। নানা স্তব বিরাটে করেন তিন জন॥ সৃষ্টির কারণ ব্রহ্ম ব্রহ্মাদি উদ্ভব। আপনাকে আপনি করেন নানা স্তব॥ সৃষ্টির দ্বারায় লীলা ব্রহ্মের আশয়। ব্রহ্মকীর্ত্তি কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য কয়॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরে ব্রহ্মের
অনুমতি।

তাল আড়া। মূলাধার বস্তু ব্রহ্ম তাঁর মহিমা অপার। কি অদ্ভুত সর্ব্ব ভূত ভবিষ্যতে পদে যার॥ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, তিনেশ্বর আদিশ্বর, বিরাট রূপে ঈশ্বর তিনে দিলা তিন ভার॥ ব্রহ্মের আশ্চর্য্য কার্য্য আদ্যখণ্ডে যাহা ধার্য্য, কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য জগতে করে প্রচার॥

দীর্ঘ ত্রিপদী। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, বিরাট মূর্ত্তি গোচর বিস্তর করিয়া নতি স্তুতি। শুক্ল রূপী পরাৎপর, থাকি শূন্যে সর্ব্বোপর তৎপর কহেন ব্রহ্মা

প্রতি। ওহে লোহিত বরণ, মম বাক্যে দেহ মন, যে কারণ উৎপত্তি তোমার। শুন আমার বাসনা, পূর্ণ করহ কামনা, সৃষ্টি নানা করিয়ে প্রচার॥ ব্রহ্মা কহিছেন স্তবে, কি রূপে কি সৃষ্টি হবে, অন্তভাবে না পাই উপায়। উর্দ্ধে ব্রহ্ম উপোবিষ্ট, করাইলা পদ দৃষ্ট, সম্পৃক্ত সকল সৃষ্টি তায়॥ পরিশর পদ তল, দর্পণ যিনি উজ্জ্বল, সকল তন্মধ্যে দৃষ্ট হয়। অমর অসুর নর, খগ নগ বনচর, অপর সকল জীব চয়। আশ্চর্য্যাতি অসম্ভব, চরণের মধ্যে সব, কত কব প্রত্যেক আখ্যান। হেরিয়ে সকল জীব, বিধি বিষ্ণু শক্তি শিব, অসম্ভব সকলের জ্ঞান॥ ব্রহ্ম দিলা অনুমতি, ব্রহ্মা হন সৃষ্টি পতি, ব্রহ্ম প্রতি বিষ্ণুর বিনয়। আপনি হইয়ে ব্রহ্ম, ব্রহ্মে জিজ্ঞাসেন মর্ম্ম, কোন কর্ম্ম করিব নিশ্চয়॥ বিষ্ণুকে ব্রহ্মের উক্তি, জানহ সকল যুক্তি, পূর্ণ শক্তিমান বিষ্ণু তুমি। পদে কর নিরীক্ষণ, হইলে সর্ব্ব সৃজন, পালন করিবে তিন ভূমি॥ সৃষ্টি রক্ষা করিবার, সম্পূর্ণ তোমার ভার, হর তার সংহার করিবে। শূন্য জল ভিন্ন স্থল, স্থল জাবে রসাতল, ভূমণ্ডল মস্তকে ধরিবে॥ কি কহিব বারম্বার, সকলি তোমার ভার, ভিন্নাকার তুমি আমি এক। সৃষ্টি বাঞ্ছিত উৎকৃষ্ট, পূর্ণ হেতু মনাভিষ্ট, ব্রহ্ম বিষ্ণু দ্বিনাম উল্লেক॥ কহিছেন মহেশ্বর, আমার এ কলেবর, গোচর হইল তদেচ্ছায়। করণ কর্ত্তব্য যাহা অবশ্য করিব তাহা, কহ স্পষ্ট যাহা তদাশয়॥ ধরিয়ে বিরাট অঙ্গ, হরে করেন প্রসঙ্গ, তব অঙ্গ মমাঙ্গ সমান! তোমার বামে উদয়, মম শক্তি শনিশ্চয়, উভয় অভেদ সপ্রমান॥ ত্রিগুণ সহ শক্তি তোমায় করেন ভক্তি, শক্তি উক্তি যুক্তি সার তাহা। শুন শুন ত্রিলোচন, করিবেহে সর্ব্বক্ষণ, কহিবেন ত্রিনয়না যাহা॥ তাহা শুনি ত্রিলোচন, ত্রিনয়না প্রতি কন, তোমার বচন মম ব্রহ্ম। তব গুণ নজানামি, তদেচ্ছায় তব স্বামি, কহ আমি করিব কি কর্ম্ম॥ কহিছেন ব্রহ্ম শক্তি, মনে যাহা আছে যুক্তি, সর্ব্ব উক্তি অত্যন্ত বিস্তার। সে কথা পশ্চাৎ কব, শুন মহেশ্বর ভব, তার তব সময়ে সংহার॥ প্রকৃতি পুরুষ অঙ্গ, সৃষ্টি হেতু দুই অঙ্গ, একাঙ্গ হইয়ে দোঁহে বহি। শক্তির মনের ভাব, হরের নহে দ্বিভাব, কন ভব তব ছাড়া নহি॥ ইচ্ছা আদ্য পুরুষের, আদ্য কথা সৃজনের, ঈশ্বরের কীর্ত্তি সর্ব্ব সার। ব্রহ্মতত্ত্বে যাহা দৃষ্ট রচনায় উপবিষ্ট, কালীকৃষ্ণ করয়ে প্রচার॥

স্বর্গ মর্ত্য পাতালাদি সৃষ্টি বিবরণ।

তাল আড়া। নিত্যানন্দে চিন্তাহীন কেন মন স্থূলে ভুল। সে তরে ভব অপারে ব্রহ্ম যারে অনুকূল॥ স্বর্গ স্থল ভূমণ্ডল, সপ্ত সিন্ধু সপ্ত তল, যদেচ্ছায় এ সকল তিনি সকলের মূল। চিন্তামণি না চিন্তিয়ে,দুশ্চিন্তায় রত রোয়ে,ত্রাণোপায় না পাইয়ে এ কালী কৃষ্ণ ব্যাকুল॥

পয়ার। বিধাতা নিয়ে কন ব্রহ্মের সদনে। ভিন্ন স্থল শূন্যে সৃষ্টি করিব কেমনে॥ শুনিয়ে পরমেশ্বর শূন্যমার্গে থাকি। শান্ত বাক্য কহেন ব্রহ্মার প্রতি ডাকি॥ অস্থলে করিব স্থল উপায় চিন্তিয়ে। করিবে স্বচ্ছন্দে সৃষ্টি সন্তোষ হইয়ে॥ বিরাট আকার ব্রহ্ম ভাবিতে ভাবিতে। উদয় মলিন মলা নির্ম্মল নাভিতে॥ মহাত্মান মলাবিন্দু করেতে লইয়ে। কারণ সলিলো পরে দেন ফেলাইয়ে॥ ব্রহ্মঅংশ মলা বিন্দু কারণ বারিতে। পলে লক্ষ কোটি গুণ লাগিল বাড়িতে॥ ক্রমে বৃদ্ধি দীর্ঘ প্রস্থ উর্দ্ধ অনির্ণয়। অস্থল উপর স্থল পৃথ্বী নাম হয়॥ ব্রহ্মের মলায় জন্ম মৃত্তিকা আকার। আখ্যান মেদনী মহী মণ্ডল বিস্তার॥ সৃষ্টির কারণ সৃষ্টি কারণ উপর। পৃথ্বীর প্রমাণকহি যত পরিসর॥ চারি যবে অঙ্গুলি বেদাঙ্গুলি মুষ্টিকি। হস্থ ষড় মুষ্টিকি তৎচতুর্থে ধানকী॥ ধানকী সহস্র দ্বয়ে এক ক্রোশ হয়। চারি ক্রোশে হয় এক যোজন নির্ণয়॥ শতেক যোজনে এক মুণ্ডপ গণন। দশ লক্ষ মুণ্ডপে অঙ্গন নিরূপণ॥ হেন সহস্র অঙ্গনে এক খণ্ড কয়। একুশ খণ্ডেতে এক মেদনী নির্ণয়॥ এই এক মেদনীতে ত্রিলোক গণন। স্বর্গ মর্ত্য পাতালেতে ত্রিশপ্ত ভুবন॥ স্বর্গোর্দ্ধে পাতাল অধে মধ্যে এই মহী। ইহাতে একুশ স্থল স্থূলে নাম কহি॥ ভূ ভুব শর মহ জন তপ সত্য। ব্রহ্মলোক সর্ব্বোপর গোলোক পবিত্র॥ জম্বু প্লেক্ষ শালমুলী কুশ কৌঞ্চ শাক। তৎপরে পুস্করা সপ্তদ্বীপ মর্ত্য ডাক॥ নবণেক্ষু সুরাঘৃত দধি ক্ষীর জল। ক্রমে বৃদ্ধি এই সপ্ত সাগর প্রবল॥ সপ্ত সিন্ধু সপ্ত মর্ত্যে ক্রমে সে বেষ্টন। সপ্তদ্বীপ পৃথ্বী সপ্ত সাগর গণন॥ লক্ষেক যোজন জম্বু লক্ষেক নবণ। ক্রমে সে দ্বিগুণ

ব্রাহ্ম সকল গণন ॥ তস্য পর লোকালয় পর্ব্বত বেষ্ঠন। তস্যপর ব্রহ্মজ্যোতি ঘোর দরশন ॥ তৎপর কারণ বারি বেড়া চক্রাকার। সকলি সলিল ময় সংখ্যা করা ভার ॥ অধে তল বিতল শীতল তলাতল। রসাতল নাগতল পাতালাদি স্থল ॥ উর্দ্ধে স্বর্গ মধ্যে মর্ত্য পাতাল অধতে। একুশ ভুবন হয় এতিন স্থলেতে॥ একুশ ভুবন সর্ব্ব সংযোগ আছয়। মধ্যে মধ্যে সপ্ত সিন্ধু আদি জলময় ॥ এমহা মেদনী ভাষে কারণ বারিতে। বিষ্ণুকে দিলেন ভার ধারণ করিতে ॥ পূর্ণ ব্রহ্ম শক্তি স্বয়ং বিষ্ণুর শরীরে। ধরেন অনন্ত রূপ কারণের নীরে ॥ সহস্র মস্তক ফণি বিরাট আকার। ধরিলেন ফণার উপর সর্ব্ব ভার ॥ ধরেন মেদনী ফণি সহস্র অননে। সে শক্তি বুঝিতে ব্রহ্ম চিন্তিসেন মনে ॥ সমীরণ স্বয়ং ব্রহ্ম বস্তু পরাৎপর। বহিতেছে মহাবাত মেদনী উপর ॥ সুস্থির অনন্ত তাহে কারণের নীরে। অচল অটল বাতে সহস্রেক শিরে ॥ উথলিল মহা বাতে কারণের জল। না টলে সে মহা বাতে মস্তকে অচল ॥ সৃষ্টির কারন ব্রহ্ম পঞ্চ নিরূপণ। শূন্য বায়ু বহ্নি জল সর্বস্থল হন ॥ সৃজন কারণ মনে চিন্তিয়ে ত্বরায়। যে মতে জীবাত্মা হবে করেন উপায় ॥ মহী শূন্য বায়ু বহ্নি বারি পঞ্চ ভূত। আত্মাহেতু আত্মারাম আপুনি প্রস্তুত ॥ লীলা খেলা প্রকাশিতে ব্রহ্মের কামনা। কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য করিল রচনা ॥

ব্রহ্মার সৃষ্টি বিবরণ।

তাল মধ্যমান। ধন্য সৃজন বিধাতার। ইচ্ছায় উদয় হয় তিন লোকে নানাকার ॥ নর পশু পক্ষী মীন, কীট পতঙ্গাগনণ, আর নানা ফণিগণ, সৃজন সপ্ত প্রকার ॥ হে প্রভু চতুরাণন, তোমার সর্ব্ব সৃজন, কালীকৃষ্ণ দ্বিজে কেন করিয়াছ দুরাচার ॥

পয়াধ। কহিছেন নিরঞ্জন ব্রহ্মার সদন। অস্থলে হইল স্থল একুশ ভুবন ॥ করিলেন নিরঞ্জন মেদনী সৃজন। করহ সকল সৃষ্টি বিধাতায় কন ॥ শূন্য বারি বহ্নি পৃথ্বী বায়ু মূলাধার। এই পঞ্চ ভূতে ব্রহ্মা করেন আকার ॥ সকল জীবের সর্ব্ব অঙ্গ যে প্রকার। বর্ণন করণে হয় অধিক বিস্তার ॥ সকলের অবয়ব ব্যক্ত চরাচর। আখ্যান ধরিয়ে সৃষ্টি করিব গোচর ॥ সর্ব্বাদ্যে মানসে যাহা সৃজিলেন বিধি। সৃজন বৃত্তান্ত কথা কহি তদাবধি ॥ চিন্তিয়ে আপন

মনে বিধাতা কৃপাল। প্রথম মানসে সৃষ্টি করেন তৎকাল॥ জন্মিলা সনক সনাতন সনন্দন। সনৎকুমার এই চতুর্থ সৃজন॥ চারিজন জন্মিয়ে পিতার প্রতি কন। আজ্ঞাকুরু কোন কর্ম্ম করিব সাধন॥ ব্রহ্মা কন হয়ে সৃষ্টি কর এই কর্ম্ম। চারি জনে কন কহ শ্রেষ্ঠ কোন ধর্ম্ম॥ বিধাতা কহেন শ্রেষ্ঠ ব্রহ্ম আরাধনা। শুনি তপস্যাভিভূত হন চারি জনা॥ তাহা দেখি ব্রহ্মা পুনঃ বাঞ্ছিত সৃজনে। করেন মানসে সৃষ্টি শ্রেষ্ঠ দশ জনে॥ মরিচী অঙ্গিরা ভৃগু পুলস্ত পুলহ। ক্রতু প্রচেতা নারদ বশিষ্ঠাত্রী সহ॥ বিধাতা কহেন কর সৃজনে মনন। কোন কর্ম্ম প্রধান কহেন দশজন॥ ব্রহ্মা কহিলেন ব্রহ্ম আরাধনা সার। তপস্যায় চিত্র রত শুনিয়ে সবার॥ তাহা হেরি ব্রহ্মার উপজে চিত্তে ক্রোধ। ভৃগু আদি রাখেন পিতার অনুরোধ॥ হেরিয়ে ব্রহ্মার ক্রোধ হইল সম্মত। সত্ব গুণে চিত্ত ভয়ে রজ গুণে রত॥ মরিচী মানসে সৃষ্টি করেন তৎকাল। জন্মিলা কশ্যপ মহা তেজস্বি বিশাল॥ এই আদি আদ্যে সৃষ্টি করেন অনেক॥ বাড়য়ে রচনা সর্ব্ব লিখিতে প্রত্যেক॥ বুদ্ধিবন্ত অত্যন্ত সকলে বিত্তবান। সকল সৃষ্টির এই প্রথম বিধান॥ মনু নামে মুণি সৃষ্টি করিলা মানসে। ধন্য মনু মহাশয় পূর্ণ গুণে যশে॥ তৎপরে মানসে সৃষ্টি দক্ষ প্রজাপতি। তেজস্কর গুরুতর মান্যবান অতি॥ আদ্য সৃষ্টি প্রকৃতি অদিতি আর দিতি। জন্মে নারী দেবহুতি প্রসূতি প্রভৃতি॥ কস্যপ ঔরসে অদিতির গর্ব্ভে সুর। দিতি গর্ব্ভে অসুর এমতে সুরাসুর॥ দেবতা তেত্রিশ কোটি কস্যপ নন্দন। ঈশ্বর প্রেরিত সবে সৃষ্টির কারণ॥ ব্যবহার বিচার সকল কর্ম্ম ভার। ত্রিলোকের উপর সকল দেবতার॥ বেদে তন্ত্রে পুরাণে শাস্ত্রাদিতে প্রকাশ। পুঁথি বাড়ে বিস্তারে এ জন্য ভদাভাস॥ সুরাদি অসংখ্য কত কহিব বিস্তার। পরে শ্রেষ্ঠদের জন্ম করিব প্রচার॥ সৃষ্টি সুরা সুরাদির আদ্য মূল এই। নরলোক সৃজনের কহি আদ্য যেই॥ বিধাতার শ্রীঅঙ্গে উৎপত্তি চারিজন। বদনে ব্রাহ্মণ করে ক্ষত্রিয় সৃজন॥ উরুতে উৎপত্তি বৈশ্য পদে শূদ্র খ্যাতি। এই চারি বর্ণে জাতি ছত্রিশ উৎপত্তি॥ সৃজন করিলা জন্তু সপ্তম প্রকার। স্থূলে কহি সংখ্যাহীন লিখিতে বিস্তার॥ আদ্যে নর দ্বয়ে পশু ত্রয়ে পক্ষী হয়। চেরে সর্প পঞ্চে মৎস্য ষষ্ঠে কীট চয়॥ সপ্তমে পতঙ্গ এই জন্তু নিরূপণ। ইহাতে অশেষ মত সৃষ্টি অগণন॥ স্থল জল চর সপ্ত পদার্থ চেতন। অচেতন

পদার্থ এসবার কারণ॥ তরুলতা তৃণাদি ভূমিতে সৃষ্টি যত। সংখ্যাহীন সকলের নাম কব কত॥ সপ্তম জন্তুতে সৃষ্টি পুরুষ প্রকৃতি। উভয়ের সংঘটনোজন্মে তদাকৃতি॥ ব্যবহার সকল সকলে জ্ঞাতসার। ত্রিসংসারে জীব চলে নিয়মে ব্রহ্মার॥ কহিলাম স্থূলে সর্ব্ব ধাতার সৃজন। সকল সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানব গণন॥ ব্রহ্মতত্ত্ব মতে সৃষ্টি সকল নির্ণয়। কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য স্থূল মাত্র কয়॥

বেদ শাস্ত্রাদি সৃষ্টি

বিবরণ।

তাল আড়া। চিত্ত চিন্ত কর সদা নিত্য বস্তু নিরঞ্জন। তাহে রত রহ জাহা বেদাদির সুবিধান॥ ব্রহ্মের প্রেরীত নীত, তাহে কর মনগত সে বিভের বিপরীত কোরোনাহ মন॥ ব্রহ্মতত্ত্বে বুঝো মর্ম্ম, কর সদা সেই কর্ম্ম, তাহে উপজীবে ধর্ম্ম কালীকৃষ্ণের বচন॥

দীর্ঘ ত্রিপদী। সর্ব্বঋষির গোচর, কহিছেন ঋষিবর, ব্রহ্মের আশ্চর্য্য কীর্ত্তি যত। এরূপ ভুবনোপর, ব্রহ্মার সৃষ্টি বিস্তর, ব্রহ্মের যেমত মনগত॥ তেজ বিরাট আকার, অন্তর্দ্ধান সারাৎসার, শূন্যাকার রহেন অদৃষ্টি॥ সৃষ্টি কারি নিরন্তর, করিছেন বহুতর, মেদনি উপর সুখে সৃষ্টি॥ বিষ্ণু করেন পালন সংহারেন ত্রিলোচন, জীবগণ মৃতে মুক্ত হয়। জীব সৃষ্টি বারম্বার, তিন লোকে করিবার, বিধাতার কষ্ট অতিশয়॥ ব্রহ্ম পরাৎপর প্রতি, নানা স্তবে সৃষ্টিপতি, মিনতি করেন বারম্বার। সৃষ্টি করিতেছি যত, মুক্ত হয় হয়্যা হত, অসঙ্গত সৃষ্টি করা ভার॥ ব্রহ্ম অন্তরে চিন্তিয়ে, দিব্য এক শ্লোক দিয়ে, বিব রিয়ে কহেন ব্রহ্মায়। শুন গুণনিধি বিধি, ইহাতে সকল বিধি, কর বিধি চিন্তিয়ে উপায়॥ প্রাপ্ত এক শ্লোক বিধি, তাহাতে বিধান নিধি, সৃজিলেন বিধি মন প্রীতে॥ ধরিয়ে বদন চারি, চতুর্থ বেদ প্রচারি, ব্যাপ্ত করি দিলেন ক্ষিতিতে॥ নাহি বুঝে কোন জন, পূনঃ নানা নিরূপণ, করিলেন সে শ্লোক প্রমাণে। শ্যাম যজু ঋক আর, অথর্ব্ববেদ বিস্তার, প্রচার করেন বুধ স্থানে॥ সৃজিলা শাস্ত্র অষ্টম, বেদান্ত সাংক্ষ গৌতম, পাতঞ্জল ন্যায় মিমাংসাদি। বিদ্যা

ষড় দরশন, তাহে নানা নিরূপণ, করিলেন মনু ঋষি আদি ॥ পূজার্চ্চনা আদি নীত, প্রতিদিন তাহা রীত, হেতু হীত শাস্ত্রাদি লিখন। যজ্ঞ দান হোম ব্রত, আদি কর্ম্ম কাণ্ড যত, মনমত করেন সৃজন ॥ বিজ্ঞ মুণি যত জনা, করি শাস্ত্র আলোচনা, ব্রত নানা করি ণা সংসারে। প্রচারিলা ঋষিগন,চলে নর বহু জন, সর্ব্বক্ষণ সেই ব্যবহারে ॥ কর্ম্ম কাণ্ড ব্যবহারে, ক্রমে রত ত্রিসংসারে, পরম ঈশ্বরে ধ্যানী অল্প। বহু ব্যক্তি রাজসিক, কর্ম্মকারি তামসিক, অধিক আনন্দ পেলে গল্প ॥ কিন্তু এক ব্রহ্ম সার, যদি ভাবে একবার, পুণ্য তার অসংখ্য উদয়। পাপদহে পুণ্যানলে, কাননে বৃক্ষ সকলে, দাবানলে যেন দগ্ধ হয় ॥ যজ্ঞ হোম ব্রতদান, আদি পুণ্য সনুষ্ঠান, নাস্তিত্রাণ এ সকল ধর্ম্মে। সে জীবের নাস্তিক্ষয়, জঠরে জন্মিতে হয়, পুনরায় রত হয় কর্ম্মে ॥ কিন্তু ব্রহ্ম পরাৎপরে, দৈবে যদি চিন্তা করে, ভবে তারে আসিতে না হয় ॥ ব্রহ্ম ধ্যানে নবচয়, মৃতে মুক্তি প্রাপ্ত হয়, না হয় জন্মিতে পুনশ্চয় ॥ রত সদা নানা কর্ম্মে, রত অশেষ অধর্ম্মে, যদি ব্রহ্মে ভাবে এক বার। সেই ফলে শুভা দৃষ্ট, প্রাপ্ত হয় পরমিষ্ট, কালীকৃষ্ণ না ভুলিবে আর ॥

এক ব্রহ্ম পঞ্চাকারাদি

বিবরণ।

তাল আড়া। একে ব্রহ্ম নানাকার, সৃষ্টি রক্ষের কারণ। ভিন্ন ভাব ভাবনাতে ভবেগতি পুনঃ পুনঃ ॥ নানাস্থলে এক জল,নানা স্থলে একানল, এক বায়ু নানা স্থল, তেন ব্রহ্ম নিরূপণ। পঞ্চম ব্রহ্ম অভেদ, ব্রহ্মে জ্ঞান ভেদাভেদ, জ্ঞাতহীন তন্ত্রবেদ কালী-কৃষ্ণ মূর্খজন ॥

ত্রিপদী। কহিছেন তপোধন, শুন সর্ব্ব ঋষিগণ, নিরঞ্জন ব্রহ্ম সারাৎসার। এক ব্রহ্ম সাধনায়, নরগণ প্রাণ পায়, পুনরায় না জন্মে সে আর ॥ ব্রহ্মা ব্রহ্ম প্রতি কন, মুক্ত প্রায় সর্ব্বজন, করে মন এক ব্রহ্ম প্রতি। জীব হয় ভব গত, সৃজন করিব কত, কষ্টে দ্রুত করহ নিস্কৃতি ॥ ব্রহ্মে স্তুতি এক বার, যে করে বিমুক্ত তার, কিপ্রকার সৃষ্টির হেতায়। ব্রহ্মার স্তুতি বিস্তর, শুনিয়ে পরমেশ্বর, তৎপর চিন্তিলা শদুপায় ॥ ব্রহ্ম পরাৎপর জ্ঞান, তাহে জীব পায়

ত্রাণ, সেই জ্ঞান বিনাশ কারণ। চিন্তিলেন সারাৎসার, কোন মতে জীব আর, নিরাকার না করে সাধন॥ চিত্তে এই অনুমানি, কহেন আকাশবাণী, সর্ব্ব-প্রাণী নিকটে প্রচার। বিষ্ণু আর মহেশ্বর, শক্তি আর দিবাকর, লম্বোদর ব্রহ্ম পঞ্চাকার॥ শুন সুরাসুর নর, মমপঞ্চ কলেবর, প্রচার সাকার নিরা-কারে। সাধনা কুরু সাকার, সিদ্ধ হবে যে প্রকার, যুক্তি সার জানাই সবারে॥ বাছিয়ে বুধ ব্রাহ্মণ, করিবে গুরু করণ, করিবেন যে মন্ত্র অর্পণ। শুন সর্ব্ব সার তত্ত্ব, যার জাহা গুরুদত্ত, সেই সত্য অহং নিরঞ্জন॥ এই বাক্য শূন্যো-পর, কহিলা পরমেশ্বর, সুরনর শ্রবণ করিলা। ঋষি মুণি বুধগণ, শুনিয়ে নিরাকরণ, বিস্তর বিধান প্রকাশিলা॥ বেদে তন্ত্রে পঞ্চাকার, গুরুদত্ত মন্ত্র সার, প্রচার করিলা ত্রিসংসারে। মন্ত্রদাতা যেই জন, তিনি ব্রহ্ম বস্তু হন, গনন বিধান সারাৎসারে॥ মাহেশ্বরী হরি হর, দিবাকর লম্বোদর, পরাৎপর ব্রহ্ম পঞ্চগণ্য॥ আর দেব দেবী যত, প্রত্যেক কহিব কত, নির্ম্মিত ব্রহ্মাংশ অন্য অন্য॥ শক্তি ভক্ত শাক্ত সব, বিষ্ণু ভক্তেরা বৈষ্ণব, শিব ভক্ত শৈব সবে বলে। সূর্য্য ভক্ত সৌর আক্ষা; গণেশে যতেক দীক্ষা, গানপত্য ব্যাখ্যা সে সকলে॥ এক ব্রহ্মে মতি যার, ভবে পুনঃ জন্ম তার, হইবার হীন সম্ভাবনা। বিধির সৃজনে কষ্ট, হেতু পঞ্চ ব্রহ্ম স্পষ্ট, ভবে রাষ্ট্র বিধানাদি নানা॥ এক ব্রহ্ম পঞ্চাকার, তাহে ভক্ত যে জাহার, ভিন্ন আর অন্যে তুচ্ছ করে। বিস-ম্বাদ নরে নরে, ব্রহ্মভেদ জ্ঞান করে, অবিচারে অধর্ম্ম আচরে॥ করিয়ে অধর্ম্মা-চার, গতায়াত বারম্বার, মুক্ত হইবার অনুপায়। শুনে ব্রহ্ম পঞ্চমত, ব্রহ্মে নহে মনগত, রহে রত কর্ম্মকাণ্ডে তায়॥ এক ব্রহ্মে মনগত, তার পুণ্য অস-ঙ্খ্য, যেমত বাঞ্ছিত তাহা পায়। রাজসিক কর্ম্মাচার, ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত তাহার, সংসার যন্ত্রণা না এড়ায়॥ সৃষ্টি সর্ব্ব রক্ষা জন্য, ব্রহ্মের বিধান ধন্য, ধন্য অন্য অন্য বিধি চয়। ব্রহ্মতত্ত্বে করি দৃষ্ট, সার কথা সর্ব্বোৎকৃষ্ট, কালীকৃষ্ণ ভট্টা-চার্য্য কয়॥

গুরুমাহাত্ম্য তত্ত্বাদি।

তাল যৎ। ভক্তি সহ ভাব মন ব্রহ্ম গুরুদত্ত নাম। গুরু হর দিবাকর গণপতি শ্যামা শ্যাম॥ গুরুদত্ত মহামন্ত্র, তুল্য নহে

বেদ তন্ত্র; সাধনে ফল অনন্ত, অন্তে প্রাপ্ত মোক্ষধাম॥ ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞাত বলে, কালীকৃষ্ণ দ্বিজবলে গুরুপদ ধ্যানফলে পূর্ণ হয় মনস্কাম॥

পয়ার। বিনয়ে কহেন সবে ভৃগুর সদন। গুরুর মাহাত্ম্য কিছু করাহ শ্রবণ॥ ভৃগুঋষি কহিছেন শুন ঋষিগণ। গুরুগুণ তত্ত্ব পরমার্থ প্রকরণ॥ গুরু ব্রহ্ম মাহাত্ম্য পরম তত্ত্ব কথা। কহি গুরু করণ আদির বিধি যথা॥ আদ্যে ব্রহ্ম নিরাকার তাহে তেজময়। তাহে ক্রমে পঞ্চাকার পঞ্চ ব্রহ্মোদয়॥ জিবাত্মার প্রতি শক্তি প্রবর্ত্ত মায়ায়। নরের নিস্তার হেতু চিন্তেন উপায়॥ ব্রহ্মার বিনয়ে ব্রহ্ম একে পঞ্চকায়। ভজনের গোলোযোগ নরে মহামায়া॥ সাধনার সন্ধানাদি কিছু না পাইয়ে। পঞ্চমতে ভ্রমে নর কুতর্ক করিয়ে॥ পূজার্চ্চনা যজ্ঞ দান আদি কর্ম্ম কাণ্ড। এই মতে রত নর যুড়িয়ে ব্রহ্মাণ্ড॥ না পায় সাধন তত্ত্বে ইহাতে প্রবেশ। কিরূপে করয়ে ধ্যান ভিন্ন উপদেশ॥ বেদেতে নির্ণিত গুরু করণ বিধান। বিশেষ ব্রহ্মের মুখে পাইলা সন্ধান॥ সর্ব্ব আদ্যে শূন্যময় ব্রহ্ম নিরাকার। ইচ্ছায় হইলা পঞ্চ আকার প্রচার॥ গুরু করিবেন যারে যে নাম অর্পণ। তিনি তার পরম পদার্থ ধন হন॥ আপনার শ্রেষ্ঠ ভিন্ন গুরু অনোচিত। সামান্যে করিলে গুরু অভক্তি নিশ্চিত॥ নানামত গুরু গণনীয় বিবরণ। ব্রহ্মাণ্ডে করেন ব্রহ্মা বিধান অর্পণ। ব্রাহ্মণ সবার অগ্নি গুরুতে প্রমাণ॥ সকল বর্ণের গুরু ব্রাহ্মণ বিধান॥ ধর্ম্ম কর্ম্ম বিদ্যানীত ইত্যাদি সকলি। যার স্থলে জ্ঞাত তারে শিক্ষাগুরু বলি॥ পিতা জন্ম দাতা মাতা জঠরে ধারিণী। পিতা মাতা সকলের শ্রেষ্ঠ গুরু মানি॥ বিপ্র ভিন্ন বয়ক্রমে শ্রেষ্ঠ অন্য অন্য। পরম্পরায় মানব করিবে গুরু গণ্য॥ নিমন্ত্রিত অনাহুত অভ্যাগত গণ। গুরু তুল্য এসবে ভাবিবে সর্ব্বজন॥ রমণী সবার পতি মহা গুরু হন। এইরূপ নানামত গুরুতে গণন॥ সকলের শ্রেষ্ঠ গুরু ইষ্টমন্ত্র দাতা। মন্ত্রটি পরম গুরু অন্তকালে ত্রাতা॥ স্বয়ং ব্রহ্ম সার বস্তু সর্ব্ব মূলাধার। একে পঞ্চ পঞ্চে এক ব্রহ্ম সারাৎসার॥ শাক্ত শৈব সূরশ্চ বৈষ্ণব গাণপত্য। এই পঞ্চ উপাশক যে জাহে প্রবর্ত্ত॥ লইবেক যেই মন্ত্র গুরুদেব স্থলে। পাইবেক সদ্গতি সে সাধনার বলে॥ ধর্ম্মিষ্ট বর্দ্ধিষ্ট শিষ্ট উৎকৃষ্ট বিদ্বান। গ্রহণ করিবে মন্ত্র হেন দ্বিজ স্থান॥ গুরুমন্ত্র একবার পাঠে যাহা হয়। অন্য জপ সহস্র তাহার

তুল্য নয় ॥ গুরুমন্ত্র সাধনার প্রকরণ নানা। না হয় সে সর্ব্ব বুধ গুরু ভিন্ন জানা ॥ তত্ত্ব ভিন্ন মন্ত্র ব্যর্থ সাধনা কেবল। গ্রন্থ শ্রুত ভিন্নার্থ নরের নাস্তি ফল ॥ ইষ্ট মন্ত্র গুপ্ত ভিন্ন প্রকাশের নয়। এই হেতু নিত্য গুরু উপযুক্ত হয় ॥ অন্য স্থলে তত্ত্ব জ্ঞাত করিয়ে প্রকাশ। তাহে ইষ্ট মন্ত্রের বিস্তর তেজ হ্রাস। প্রকরণ গোচর হইয়ে গুরু স্থলে। সাধনা করিলে ফল লক্ষ গুণে ফলে ॥ গুরু দত্ত মন্ত্র ভিন্ন অন্যে নাস্তি মুক্তি। যেমত সাধনা করা ব্রহ্মে ভিন্ন ভক্তি ॥ গুরু দত্ত মন্ত্র ভিন্ন সিদ্ধ হওয়া ভার। শিক্ষাগুরু বিহীন সুসংগতি জন্মে কার ॥ গুরুদেব কৃপাবান যে জনার প্রতি। অন্তকালে মুক্তি স্থানে হয় তার গতি ॥ গুরুদেব করিবেন যে মন্ত্র প্রদান। সেই মন্ত্র ব্রহ্মদেব আদিষ্ট বিধান ॥ ত্রাণকর্ত্তা জ্ঞানদাতা শ্রীগুরু সবার। গুরু ভিন্ন মুক্তির উপায় নাস্তি আর ॥ ইষ্ট শ্রেষ্ঠ গুরুব্রহ্ম অভেদ গণন। মূর্ত্তিভেদ মাত্র নরে জ্ঞাতের কারণ ॥ গুরুর চরণে থাকে রতি মতি যার। পরিত্রাণ হেতু চিন্তা কিছু নাস্তি তার ॥ গুরু-দেবে করে যেবা ব্রহ্মভেদ জ্ঞান। সহা মহা নরকে না পায় কভু ত্রাণ ॥ মুখে গুরু নাম গুরু পদাম্বুজে মতি। ঐহিকে পরম সুখ পারত্রে সদ্গতি ॥ গুরুর চরণে যার তদগত চিত্ত। পাপ শূন্য নরে ধন্য পরম পবিত্র ॥ গুরুদেব মহা তুষ্ট যে শিষ্যের প্রতি। তার পূর্ব্ব পুরুষাদি সবার সদ্গতি ॥ শ্রীগুরু পরম ব্রহ্ম ব্রহ্মতত্ত্বে কয়। গুরুদত্ত মন্ত্রের মহিমা অনির্ণয় ॥ নরের নিস্তার হেতু ব্রহ্মের নিয়ত। কহিলাম গুরু করণের শ্রেষ্ঠ নীত ॥ কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য গুরুভক্তি হীন। কি হইবে প্রাণান্তে চিন্তিত চিরদিন ॥

গণেশ মূর্ত্তি প্রকাশ

বিবরণ।

তারক কয়ালি মূলাধারে গুণ ঈশ গণেশ উদয়। মহিমার সীমা অনির্ণয়, জ্ঞানেশ যোগেশ যোগমায়ার তনয় ॥ সিদ্ধেশ্বর সর্ব্বে জ্ঞাতা বিদ্যা বুদ্ধি সিদ্ধি দাতা, মান্য ধাতা ইন্দ্রাদি দেবতা সবাকার উদয় সদয় ভাবে বস্থ মূলাধারে নিজ গুণে কালীদাসে কৃপা কর কৃপাময় ॥

পয়ার। মরিচী অঙ্গিরা অত্রি পুলস্ত্য পুলহ। কিতু প্রচেতা বশিষ্ঠ সর্ব্ব ঋষি সহ॥ ব্রহ্ম কীর্ত্তি সুধাসিন্ধু পিয়ে কর্ণ ভরি। ভাসিছেন প্রমানন্দ তরঙ্গ উপরি॥ ভৃগু প্রতি কহিছেন তদ গদ চিত্ত। স্মার কথা শুনাইয়ে করহ পবিত্র॥ বিষ্ণু শিব শক্তি ব্রহ্ম ত্রিতীয় আকার। প্রকাশ গণেশ সূর্য্য কিমত প্রকার॥ গণেশের জন্মাদি বৃত্তান্ত পূর্ব্বাপর। কহিছেন ভৃগু ঋষি সবার গোচর॥ ব্রহ্ম-তত্ত্ব চূড়ামণি সিন্ধুর তরঙ্গ। কার সাধ্য সংখ্যা করে সকল প্রসঙ্গ॥ ব্রহ্মের চরিত্র সর্ব্ব অপূর্ব্ব কথন। সাধ্যমতে কহি কিছু করহ শ্রবণ॥ বিষ্ণু শিব শক্তি তিনে তুল্য বস্তু সার। মানস সংসারি লীলা করিতে প্রচার॥ অতি মনরম্য স্থল কৈলাস শিখর। শিবে সহ তথাবাস করেন শঙ্কর॥ শক্তি সহ কৈলাসে সংসারি ত্রিলোচন। গৃহ ধর্ম্ম লীলা খেলা প্রকাশে মনন॥ অষ্ট সখি সহ শক্তি শিখরে উদয়। প্রধানা পদ্মার প্রতি কহেন আশয়॥ পুত্র বিনা গৃহ শূন্য শ্মসান সংসার। বৃথা গৃহ ধর্ম্ম তার পুত্র নাহি যার॥ শুন প্রিয় সখি কহি তোমার সদনে। সন্তান লালন আমি ইচ্ছা করি মনে॥ পদ্মা কহে ত্রিসং-সার সন্তান তোমার। এক পুত্র হেতু মাতা ভাব্যকি তাহার॥ কিন্তু এক চিন্তা মনে উদয় আমার। হইবে তোমার পুত্র এত ভাগ্য কার॥ নানামত দোহার কথোপ কথান্তরে। ঘর্ম্ম হয় উদয় আদ্যার কলেবরে॥ নিজ অঙ্গে শক্তি কর করেন ঘর্ষণ। তাহাতে অনেক মলা হয় উপার্জ্জন॥ বালক লালন বাঞ্ছা আদ্যার অন্তরে। সে মলায় গঠেন পুত্তলি নিজ করে॥ হস্ত পদ বক্ষ আদি হইল তাহায়। গঠন করিতে মুণ্ড মলা না কুলায়॥ শক্তি সমর্পিলা পদ্মা সঙ্গিনীর করে। পদ্মা তাহা লইয়ে দেখান গিয়ে হরে॥ দেখ প্রভু সর্ব্বাদ্যার স্বকরে গঠন। হস্ত পদ বক্ষ আদি নির্ম্মাণ কেমন॥ শঙ্কর করিয়ে করে জানেন নিশ্চয়। শিবানির মনে মনে সন্তান আশয়॥ মুণ্ডহীন মূর্ত্তি হেরি ভাবেন শঙ্কর। নন্দি মহা কালে ডাকি কহেন তৎপর॥ পশ্চিম শিয়রে আছে নিদ্রিত যে জন। আনহ তাহার মুণ্ড করিয়ে ছেদন॥ অসি করে শিবদূত করেন ভ্রমণ। নানাদেশ নানাগিরি অনেক কানন॥ এক শ্বেত হস্তি বনে অপূর্ব্ব গঠন। পশ্চিম শিয়রে আছে করিয়ে শয়ন॥ অসিতে হস্তির শির ছেদন করিয়ে। আনিয়ে দিলেন মুণ্ড শুণ্ডেতে ধরিয়ে॥ বুলাইলা বাসব

নির্ম্মিত ধড়ে কর। হইল গলার দেহ পরম সুন্দর॥ করিমুণ্ড সেই স্কন্ধে করিয়া অর্পণ। কোলে করি করিলেন বিষ্ণুকে স্মরণ॥ স্বয়ং বিষ্ণু দেহ মধ্যে উপবিষ্ট হন। প্রাপ্ত মাত্র জিবাত্মা সে অঙ্গ সচেতন॥ সর্ব্বাঙ্গ লোহিত শ্বেত করি মুণ্ড শির। শিবের নন্দন শিশু অত্যন্ত সুধীর॥ অপূর্ব্ব শরীর সর্ব্ব কুঞ্জর বদন। এই হেতু আখ্যান হইল গজানন॥ সকল শরীর খর্ব্ব বৃহৎ উদর। এই হেতু আখ্যান হইল লম্বোদর॥ জন্মিয়ে যাপক শ্রেষ্ঠ গণৎকার অতি। সর্ব্ব গুণে পূর্ণ নাম হয় গণপতি॥ গণ ঈশ গণেশ হইল শ্রেষ্ঠ নাম। মহা জ্ঞানি মহা ধ্যানি মহা গুণধাম॥ জন্ম মাত্র পরম পণ্ডিত পুত্র রত্ন। যোগেশ্বর করেন গণেশে অতি যত্ন॥ কোথা হৈমবতি বলি ডাকেন শঙ্কর। শীঘ্র আসি লও নিজ নির্ম্মিত কোঙর॥ মর্ম্ম বুঝে ব্রহ্মময়ী করেন গমন। দেখেন শিবের কোলে অপূর্ব্ব নন্দন॥ সর্ব্ব অঙ্গ সুসুন্দর দেখেন কোঙরে। কুঞ্জর বদন হেরি দুঃখিত অন্তরে॥ কহিছেন কাত্যায়নী হরের সদন। আমার পুত্রের হয় কুঞ্জর বদন॥ দেবের সমাজে পুত্র কেমনে বসিবে। গজাননে ফিরখিয়ে সকলে হাসিবে॥ বুদ্ধি হত সিদ্ধি ভাঙ্গ করিয়ে ভক্ষণ। সুন্দরাঙ্গে গজমুণ্ড করিলা অর্পণ॥ হইবে হাস্যাস্পদ পাইব হে লাজ। এমন সন্তানে নাথ নাহি মম কাজ॥ শিব কন এ নন্দন গজমুখধারি। চতুর্ভুজ শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধারি॥ বিষ্ণুর দ্বিতীয় অঙ্গ এ সুন্দর গাত্র। গণপতি কেশব শরীরভেদ মাত্র॥ গণেশের মহিমা শুনহ মহেশ্বরী। সর্ব্ব সিদ্ধি দাতা সদা পূজ্য সর্ব্বোপরি॥ যে কারণ তুমি আমি বিষ্ণু দিবাকর। সেই হেতু উদয় হইলা লম্বোদর॥ স্মরণ করহ শক্তি ভবিষ্যত তত্ত্ব। শিববাক্যে সর্ব্বদা কহেন সত্য সত্য॥ চাহিলেন গজাননে সকরু কমলে। আনন্দে আনন্দময়ী করিলেন কোলে॥ ধরেন বক্ষের পর করিয়ে আদর। কোকনদ মধ্যে যেন মৃণাল সুন্দর॥ ধ্যানে জানিলেন ব্রহ্মা এ সব কারণ। অবতীর্ণ গণপতি শক্তির নন্দন॥ ইন্দ্র আদি অমরে কহেন সৃষ্টিপতি। ব্রহ্মা সহ কৈলাসে করেন সবে গতি॥ মহর্ষি নারদ আদি চলেন সকলে। উপনিত প্রেমানন্দে হরাহর স্থলে॥ সমাদরে সকলে সুধান হৈমবতি। ব্রহ্মাদি কৈলাস ধামে কি কারণ গতি॥ নতি করি ব্রহ্মাদি করেন নিবেদন। আসিলাম দেখিবারে তোমার নন্দন॥ তাহা শুনি তত্ত্বময়ী আনন্দে ভরায়। গণেশে করিয়ে কোলে দেখান সবায়॥ গজশির রূপ হর

অঙ্গ সুশোভন। হেরিয়ে সবার প্রেমে পুলকিত মন॥ কহিছেন শক্তি ব্রহ্ম আদি দেব দলে। লম্বোদরে আসির্ব্বাদ করহ সকলে॥ ব্রহ্মা কহিছেন শুন আদ্যাশক্তি মাতা। তব পুত্র লম্বোদর সর্ব্বসিদ্ধি দাতা॥ ঋষিগণে অপর্ণা কহেন বারম্বার। কর সবে আসির্ব্বাদ গণেশে আমার॥ নারদ প্রভৃতি সবে আনন্দিত হন। মুখে আসির্ব্বাদ মনে করেন বন্দন॥ কায়মনে সবে স্তুতি করেন বিস্তর। গণপতি সিদ্ধিদাতা বস্তু পরাৎপর॥ নিরঞ্জন সাকার উদয় ক্রমে ক্রমে। বিষ্ণু শিব শক্তি সুর্য্য গণেশ পঞ্চমে॥ নিরখিয়ে গণেশে অত্যন্ত কুতুহলে। মহা সমাদরে ব্রহ্মা করিলেন কোলে॥ নিজ নিজ স্থানে সবে করিলেন গতি। কালীকৃষ্ণ রচিয়ে আনন্দ যুক্ত অতি॥

সুর্য্যমূর্ত্তি প্রকাশ বিবরণ।

তাল একতালা। জয় জয় দিবাকর ব্রহ্ম জ্যোতির্ম্ময়। রজনী বিনাশ কারি ত্রিজগতে পূর্ণোদয়॥ ত্রিসংসারে জীব যত, তোমায় সাধনে রত, আপদ কারকাহৃত, মুক্তিদায়ক নিশ্চয়॥ তুমি প্রভু পরমিষ্ট; শূন্যোপরে উপবিষ্ট; সর্ব্বপ্রতি সমদৃষ্ট, কালীকৃষ্ণ দ্বিজ কয়॥

পয়ার। ভৃগু ঋষি কহিছেন শুন ঋষিচয়। ব্রহ্মতেজ দিবাকর যে মতে উদয়॥ যৎকালে উদ্যত ব্রহ্মা করিতে সৃজন। জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মজ্যোতি অন্তর্হৃতা হন॥ বিনয়ে কহেন ব্রহ্মা সর্ব্বেশ্বর প্রতি। অন্ধকার করিলে হরিয়ে নিজ জ্যোতি॥ বিনা দৃষ্ট সৃষ্টি আমি করিব কেমনে। শুনিয়ে পরমেশ্বর চিন্তিলেন মনে॥ উদয় হইলা ব্রহ্ম পুনঃ জ্যোতির্ম্ময়। অত্যন্ত প্রখর খর তাপ অতিশয়॥ নরপশু পক্ষ সর্প পতঙ্গাদি চয়। সৃষ্টি হয় স্থলে স্থাবরাদি অতিশয়॥ অন্ধকার অদৃষ্ট সর্ব্বত্রে সর্ব্ব ছিল। মহান জ্যোতির তেজে তিমির নাশিল॥ সে জ্যোতির দৃষ্টে ব্রহ্মা করিলা সৃজন। মহান উত্তাপে জীব হয় জ্বালাতন॥ ক্ষুদ্র জীব হয় ক্ষয় সেই তেজঃতাপে। নিস্তেজি নরাদি জীব মহা তাপে কাঁপে॥ মহা তেজঃস্থলে ব্রহ্মা করেন বিনয়। তব তেজে নিস্তেজি জীবাত্মা হয় ক্ষয়॥ সভোপায় কুরু শীঘ্র কহিছেন ধাতা। মনে মনে সুচিন্তা চিন্তেন সর্ব্ব ত্রাতা॥ সে জ্যোতিতে জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ প্রধান। হইলেন দ্বাদশ স্বরূপ মূর্ত্তিমান॥ করেন বিস্তর স্তব ব্রহ্মা গুণধাম। সে দ্বাদশ রূপের

রাখেন ক্রমে নাম॥ আদিত্য মার্ত্তণ্ড রবি সূর্য্য দিবাকর। তিমিরারি লোক চক্ষু তপণ ভাস্কর॥ মহাক্রম তথা অর্ক আর প্রভাকর। নাম এই দ্বাদশ দ্বাদশ দিপ্তকর॥ তেজঃ পুঞ্জ অতিশয় প্রজ্জ্বলিত জ্যোতি। প্রকৃষ্ট প্রখর খরা উত্তাপিত অতি॥ এক কালে দ্বাদশ উদয় পরাপর। পূর্ব্বাধিক তাপে দগ্ধ সর্ব্ব কলেবর॥ তেজস্বিঃ জীবাত্মা যুক্ত ত্রিজগতে যত। তাপিত তপণ তাপে অত্যন্ত বিব্রত॥ যত কীট পতঙ্গ স্থাবর আর তৃণ। উত্তাপে জ্বলিয়ে যায় হীন বির্য্য ক্ষীণ॥ নানা সৃষ্টি বিধাতা করেন বারম্বার। অত্যন্ত উত্তাপে হয় অনেক সংহার॥ একেবারে খরা জ্যোতি দ্বাদশ উদয়। পূর্ব্বাধিক জ্বালাতন পূর্ব্বাধিক ক্ষয়॥ তাহা দেখি মহা ভয়ে ব্রহ্মের সদন। ব্যগ্র বেশে বিধাতা করেন নিবেদন॥ দ্বাদশ তপণ তাপে দগ্ধ ত্রিভুবন। নিজ তেজ সম্বরিয়ে রক্ষ নিরঞ্জন॥ সে কথা শুনিয়ে ব্রহ্ম করেন উপায়। একাদশ মহাতেজ একাঙ্গে লুকায়॥ এক মূর্ত্তি সূর্য্যদেব উদয় গগণে। রহিল দ্বাদশ নাম খ্যাত ত্রিভুবনে॥ একাদশ তেজক্ষয় এক তেজ বয়। তথাচ জীবাত্মা খুব্ জ্বালাতন হয়॥ লজ্জায় বিধাতা ব্রহ্মে কিছু না কহিয়ে। করেন উপায় শীঘ্র অন্তরে চিন্তিয়ে॥ কশ্যপের বণিতা বিনতা নাম ধরে। কশ্যপ ঔরসে ডিম্ব তাহার উদরে॥ প্রসব হইতে আছে বিলম্ব তাহার। প্রসব করান বিধি করিয়ে প্রকার॥ পর্ব্বত আকার দুই ডিম্ব প্রসবিলা। এক ডিম্ব বিধাতা অকালে ভাঙ্গাইলা॥ ভাঙ্গিল অপক্ব ডিম্ব ক্ষত হয় অঙ্গ। জন্মিল অরুণ নামে দুর্জ্জয় বিহঙ্গ॥ শরীর পর্ব্বতাকার পদদ্বয় ক্ষীণ। অতিশয় শীতে ভীত চলশক্তি হীন॥ তাহারে সূর্য্যের নিম্নে রাখেন লইয়ে। শীত নিবারণে রহে সন্তোষ হইয়ে॥ অরুণের অঙ্গে অর্ক তেজ সঞ্চয়। অতি অল্প উত্তাপ মেদনী মধ্যে হয়॥ সাক্ষাত ব্রহ্মের তেজ শ্রীসূর্য্য আপনি। সদর্থ পদার্থ ব্রহ্ম রস্ম দিনমণি॥ বিষ্ণু শিব শক্তি গণপতি দিবাকর। একে হইলেন এই পঞ্চ পরাৎপর॥ সাধনা যে করে সূর্য্যে ব্রহ্মণ্য বিচারে। কালীকৃষ্ণ কহে অন্তে পায় মূলাধারে॥

অথ চন্দ্রমূর্ত্তি প্রকাশ

বিবরণ।

ভাল আড়া। শশধর রূপে ব্রহ্ম সকলে শুস্নিগ্ধকারি। তিমির

নাশক চন্দ্র ত্রিলোকের উপকারি ॥ অন্ধকার ক্ষয় জন্য, নিশা-
পতি জ্যোতি ধন্য, রূপে তুল্য নাই অন্য জীবাত্মার হিতাচারি
স্বপুরসে মহামুগ্ধ, মন দুঃখে দেহ দগ্ধ, এ তাপ না হয় স্নিগ্ধ,
কালীকৃষ্ণের কষ্ট ভারি ॥

পয়ার। পরমেশ্বরের তেজ শ্রীসূর্য্য উদয়। সমভাব সর্ব্বদা দিবস মাত্র রয় ॥ গণনাদি সংখ্যা নাহি জানে কোন জন। পরমায়ু আদি কিছু নাহি নিরূপণ ॥ আহার আলস্য ত্যাগ আদি ইচ্ছামতে। সমভাবে সর্ব্বক্ষণ চলে ত্রিজগতে ॥ স্বয়ং ব্রহ্ম বিহিত ভাবিয়ে মনে মনে। সন্ধ্যা নিশা উষা সৃষ্টি করেন তৎক্ষণে ॥ করেন মুহূর্ত্ত দণ্ড প্রহর নির্ণয়। তৃতীয় বিংশতি পলে এক দণ্ড হয় ॥ সেই অষ্ট দণ্ডেতে প্রহর এক গণি। অষ্ট প্রহরে হয় দিবস রজনী ॥ রাত্রি চারি প্রহরে অদৃষ্ট দিবাকর। রাত্রে দৃষ্ট না চলে তিমির ঘোরতর ॥ তিমির হেরিয়ে ব্রহ্ম ভাবিতে ভাবিতে। উদয় শীতল জ্যোতি শ্রীঅঙ্গ হইতে ॥ সাকারে সুস্নিগ্ধ জ্যোতি উদয় যাদৃসি। শ্রীরূপ স্বরূপ নাম চন্দ্র পূর্ণমাসি ॥ চন্দ্রদেব সুপ্রকাশ হিতার্থে সবার। দ্বিলক্ষ যোজন ঊর্দ্ধে উদয় তাহার ॥ উৎপত্তি আদ্যের অঙ্গে অত্যন্ত স্বরূপ। ত্রিলোকে সুন্দর নাই চন্দ্রের স্বরূপ ॥ পরম পবিত্র পুংস অতি সুনির্ম্মল নিশায় উদয় হেতু নাম নিশাচল ॥ সূর্য্যোদয়ে ত্রিসংসার উত্তাপিত হয়। চন্দ্রোদয়ে তাপক্ষয়ে সুস্নিগ্ধ হৃদয় ॥ অবিরোধি অক্রোধি অত্যন্ত শিষ্টাচারি। কষ্ট দিবে দুষ্টগণে এই ভয় ভারি ॥ পরাক্রম অল্প কিসে পাইবেন ত্রাণ। এই হেতু দ্বিলক্ষ যোজন ঊর্দ্ধে স্থান ॥ সুসুন্দরে করিবে খেচরাদিতে গ্রাস। অতি উচ্চ স্থলে চন্দ্র এহেতু প্রকাশ ॥ সূর্য্যোদয়ে দিবা চন্দ্রোদয়ে রাত্রকাল। তদাবধি গণন নির্ণয় সর্ব্বকাল ॥ নিদ্রা আর শয়ন রমণী সংঘটন। দিবসে এ তিন কর্ম্ম করিতে বারণ ॥ চন্দ্রের শীতল জ্যোতি অতি স্নিগ্ধকারি। মর্ম্মোহন কলেবর মন্মথ আচারি ॥ হেরিয়ে সন্তোষ চিত্ত সুখদ হৃদয়। চন্দ্রে হেরি সন্তোদয় কদাচ না হয় ॥ এই হেতু চন্দ্র প্রীতি হীন সার তত্ত্ব। রজনীতে দুষ্টে করে কর্ম্ম অমহত্ত ॥ চন্দ্র ব্রহ্ম তেজ কিন্তু ব্রহ্মন্য গণনা। সুরের সহিত বাস সুর সম্বোধনা ॥ অহর্নিশি রবির শশির গতাগাত। চন্দ্রোদয়ে সন্ধ্যা সূর্য্য উদয়ে প্রভাত ॥ ঊর্দ্ধপরে শূন্য ভরে উভয়ে উদয়। ব্রহ্মতত্ত্ব মতে দ্বিজ কালীকৃষ্ণ কয় ॥

অথ চন্দ্রের সহিত তারার সংঘটন এবং চন্দ্রে কলঙ্ক ও হ্রাস বৃদ্ধি বিবরণ ও করণাদি।

তাল মধ্যমান। ধন্য মদন মনোহর ধন্য ফুলসর। ত্রিসংসারে রমণী রমণে করে জর জর॥ সুর গুরু বৃহস্পতি, তার পত্নি তারা সতী, তারা সহ ভুঞ্জে রতি, কামে মজি শশধর॥ চন্দ্র ব্রহ্মে উপবিষ্ট, না ঘুচে ক্ষুধাদি কষ্ট বৃথা ভাবে কালীকৃষ্ণ তাই হবে যা হবার॥

পয়ার। মৃগাঙ্ক কলঙ্ক চন্দ্রে চন্দ্র বৃদ্ধি হ্রাস। শুন কহি সেই কথা করিয়ে প্রকাশ॥ দেবতা সবার গুরু বিজ্ঞ বৃহস্পতি। সারগ্রাহি শিব অংশে তাহার উৎপত্তি॥ শান্ত দান্ত সুপণ্ডিত সর্ব্বশাস্ত্র জ্ঞাত। বুদ্ধে বিধি গণ্য মহা মান্য মহাখ্যাত॥ ইন্দ্র,আদি দেব বৃহস্পতির সদন। নানাশাস্ত্র সকলে করিলা অধ্যায়ন॥ তারা নামে নারী বৃহস্পতির গৃহিনী। অতুল্য সে রূপে সর্ব্ব অমর মোহিনী॥ সুলক্ষণা সর্ব্বগুণী যুক্তা সে যুবতি। হেরিয়ে চন্দ্রের সদা সংঘটনে মতি॥ পতি পরায়ণা রত পতির সেবায়। প্রবর্ত্ত হইতে চন্দ্র না পান উপায়॥ মহা যজ্ঞ আরম্ভিলা দেব সুরপতি। হোতা হইলেন তাহে গুরু বৃহস্পতি॥ যজ্ঞ আরম্ভিলা গুরু থাকি দেব দলে। একাকিনি কামিণী রহিল নিজস্থলে॥ একক আলয়ে চন্দ্র হেরিয়ে তারায়। হইলেন বৃহস্পতি আকৃতি মায়ায়॥ অত্যন্ত মদনে মত্ত হত ধর্ম্ম বোধ। না রাখেন গুরুপত্নি প্রতি অনুরোধ॥ প্রবেসিয়ে আলয়ে হৃদয়ে চাপি ধরে। যুবতি তৎপ্রতি কহে সুমধুর স্বরে॥ ক্রিয়াতেজি কিরূপে আইলে প্রাণ পতি। আজি কিসে এত স্নেহ অধিনীর প্রতি॥ কহিছেন ছদ্মবেশি চন্দ্র ছলনায়। প্রাণপ্রিয়ে মনে স্মৃতি হইল তোমায়॥ হোতা সেই যজ্ঞের ভৃগুকে করিয়াছি। প্রবঞ্চনা বচন কহিয়ে আসি আছি॥ জীবন ছাড়িয়ে যেন মীনের হৃদয়। তব অদর্শনে মম তাদৃশি নিশ্চয়॥ মম মন চকোর তোমার চন্দ্রাননে। প্রিয়সি ও মুখশশী পাসরি কেমনে॥ যথার্থ জানিহ মম তব গত প্রাণ। মুহূর্ত্তেক ত্যাগে যুগ সহস্রেক জ্ঞান॥ অন্যকর্ম্ম করি কিন্তু নহে মনগত। অন্তরে জাগ্রত তুমি আছহ সদত॥ কামের কামিণী যিনি শ্রেণী তব প্রিয়ে। হরি হর বেদকর ভুলে না হেরিয়ে॥ সুন্দরীর অন্তরে উপজে অতি সুখ। কহে তুমি মম হরি হর চতুর্মুখ॥

ইহকাল পরকালে তুমি মমগতি। না জানি ও পদ বিনে শুন প্রাণপতি॥ সে রমণী ধন্য যারে ভালবাসে স্বামী। সার্থক উৎপত্তি অতি ভাগ্যবতি আমি॥ শ্রীচরণে নিবেদন করিয়ে বিনয়। এই মত স্নেহ যেন সর্ব্বকাল রয়॥ ছদ্ম বৃহস্পতি কন শুন মনরমা। সর্ব্বকাল মম প্রিয় রবে প্রিয়তমা॥ কামবসে তণু মম জর জর অতি। রতিদান করহ যুবতি গুণবতি॥ তারা কহে প্রাণনাথ তুমি সুপণ্ডিত। আজি কেন হইল কুনীতে মনপ্রীত॥ দিবসে নিষেধ অতি স্ত্রীসহ সঙ্গম। মন্মথে মাতিয়া বুঝি জন্মিয়াছে ভ্রম॥ ছদ্মবেশি কহে প্রিয়ে প্রাণ স্থির নহে। মদনের জাতনা জিবনে নাহি সহে॥ এই কর্ম্মে ধর্ম্মাধর্ম্ম সে দায় আমার। হেলনে পতির বাক্য অধর্ম্ম তোমার॥ ছলনা করিয়ে চন্দ্র ভুলায় তারায়। মদনে হইয়ে রত হরিস তাহায়॥ অশা চন্দ্রের মায়া বুঝিতে নারিল। পতিস্থানে নিশানাথে রতি দান দিল॥ যজ্ঞে রত বৃহস্পতি ইন্দ্রের গোচর। এক বর্ষ যজ্ঞ করে নাহি অপসর॥ চন্দ্র নিজ রূপে স্থিতি গগন মণ্ডলে। ছদ্ম বৃহস্পতি রূপে স্থিতি তারাস্থলে॥ দুই রূপে দুই স্থলে স্থিতি শশধর। জন্মিল তারার গর্ভে বুধ গুণাকর॥ সম্পূর্ণ করিয়ে যজ্ঞ দেব বৃহস্পতি। অতি শিঘ্র আইলেন আপন বসতি॥ দেখেন তারার স্থলে অন্য বৃহস্পতি। একাঙ্গ হইয়ে সুখে শর্য্যায় বসতি॥ জানিলেন চন্দ্র বৃহস্পতি হই য়াছে। ভাবিয়ে আপন পতি তারা ভুলিয়াছে॥ সম্বৎসর তারা সহ চন্দ্র ক্রীড়া করে। গুরুপত্নি নানানিয়ে কুকর্ম্ম আচরে॥ কহেন স্বক্রোধে গুরু অনল আকার। গুরুপত্নি হরিলি এ কিরে দুরাচার॥ অভিশাপ দ্বারায় উচিত শাস্তি দিব। করহ রূপের গর্ব্ব সব বিনাশিব॥ পশু ন্যায় কর্ম্মে শাস্তি উচিত পাইবে। নিষ্প্রভ হৃদয়ে তব মৃগাঙ্ক হইবে॥ না হইবে সর্ব্ব রাত্রি সম্পূর্ণ উদয়। পঞ্চ দশ দিনে ক্রমে কলা হবে ক্ষয়॥ এক দিন এক কলা অদন্ট রহিবে পঞ্চ দশে ক্রমে পূর্ণ উদয় হইবে॥ ক্রমে সর্ব্ব ক্ষয় ক্রমে হইবে প্রত্যক্ষ। কৃষ্ণ পক্ষ বিনাশে বৃদ্ধিতে শুক্লপক্ষ॥ কি হইবে এ দণ্ডে দুশ্চরিত্র না সহে। সমুচিত শাস্তি দিব ক্রোধে প্রাণ দহে॥ তারা দেখে নিকটে দ্বিতীয় বৃহস্পতি। অবাক হইয়ে ভাবে কে আমার পতি॥ চন্দ্রিমা গুরুর ভয়ে নিজ মূর্ত্তি ধরে। মায়ায় শশির কর্ম্ম তখন ঠাহরে॥ হায় হায় করে তারা ছাড়য়ে নিশ্বাস। মম বাক্যে রসাতলে কর গিয়ে বাস॥ অতি ভয়ে কাঁপে চন্দ্র কদলির পাত। অতি

দুঃখি প্রাণে শুনে বচন নির্ঘাত॥ হেরিয়ে গুরুর ক্রোধ ত্রাসিত জীবন। বিনয়ে ব্রহ্মণ্য দেবে করেন স্মরণ॥ আসিয়ে ঐহিকে সদা কারক কুকার্য্য। মহাভয়ে ভীত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য॥

অথ চন্দ্র ব্রহ্মের স্তব করেন।

তাল আড়া। নিজগুণে অভাজনে ত্রাণ কর হৃষিকেশ। ঘটায় অশেষ দোষ ঋপুগণ নহে বশ॥ তদেচ্ছায় আসি যাই, যা করাও করি তাই, মমসাধ্য কিছু নাই কেনপাই তবে ক্লেশ॥ মনকে বুঝাব কত মন নহে মম মত, অধর্ম্মে করিয়ে রত কালীকৃষ্ণে কর শেষ॥

পয়ার। ভাবিত গুরুর ভয়ে শশধর বোধক। সাধনা করেন ব্রহ্মে অতিশয় সাধক॥ জয় জয় জগদীশ জগন্নিস্তারক। যে ডাকে তোমারে তারে মহাভয়ে তারক॥ অপ্রকটে সর্ব্ব ঘটে সর্ব্বদা বিহারক। কৃপাসিন্ধু নিরে মহা দয়াগ্নি সংহারক॥ সর্ব্বোপর সারবস্তু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নায়ক। তব কৃপা দৃষ্টে হর নারদাদি গায়ক॥ তুমি স্বত্ত রজ তম পূর্ণ তব সাত্ত্বিক। তব দৃষ্টে সর্ব্ব সৃষ্টি তুমি ইহ প্রার্থিক॥ কভু বৃদ্ধ কভু যুবা কভু তুমি বালক। ত্রিজগতে যত জীব সবে তংহি পালক॥ স্বর্গ মর্ত্য পাতাল সাগর সপ্ত কারক। কি আছে অসাধ্য তব সর্ব্ব কর্ম্মে পারক॥ নিরাকারে সাকার কেশব সর্ব্ব পোষক। যে ডাকে তোমারে তারে কৃপাদৃষ্টে তোষক॥ চলিছে তোমার মতে স্বর্গ তল ভূলোক। তদেচ্ছায় করে কর্ম্ম অমরাদি ত্রিলোক॥ কে পারে কহিতে তুমি পুরুষ কি স্ত্রী লোক। তোমার ইচ্ছায় হয় হয় নয় ত্রিলোক॥ না জানি কহিতে স্তব নহি আমি স্তাবক। কি ভাবিব তব গুণ নহি আমি ভাবক॥ নিজগুণে কৃপা কুরু হরি গুণ গ্রাহক। সভয়ে অভয় কুরু সর্ব্ব ভার বাহক॥ তুমি ধর্ম্মাধর্ম্ম খ্যাতি অখ্যাতি প্রকাশক। তদেচ্ছায় বিসম্বাদ আপনি মিমাংসক॥ তুমি বেদ তুমি তন্ত্র তুমি বিধি তান্ত্রিক। ভক্তাধীন ভগবান ভক্তে স্নেহ আন্ত্রিক॥ ধরিয়ে সহস্র শির মহা মহি ধারক। নানা রূপে অধীনের বিপদ নিবারক॥ বৃহস্পতি মহা কোপে মম প্রতি নাশক। দোষ দেখি বারম্বার শাপ বাক্য ভাষক॥ কাতরে মিনতি করি নহি অতি সাধক। মম প্রতি অভিশাপে হও আসি বাধক॥ কুরুক্ষয় নিজগুণে বিপদ সর্ব্বাধিক। কি রচিবে কালীকৃষ্ণ জ্ঞানী নহে অধিক॥

অথ চন্দ্রাদিকে বিষ্ণু সান্ত্বনা করেন।

তাল পোস্তা। ভক্তি ভাবে ভাব মন ভক্তাধীন ভগবানে। পাপাগ্নি নির্ব্বাণ হবে করুণার্ণব প্রদানে॥ তুচ্ছ ঐহিকে সম্পদ, ভাব মন ব্রহ্মপদ, প্রাপ্ত হবে মোক্ষপদ নিরাপদ ব্রহ্মজ্ঞানে॥ কৃষ্ণ করুণা নিধান, নিজগুণে কর ত্রাণ করিতে তোমারে ধ্যান কালীকৃষ্ণ কিবা জানে॥

পয়ার। চন্দ্র ডাকিছেন ব্রহ্মে বিপত্তে পড়িয়ে। বৃহস্পতি দেনশাঁপ রাগত হইয়ে॥ দ্বিলক্ষ যোজন ঊর্দ্ধে নিবাস তোমার। রহ গিয়ে সিন্ধু জলে বচনে আমার॥ শশধরে বহু শাঁপ দিলা বৃহস্পতি। তথাচ অসাম্য গুরু ক্রোধ বাড়ে অতি॥ মনে মনে নিশাকর ভাবেন ঈশ্বরে। আইলা সচ্চিদানন্দ চন্দ্রের গোচরে॥ ব্রহ্ম বিষ্ণু কৃষ্ণ রূপ সাক্ষাত অচ্যুত। বৃহস্পতি শশধর নিকটে প্রস্তুত॥ শঙ্খ চক্র গদাপদ্ম শোভে চারিকরে। নবঘন রূপে ত্রিলোকের মন হরে॥ নিশাপতি বৃহস্পতি করেন প্রণতি। কহিছেন নারায়ণ গুরু স্বরু প্রতি চন্দ্র প্রতি এত ক্রোধ না হয় উচিত। কহিছেন বৃহস্পতি চন্দ্রের কুনীত॥ ইন্দ্রলোকে করি যজ্ঞ এই অবসরে। মম রূপে রহে দুষ্ট তারার গোচরে॥ সম্বৎসর গুরুপত্নি সহিত রমণ। ইহার অধিক পাপী আছে কোনজন॥ কহি-ছেন নারায়ণ কারণ জানাই। ইহাতে চন্দ্রের দোষ কিছু মাত্র নাই॥ যেই কালে মম জ্যোতি চন্দ্রের উৎপতি। তৎকালে তোমার সৃষ্টি কৈলা সৃষ্টি পতি॥ এক কালে দুইজন প্রকাশ হইলা। এক জীবাত্মাকে ব্রহ্মা দ্বিখণ্ড করিলা॥ সৃষ্টি এক জীবাত্মা তাহাতে দেহদ্বয়। চন্দ্রে আর তোমাতে বিভেদ কভু নয়॥ বিশেষ যতেক আত্মা অহং ভিন্ন নয়। অপ্রকটে সর্ব্বঘটে আমি সে উদয়॥ ব্রহ্মার সৃজন জীব আমি আত্মা রূপ। ত্রিজগতে যত আত্মা আমার স্বরূপ॥ বিধাতার সৃষ্টি জীব আমি আত্মা তায়। এক আত্মা স্থিতি অহং যুগল কায়ায়॥ বিদ্যাহীন শশধর রূপ অসম্ভব। রূপ অল্প কিন্তু পূর্ণ বিদ্যা বুদ্ধি তব॥ একাত্মায় দুই দেহ একে দুই খণ্ড। না বুঝিয়ে নিশানাথে মিছা দিলে দণ্ড॥ রূপবতি তারা সতী যুবতি কান্দিয়ে। কহিছেন শ্রীকৃষ্ণের চরণে ধরিয়ে॥ গুণসিন্ধু দিনবন্ধু অখিলের পতি। তুমি জ্ঞাত সকল সবার

গতি মতি ॥ পতি স্থানে রতিদান করি শশধরে। অবলা সরলা আমি অজ্ঞ ত অন্তরে ॥ পতি ভিন্ন গতি যদি থাকে অন্যলোকে। অবশ্য যাইব আমি রৌরব নরকে ॥ কেশব কহেন তারা না করহ খেদ। কিছু দোষ নাই তব মম বাক্য বেদ ॥ সতীত্ব সম্পূর্ণ তুমি পবিত্র কামিনী। নহ দোষী চন্দ্রসহ ভুঞ্জিয়ে যামিনী ॥ বৃহস্পতি বর্জ্জন না করহ তারায়। শুনে গুরু ক্ষেন্ত হন কৃষ্ণের কথায় ॥ কান্দিয়ে কহেন চন্দ্র কৃষ্ণের সদন। কহ কিসে অভিশাপে পাইব মোচন ॥ কৃষ্ণ কন ব্রহ্ম বাক্য খণ্ডে সাধ্য কার। কৃষ্ণপক্ষ শুক্লপক্ষ রহিল তোমার ॥ রহিল মৃগাঙ্ক চিহ্ন মলিন হৃদয়। যাও সিন্ধু জলে শীঘ্র হইবে উদয় ॥ দেবাসুরে করিবেক সমুদ্র মন্থন। তৎকালে উঠিবে হবে এ শাঁপ মোচন ॥ ইহা কহি চিন্তামণি গেলা নিজস্থলে। শশধরে ব্রহ্মশাঁপ সেইক্ষণে ফলে ॥ করিলেন নিশাপতি গতি সিন্ধু জলে। ব্রহ্মতত্ত্ব পদাম্বুজ কালী কৃপাবলে।

অথ ইন্দ্র ও পবনের জন্মাদি।

ভাল কালি। মহিমা অনন্ত অনন্তের। উদয় যুগল রূপে গর্ভে
অদিতির। ইন্দ্র রক্ষা হেতু সৃষ্টি, কারক সলিল বৃষ্টি. সর্বজীবে
কারি তুষ্টি বায়ু নিরন্তর ॥ মন্দ মন্দ বায়ুগতি, জগত শীতল
অতি. কালি কৃপা দিক প্রতি সে বায়ু তাপ প্রখর ॥

পয়ার। কহিছেন ঋষি বর্গ ভৃগুর সদন। বিধাতার সৃষ্টি সুরাসুর নরগণ ॥ ইন্দ্র আদি অমর জন্মিল কিপ্রকার। ইচ্ছা হয় আমা কথা শুনিতে বিস্তার। শুনি মুনি কহিছেন নিকটে সবার। ঈশ্বরাংশে সুর সর্ব্ব সৃজন প্রকার ॥ যে মতে সবার জন্ম সর্ব্ব দেবতার। সকল কহিতে হয় অত্যন্ত বিস্তার ॥ সৃষ্টি রক্ষা হেতু লীলা প্রচার কারণ। গর্ভজাত মূর্ত্তি ধারি সর্ব্ব সুরগণ ॥ স্থূলে কহি শ্রেষ্ঠদের জন্মবিবরণ। উপার্জিবে অতি তুষ্টি করহ শ্রবণ ॥ ইন্দ্র যম বরুণ কুবের হুতাশন। নৈঋত আদিত্য শশী অনন্ত পবন ॥ সৃষ্টি রক্ষা হেতু এই শ্রেষ্ঠ দশ জন। সর্ব্ব দেব শ্রেষ্ঠ ইন্দ্র কশ্যপ নন্দন ॥ জন্ম হয় যেমতে জন্মিলা যে কারণ। সে কথা কিঞ্চিৎ কহি করহ শ্রবণ ॥ দেব অগ্রে দিতি গর্ব্ভে অসুর জন্মিল। মাতৃদোষে দুষ্টাচারে প্রবর্ত্ত হইল ॥ নানামতে জীবের করিতে উপকার। অদিতির গর্ব্ভে জন্ম দেবতা সবার ॥ সকল কহিতে বহু হইবে বিস্তার।

স্থলে মাত্র শ্রেষ্ঠদের জন্মাদি প্রচার॥ দিতি অদিতির পুত্র কস্যপ ঔরসে। দেবাসুর একযোগে নিবাসে সন্তোষে॥ দিতিগর্ব্ভে জন্মে বহু অসুর প্রধান। দুরাচার দুশীল অত্যন্ত বলবান॥ অদিতি সতীর ধর্ম্মে মতি অতিশয়। বিষ্ণু অংশে জৈষ্ঠপুত্র ইন্দ্র নাম হয়॥ নীলকান্ত মণি শ্রেণী অপূর্ব্ব গঠন। মহা-বলবান ইন্দ্র কমল লোচন॥ পরম পবিত্র ইন্দ্র সচ্চরিত্রবান। বিদ্যা বুদ্ধে সুবিচারে সবার প্রধান॥ সর্ব্ব জীবাত্মার হয় জীবন জিবন। ইন্দ্রের আজ্ঞায় হয় বারি বরিষন॥ সুবিচারি হীতকারি বিজ্ঞতা বিস্তর। অমরাবতিতে রাজা সবার উপর॥ ইন্দ্রের কনিষ্ঠ তার আখ্যান পবন। তাহার বৃত্তান্ত কহি করহ শ্রবণ॥ শিব অংশে অদিতির জঠরে পবন। সঙ্গোপনে নারদ আসিয়ে ইন্দ্রে কন॥ হইয়াছ সর্ব্বাসুর উপর ভূপতি। দেখিতেছি সে বিষয়ে ব্যাঘাত সম্প্রতি॥ অদিতির গর্ব্ভবাসে আছে যে তনয়। শঙ্করের অংশে জন্ম অত্যন্ত দুর্জ্জয়॥ প্রতাপ প্রবল হবে বলবান ভারি। করিবেন সর্ব্বেস্বর বায়ু অধিকারি॥ পঞ্চ-ভূত আত্মার প্রধান ভূত বায়ু। বায়ুগতি ভিন্ন থাকে কতক্ষণ আয়ু॥ তেজবন্ত দুরন্ত অত্যন্ত সে হইবে। লইবে অমরাবতি তোমায়ে না দিবে॥ গর্ব্ভ মধ্যে সে জনায় করহ বিনাশ। অমরাবতির নহে তেজহ প্রয়াস॥ শুনি ইন্দ্র মহা ভয়ে পুরেন সন্ধান। ছাড়েন মায়ের গর্ব্ভে ছায়া রূপবান॥ নাসিকার রন্ধ্রে বান প্রবেশ করিল। গর্ব্ভে খণ্ড খণ্ড করি পবনে কাটিল॥ শক্তিবান শিব অংশে পবন প্রকাশ। এই হেতু প্রাণ তার না হয় বিনাশ॥ হইল বাতের দেহ উন পঞ্চাশাংস। গর্ব্ভবাসে বাড়িছেন না হইয়ে ধ্বংশ॥ গর্ব্ভ মধ্যে সকলে হইল মূর্ত্তিমান। সময়ে ভূমিষ্ট উন পঞ্চাশ সন্তান॥ এক তেজে বহু অংশ হয় গর্ব্ভস্থলে। অঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন খর্ব্ব অচল সকলে॥ অদিতি কান্দিয়ে কহে কশ্যপ সদন। ঋষি ধ্যানে জানিয়া কহেন বিবরণ॥ বড বলবান জন্মে জঠরে তোমার। হইত ইহার তেজে সংসার সংহার॥ ঈশ্বরের ইচ্ছায় নারদ ইন্দ্রে কয়। ইন্দ্রবাণে গর্ভে দেহ খণ্ড খণ্ড হয়॥ কান্দিয়ে অদিতি কহে করহ উপায়। কস্যপ পরমেশ্বরে কহিলেন দায়॥ একে উন পঞ্চাশাংস সন্তান আমার। হে ঈশ্বর অগোচর কি আছে তোমার॥ শুনিয়া সচ্চিদানন্দ চিন্তিলা বিশেষ। ব্রহ্ম বায়ু করে সর্ব্ব শরীরে প্রবেশ॥ বায়ু প্রবেশিতে সর্ব্ব শিশু বলধর। পরিষ্কার আকার সুন্দর কলেবর॥ এক জন খাইলে সবার তৃপ্ত হয়।

দেহনপঞ্চাশ কিন্তু এক ভিন্ন নয়॥ ঈশ্বরের তেজঃ বায়ু তেজঃ অতিশয়। এককালে বহিলে সকল নাশ হয়॥ এই হেতু এক দেহ প্রথম ধারণ। তাহাতে হইল ঊন পঞ্চাশ পবন॥ একাংশ যে স্থলে বেগে বয় সমীরণ। সেই তেজে কয় প্রায় প্রলয় লক্ষণ॥ পুরন্দর পবন উদয় যে প্রকারে। কালী-কৃষ্ণ দ্বিজ কহে রচিয়ে পয়ারে॥

অথ অগ্নি ও বরুণের জন্মাদি
বিবরণ।

তাল যৎ। বরণ কারণ কর্ত্তা হর্ত্তা পরমেশ্বর। দংশেন হইয়ে
ফণি মারেন হত্যা নর॥ তিনি কর হুতাশন,জগতে কারি দাহন,
তিনি হইয়ে জীবন অগ্নি নির্ব্বান কর॥ অনন্তের নাস্তি অন্ত,
অন্ত চিন্তিত অনন্ত, একেবল মন ভ্রান্ত কালীকৃষ্ণের বিস্তর॥

পয়ার। কহিলাম ইন্দ্র পবনের বিবরণ। অনল বারির কথা করহ শ্রবণ॥ ব্রহ্ম পঞ্চভূত মধ্যে অগ্নি জীবাত্মায়। ব্রহ্মাণ্ড কি রূপে চলে চিন্তেন উপায়॥ অদিতি জঠরে মহা পুরুষ উদয়। ব্রহ্ম অংশে হুতাশন মহাতেজময়॥ উৎপন্ন জঠরে প্রতি মূর্ত্তি হুতাশন। দাহ হয় উদর অদিতি জ্বালাতন॥ অদিতি কান্দিছে ধরি কস্যপের পায়। কি জন্মিল উদরে জ্বালায় প্রাণ যায়॥ ধ্যানস্থ হইয়া ঋষি জানিলা কারণ। ভয়যুক্তে করিছেন বিষ্ণুকে স্মরণ॥ শ্রুতমাত্র বিষ্ণুদেব আইলা তৎক্ষণ। ঋষি কন অদিতির জাতনা কথন॥ বারি রূপে গেলা বিষ্ণু উদরে তাহার। সঞ্চারে জলাধিপতি বরুণ আকার॥ করেন অনলাকারে উদর দাহন। করেন সলিলাকারে দাহ নিবারণ॥ অগ্নি আর বরুণ উদরে উপবিষ্ট। প্রতিমূর্ত্তি অগ্নি আগে হইলা ভূমিষ্ঠ॥ পুঞ্জ পুঞ্জ অনল সর্ব্বাঙ্গে বাহিরায়। হেরিয়ে উত্তাপে ত্রাসে অদিতি পলায়॥ বাড়িয়ে অনল ক্রমে আলয়ে লাগিল। বহুস্থলে লাগি বৃদ্ধি হইয়া উঠিল॥ চারি দিগে বাড়ে অগ্নি পর্ব্বত আকার। সর্ব্বলোক পলায় করিয়া হাহাকার॥ পবন বরুণে কন অদিতি উদরে। শীঘ্র চল অনল সকল দাহ করে॥ শুনিয়া বরুণ শীঘ্র হইলা ভূমিষ্ঠ। হইতে লাগিল বৃষ্টি মহীতে উৎকৃষ্ট॥ অগ্নি নিভাইতে ধারা মুসল প্রমাণ। প্রতিমূর্ত্তি অগ্নি কন ব্রহ্ম বিদ্যমান॥ তব তেজ ব্রহ্মা অংশে

মূর্ত্তি তদেচ্ছায়। বিষ্ণু অংশে বরূণ নাশিতে চেষ্টা পায়॥ বরুণের সহ মম হয় বিসম্বাদ। দেহ থাকিবার স্থান ঘুচাও প্রমাদ॥ তাহা শুনি চিন্তামণি কহিছেন তায়। এরূপ অনল যদি জ্বলে তবগায়॥ কেমনে বসিবে তুমি দেবের সভাতে। রহিল তোমার তেজ সকল বস্তুতে॥ ইচ্ছামতে তব অঙ্গে জ্বলিবে অনল। ঘর্ষণে উৎপন্ন হবে বস্তুতে সকল॥ বিনয় করেন বহ্নি ব্রহ্ম বিদ্যমান। রহিতে হইল প্রভু হইয়ে নির্ব্বাণ॥ সর্ব্বেশ ইসদৃষ্টি করেন ঈশানে। ব্রহ্মের আশয় হর বুঝিলেন জ্ঞানে॥ দেখিলেন পর্ব্বত প্রমাণ হুতাশন। অঙ্গুলি করিয়ে হর করেন ধারণ॥ জ্বলন্ত অনল শিব ধরিলেন ভালে॥ হুহু শব্দে জ্বলে অগ্নি শিবের কপালে॥ নিবারণ হয় অগ্নি জল বৃষ্টি হয়। বরুণের বারিতে জগত জলার্ম্ময়॥ মহাবৃষ্টি প্রায় সৃষ্টি নাশের লক্ষণ। ব্যাগ্রবেশে বিধাতা ব্রহ্মনা প্রতি কন॥ উপায় করহ শীঘ্র যাহে সৃষ্টি রয়। বরুণে কহেন ব্রহ্ম করিয়ে নিশ্চয়॥ মম বাক্যে ক্ষেন্ত রহ জল অধিকারি। না হবে বাহির আর তব অঙ্গে বারি॥ হউক সকল বারি মিশ্রিত সাগরে। বাসকর গিয়া বারি সাগর ভিতরে॥ রহিবে নির্ম্মল দেহে সুরের সভাতে। বরুণ বিনয়ে কহে ব্রহ্মের সাক্ষাতে॥ হইল সলিল লোপ অঙ্গেতে আমার। তবে কেন ব্যর্থ দিলে জল অধিকার॥ শিবের কপালে স্থল অনল পাইল। আমার অঙ্গের জল জলে মিসাইল॥ কহেন পরমেশ্বর চিন্তা কি তাহার। বারি অঙ্গে উপজিবে ইচ্ছায় তোমার॥ ঘর্ম্মরূপে বারি বিষ্ণু অঙ্গে উপজিবে। সেই বারি মহেশের মস্তকে রহিবে॥ কপালে অনল জল মস্তকে রহিল। অগ্নির অধিক মান তোমার বাড়িল॥ বরুণ সন্তোষে গেলা আপনার স্থলে। ব্রহ্মতত্ত্ব মতে দ্বিজ কালীকৃষ্ণ বলে॥

অথ ক্ষীরদ সাগর মন্থন।

ঝাঁপতালি আড়া। শত্রুভয় হবে হত ব্রহ্মপদ ভজনা। নাম চক্রে হবে ক্ষয় রিপুবক্র ছজনা॥ কুকর্ম্মি অসুর চয়, বিষে হয় তেজঃক্ষয় অমৃতে অমর হয় দেবতা সর্ব্বজনা। ব্রহ্মকীর্ত্তি সিন্ধু হেন, রজ্জু ভক্তি দণ্ড মন, মন্থনেতে উপার্জ্জন কালীকৃষ্ণের কামনা॥

পয়ার। ভৃগু ঋষি কহিছেন ঋষিগণ প্রতি। সকলের জন্মকথা বিস্তার সে

অতি॥ ইন্দ্রাদির জন্মকথা করিলে শ্রবণ। কহি শুন ব্রহ্মকীর্ত্তি সমুদ্র মন্থন॥ দিতি গর্ব্ভে অসুর অদিতি গর্ব্ভে সুর। দেবাসুরে ক্রমে দ্বন্দ বাড়িল প্রচুর॥ ধর্ম্মিষ্ট দেবতা সবে সত্য পরায়ন॥ অতি ক্রুর অধর্ম্মি অসুর সর্ব্বজন॥ সুশীলা প্রযুক্ত সুরে স্বয়ং ব্রহ্ম সক্ষ। শ্রেষ্ঠ বিচারালয়ে সকলে কর্ম্মাধ্যক্ষ॥ বিধিকৃত রীত নীত যেমন প্রকার। ফলাফল দত্ত জীবে করিয়ে বিচার॥ শ্রেষ্ঠ স্থল বাসি সবে সুনীত বিধায়। সুখ ভোগি সুরগণ ব্রহ্মের ইচ্ছায়॥ লইতে অমরা পুরী চাহে দৈত্য গন। বিবাদ ইন্দ্রের সহ করে সর্ব্বক্ষণ॥ দুর্জ্জন দানব সবে বড় বলবান। সশঙ্কিত সুরগন ভয়ে কাঁপে প্রাণ॥ কোন মতে দেবগণে করিতে অমর। মনে মনে চিন্তামণি চিন্তিলা বিস্তর॥ বিধি বিষ্ণু দোঁহার নিহঙ্গ নিবারণ। করণে মানস করিলেন নিরঞ্জন॥ আছে তায় আর আর বিশেষ কারণ। সিন্ধু মন্থনার্থে ব্রহ্ম বিষ্ণু প্রতি কন॥ অনাদির ইচ্ছা বিষ্ণু অন্তরে জানিয়ে। সুরাসুর দুই দলে কহেন ডাকিয়ে॥ অমৃত উৎপন্ন কর ক্ষীরদ ভিতর। ভক্ষণ করিলে হবে অবশ্য অমর॥ করহ সকলে মিলি সমুদ্র মন্থন। অমৃত উঠিলে সবে করিবে ভক্ষণ॥ তাহা শুনি দুই দলে তুষ্ট অতিশয়। কহে কহ সাগর মন্থন কিসে হয়॥ আনহ মন্দার গিরি দেন অনুমতি। দেবাসুরে মন্দারে আনিল শীঘ্রগতি॥ সিন্ধু মন্থনার্থে রজ্জু বাসকি হইবে। বিষ্ণু কন কহ ব্রহ্মা ধরা কে ধরিবে॥ তাহা শুনি সৃষ্টিপতি হংস প্রতি কন। পৃথিবী দ্বাদশ দণ্ড করহ ধারণ॥ হংস কহে ভ্রমি আমি উড়িয়া গগণে। কারণ বারিতে স্থিতি হইব কেমনে॥ বিধাতা হংসকে বর দিলেন তৎকাল। জলেতে ভাসিতে তুমি পারিবে মরাল॥ আনন্দে জাইয়ে হংস পৃথিবী ধরিয়ে। বাসকিকে তৎকাল দিলেন পাঠাইয়ে॥ কেশব কহেন শুন সুরাসুর গণ। মন্দার পর্ব্বত কর সাগরে অর্পণ॥ ক্ষীরদের মধ্যে মহা পর্ব্বত ফেলিল। জলে মগ্ন হয় গিরি রাখিতে নারিল॥ হেরিয়ে জগদীশ্বরে ধ্যান করে ধাতা। উপায় করহ শীঘ্র মহাভয়ে ত্রাতা॥ ব্রহ্মার বিনয়ে তুষ্ট পরম ঈশ্বর। ধারণ করেন ব্রহ্ম কূর্ম্ম কলেবর॥ চক্রাকার দুইশত যোজন প্রমান। অত্যান্তকঠিন কায়া জিনিয়ে পাষাণ॥ উদর ভিতর রয় কূর্ম্মের বদন। করিলেন বাহির ত্রাসিত সর্ব্বজন॥ হইলেন ঈশ্বর কচ্ছপ অবতার। পৃষ্ঠে ধরি তুলেন মন্দার মহাভার॥ অরূপ অচিন্ত্যামণি সকল স্বরূপ। পর্ব্বত ধরেন পৃষ্ঠে ধরি কূর্ম্মরূপ॥ মন্দার মন্থন

দণ্ড রজ্জু নাগপতি। কহিছেন বিষ্ণু সুরাসুর গণ প্রতি॥ কোন দল কোন দিগে করিবে ধারণ। তাহা শুনি চিন্তিতে লাগিল দৈত্যগণ॥ চক্রপাণি চতুর চক্রীর শিরমণি। কহেন প্রধান বলে দৈত্য দলে গণি॥ নেঙ্গুড়ে ধরিলে হবে বড অপমান। আমি কি কহিব বুঝে করহ বিধান॥ দৈত্যরা চক্রীর চক্র বুঝিতে নারিল। অতি দর্পে দ্রুত গিয়া বদনে ধরিল॥ করেন দেবতা গণ নেঙ্গুড় ধারণ। জড়াইয়ে মন্দারে টানিছে ঘনঘন॥ অগাদ সাগর মধ্যে মন্দারের পাক। শত বজ্রাঘাত ন্যায় ক্ষীরদের ডাক॥ ফণির নিঃশ্বাস ঘন বহিছে প্রবল। বিশাক্ত নিঃশ্বাসে হয় দৈত্যরা দুর্ব্বল। দুই দিগে টানাটানি করে মহা নাগে। মন্থনের মহাশব্দে কর্ণে তালি লাগে॥ শশধর ছিলা মগ্ন গুরুর বচনে। উঠেন মৃগাঙ্ক ধারি প্রথম মন্থনে॥ যোগমায়া মন মধ্যে করিয়ে বিচার। হইলা ক্ষীরদ মধ্যে চতুর্ণ আকার॥ লক্ষ্মী সরস্বতি-স্বাহা আর ধন্যন্তরি। ক্ষীরদের মধ্যে স্থিতি চারি রূপ ধরি॥ মন্থনে উঠিলা আগে মহালক্ষ্মী কন্যা। স্বালংকারা সুবেশা সর্ব্বাংসে ধন্যা ধন্যা॥ পদ কর কমল কমল সর্ব্ব অঙ্গ। করী কুম্ভ পয়োধর গমনা মাতঙ্গ॥ করি অরি জিনি কটি রাম রম্ভা উরু। মৃগেক্ষণা আকর্ণ অবধি দুই ভুরু॥ আতশি কুসুম জিনি শ্রেণী সুসুন্দর। মেঘশ্রেণী জিনি বেণী অতি শোভাকর॥ স্বয়ং লক্ষ্মী সুরূ-পিনি অপূর্ব্ব গঠন। করিলেন সৃষ্টিপতি বিষ্ণুকে অর্পণ॥ তস্যপর স্বাহা দেবী উঠেন তৎক্ষণ। অনল জিনিয়া শ্রেণী অপূর্ব্ব গঠন॥ প্রফুল্ল কমল পদ নাশক বিপদ। চতুর্বর্গ ফলপ্রদা কর কোকনদ॥ বেদ শাস্ত্র পরায়না মন্ত্রের প্রনব। বিশ্বমাত্রী জগদ্ধাত্রী বিপ্রের বৈভব॥ স্বাহাকে অর্পণ বিষ্ণু করেন ব্রহ্মায়। তস্যপর সরস্বতী উঠেন ত্বরায়॥ কর পদ কোকনদ ধবল বরণা। সর্ব্ব সুলক্ষণা ধন্যা কোটিচন্দ্রাননা॥ পরমপবিত্রা কন্যা করি নিরীক্ষণ। করিলেন পদ্মযোনি বিষ্ণুকে অর্পণ॥ কেশবে কমলাদ্ভব বিধাতায় স্বাহা। হয় পূর্ব ব্রহ্মের মানস ছিল যাহা॥ ঐরাবত হস্তি উঠে সুরপতি নিলা। উচ্চৈশ্রবা অশ্ব উঠে অনল পাইলা॥ উঠিল কৌস্তুভ মণি নিলা নারায়ণ। শ্যামের গলায় হয় অতি সুশোভন॥ উঠিল অনেক নিধি সে নিধি মন্থনে। নিলা সবে হয় যাহা সুসর্জ্জা যে জনে॥ ক্ষীরদে ব্রহ্মের স্থিতি কিসের অভাব। কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য কি জানে সে ভাব॥

অথ দেবতাদের অমৃত ভক্ষণ ও ব্রহ্ম মোহিনী বেশ ধারণ এবং শিবের বিস ভক্ষণ।

তাল একতালা। অগতির গতি, ব্রহ্ম যার গতি, তাহার সুগতি বিগতি না রয়। ধ্যানে ব্রহ্মপদ, অশেষ সম্পদ, প্রাপ্ত মোক্ষপদ বিপদ ক্ষয়॥ সাগর মন্থনে সুধা উপার্জ্জন, পান করেন ইন্দ্র সহ সুরগণ, কিঞ্চিতে বঞ্চিত দৈত্য সর্ব্বজন, বিষে বহুজন বিনাশ হয়॥ দানব সকলে শিব অনুগত, অধর্ম্মে রততে শীঘ্র হয় হত, কালীকৃষ্ণের নহে ধর্ম্মে মনগত, দিনগত প্রায় আগত সময়॥

পয়ার। কক্ষে অমৃতের ঘড়া দেবী ধন্বন্তরি। উঠিলেন আনন্দে জগত আলো করি॥ তাহা দেখি সকলের আনন্দিত মন। মনে মনে চিন্তা করিছেন নারায়ন॥ ভাণ্ডাইয়ে দৈত্য গণে দেবগণে দিব। ইন্দ্র আদি সুরগণে অমর করিব॥ কহিছেন নারায়ণ শুন দেবসুর। দুই দিকে দুই দল বৈসহ প্রচুর॥ অমৃত আশয়ে সবে বসিল ত্বরায়। সর্ব্বেশ মোহিনী মূর্ত্তি ধরেন মায়ায়॥ ব্রহ্মের চরিত্র যত কে বুঝিতে পারে। প্রকাশিলা নানা লীলা অশেষ প্রকারে॥ স্বইচ্ছায় বেদানন পঞ্চানন জিনি। তিনি হৈমবতি শক্তি হরের গৃহীনি॥ দেবগণে মৃত্যুহীন করিতে আশয়। মহাজ্ঞান হইলেন মোহিনী উদয়॥ স্বালঙ্কারা শ্রীঅঙ্গ বিদ্যুত জিনি জ্যোতি। না হয় হবার নয় হেন রূপবতি॥ কর পদ্ম কমল বিনিয়ে সুশোভন। গজেন্দ্র গমনা রাম কদলি চরণ॥ মধ্য দেশ ক্ষীণ জিনি গজেন্দ্র মর্দ্দন। সুপক্ক দাড়িম্ব যিনি সুকঠিন স্তন॥ চঞ্চল খঞ্জন জিনি মৃগাক্ষ যুগল। উত্তপ্ত সুবর্ণ জ্যোতি বদন কমল॥ মহান মোহিনী মূর্ত্তি করেন ধারণ। হেরিয়ে মোহিত হয় সুরাসুর গণ॥ মন্মথে উন্মত্ত হয় দৈত্যদের মন। এক দৃষ্টে মোহিনীকে করে নিরীক্ষণ॥ মোহিনী অমৃত পাত্র করিয়ে ধারণ। সকল সুরের করে করেন অর্পণ॥ সকল দানব প্রতি মুহুর্মুহু লক্ষ। কামের কুসুম সব সাদৃশ কটাক্ষ॥ বিকচ কমল মুখে মৃদু মৃদু হাস্য। হেরিয়ে উন্মত্ত দৈত্য জীবন ঔদাস্য॥ কাম সরে জ্বর জ্বর দিতি সুত গণ। মোহিনীকে হেরিয়ে অমৃতে নাই মন॥ এক দৈত্য দেবমূর্ত্তি হইয়ে মায়ায়। সুরদেব সহ বসি সে অমৃত খায়॥ শশধর সে কথা বিষ্ণুর প্রতি কন। চক্রাঘাতে বিষ্ণু

তাবে করেন ছেদন ॥ তৎক্ষণাৎ পড়ে দৈত্য দ্বিভাগ হইয়ে। না হয় জীবনে হত অমৃত খাইয়ে॥ সেই মুণ্ড আর ধড়ে দুই গ্রহ হয়। রাহু আর কেতু হয় এই নামদ্বয়॥ সুরেরা অমর হয় অমৃত খাইয়ে। মোহিনী বিষ্ণুর অঙ্গে মিশ্রিত যাইয়ে॥ অবশেষ সে পাত্রে অমৃত ছিল যাহা। চন্দ্রের নিকটে বিষ্ণু রাখিলেন তাহা॥ দৈত্য গণ জানিল সকল বিবরণ। দেবগণে অমর করিলা জনার্দ্দন॥ ফণির বদনে ধরে মন্থন সময়। বিষের জ্বালায় সবে বলহীন হয়॥ জানিল দেবের পক্ষ কেসব নিশ্চিত। নাকরিতে পারে কিছু অন্তরে দুঃখিত॥ দীক্ষিত মহেশ নামে অসুর সকলে। কান্দিতে কান্দিতে যায় শঙ্করের স্থলে॥ উঠিল কৈলাস পুরে ক্রন্দনের রোল। মহানাদে করে যেন সমুদ্র কল্লোল॥ কি কি বলি শঙ্কর করেন নিরীক্ষণ। তৎকাল প্রণতি গিয়ে করে দৈত্যগণ॥ সমুদ্র মন্থন আদি পরিচয় দিল। দেবে দিয়ে অমৃত অসুরে ভাণ্ডাইল॥ করে সিন্ধু মন্থন তোমারে না কহিয়ে। উঠিল স্ত্রী রত্ন আদি লইল বাঁটিয়ে॥ বিধি বিষ্ণু আপনায় অগ্রাহ্য করিল। তব শিষ্য হেতু দৈত্যে অমৃত না দিল॥ শুনি ক্রোধে কম্পবান হন ত্রিলোচন। বৃষে চাপি দৈত্য সহ করেন গমন॥ প্রলয়ের লক্ষণ দেখিয়ে হৈমবতী। পদ্মাকে সংহতি করি করিলেন গতি॥ ব্রহ্মাকে বিষ্ণুকে শিব কিছু না কহিলা। মন্থন করহ সিন্ধু দৈত্যে আজ্ঞা দিলা॥ শঙ্করের আজ্ঞায় দৈত্যেরা আনন্দিত। অতঃপর কর্ম্ম সিদ্ধ জানিল নিশ্চিত॥ অমৃত উৎপন্ন পুনঃ আমরা করিব। করিব ভক্ষণ সবে অমর হইব॥ দৈত্যগন বাসকীর দুই দিকে ধরে। আপনারা সাগর মন্থন পুনঃ করে॥ উঠিল প্রস্তর এক অতি সুচিকন। নানাচিত্র বিচিত্র সে অপূর্ব্ব গঠন॥ দৈত্যরা প্রস্তর দেখি আনন্দ অন্তরে। বসিবার আসনার্থে দিল মহেশ্বরে॥ বাসকির হীনবল ঘর্ষণে গিরিতে। পুনঃ টানাটানি করে না পারে সহিতে॥ উঠে বিষ ফণীর বদনে অনিবার। তথায় গরল হয় পর্ব্বত আকার॥ সর্পের মুখের দিকে যত দৈত্য ছিল। বিষের জ্বালায় তারা জীবন তেজিল॥ বাকি যত দানব দেবতা যত জন। সে বিষের জ্বালায় করিল পলায়ন॥ গরলের জ্বালায় জগত জ্বালাতন। বিধি বিষ্ণু অশক্ত করণে নিবারণ॥ সচিন্তিত চিত্তে দোঁহে কহেন আদ্যায়। বিষের জ্বালায় সৃষ্টি নাশ হয় প্রায়॥ কহিছেন কাত্যায়নি কহ যোগেশ্বরে।

শিব ভিন্ন কার সাধ্য নিবারণ করে ॥ বিধি বিষ্ণু শিবানী বিনয়ে শিবে কন। কৃপা করি কর হর বিষ নিবারণ ॥ শিবে স্তুতি যে করে করিয়ে বহুদোষ। ত্বরায় সদয় হেতু নাম আশুতোষ ॥ ব্রহ্মা বিষ্ণু শক্তির বিনয়ে কীর্ত্তিবাস। অঞ্জলি করিয়ে বিষ করিলেন গ্রাস ॥ বিষেতে শিবের কণ্ঠ হয় নীল বর্ণ। নীলকণ্ঠ নাম তাহে হইল উৎপন্ন ॥ মণিরন্ধ্রে উঠে বিষ মস্তেষ ব্যথিত। শঙ্করে করিতে স্নিগ্ধ শঙ্করী চিন্তিত ॥ বারিরূপে শিব শিরে সর্ব্বাণী উদয়। হইলেন যে প্রকারে কালীকৃষ্ণ কয় ॥

ছয়রাগ ছত্রিশ রাগিণী উৎপত্তি এবং ব্রহ্ম বারিরূপা গঙ্গা উৎপত্তি।

তাল কয়ালি। নিস্তারিতে তোয়রূপে তারিনী উদয়। মহিমার সীমা অনির্ণয়, নিত্যানন্দা নিরাকৃতি, ব্রহ্মলোকে অবস্থিতি, গতির কারণ গতি গঙ্গার নিশ্চয় ॥ স্মরণে নিষ্পাপ অঙ্গ, দর্শনে শিবের সঙ্গ, স্পর্শনে বিষ্ণুর অঙ্গ জীব প্রাপ্ত হয়। ত্রাণ করিতে পাপিষ্ঠ, তোয়রূপে উপবিষ্ট, প্রার্থনীয় কালীকৃষ্ণ ভবভয় ক্ষয় ॥

পয়ার। যে শিলা পাইলা শিব সমুদ্র মন্থনে। আনিলেন সে প্রস্তর কৈলাশ ভুবনে ॥ নানা সুমধুর ধ্বনি শিলার ভিতর। কর্ণপাতি শুনিয়ে মোহিত মহেশ্বর ॥ মহেশ্বর সেই শিলা করেতে লইয়ে। বিবরণ বুঝিবারে ফেলেন ভাঙ্গিয়ে ॥ সে শিলায় সুন্দর পুরুষ ছয় জনা। রমণী ছত্রিষ জনা সর্ব্ব সুলক্ষণা ॥ মেঘ হৈতে মুক্ত যেন বিদ্যুত মিহীর। প্রস্তর হইতে সবে হইল বাহির ॥ ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী করপুটে। প্রণমিয়ে দাণ্ডাইল শিবের নিকটে ॥ সৃজিলা জগদীশ্বর বিদ্যার প্রধান। ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী মূর্ত্তিমান ॥ ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী সন্নিকটে। সম্পূর্ণ সঙ্গিত বিদ্যা শঙ্করের ঘটে ॥ জানিলা মহেশ রাগ রাগিণী সবায়। যে দেখিবে পূর্ণ হবে সঙ্গীত বিদ্যায় ॥ বর্ত্তমান এ সকলে গীতে যে করিবে। ব্রহ্মপদে গতি তার অবশ্য হইবে ॥ কহিছেন যোগেশ্বর বচনে আমার। শরীর তেজিয়ে সবে হও শূন্যাকার ॥ বায়ুরূপি হয সবে শিবের বচনে। বলে প্রভু মিছা দণ্ড দিলে অকারণে হর কন যখন করিব আমি গান। আমার নিকটে সবে রবে মূর্ত্তিমান ॥

যে পারিবে সঙ্গীতে করিতে মুর্ত্তিমান। সে হবে ঐহিকে ধন্য অন্তে পাবে ত্রাণ॥ শিবের সঙ্গীত শক্তি ত্রিলোকে প্রকাশ। সদা সর্ব্ব জন করে শ্রবণে প্রয়াস॥ লইয়ে গেলেন ইন্দ্র শঙ্করী শঙ্করে। হইল মহান সোভা গোলোক নগরে॥ গোলোকে করেন বাস লক্ষ্মী নারায়ণ। করিলেন সকল অমরে নিমন্ত্রণ॥ দেবতা তেত্রিশ কোটি উদয় তথায়। আইলেন বিধাতা সে মহান সভায়॥ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর সকল অমর। সভা করি বসিলেন শোভা মনোহর॥ শিব আরম্ভিলা গান শুনিতে উত্তম। প্রথম অবধি সর ছাড়েন সপ্তম॥ চিত্ত স্থিরে ত্রিলোচন করেন সঙ্গীত। ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী উপস্থিত॥ সুর তাল ব্রহ্ম তাহে সংযোগ রাগিণী। তাহাতে করেন গান শিব মহা জ্ঞানি॥ অধিষ্ঠান মহাত্মান ঈশ্বর সাকার। শ্রেষ্ঠ সিংহাসনোপরি বিষ্ণু সারাৎসার॥ শঙ্করের সঙ্গীতে মোহিত সর্ব্বজন। শরীর লোমাঞ্চ হয় করিয়ে শ্রবণ॥ মোহিত পরমেশ্বর শুনিয়ে সঙ্গীত। শরীরে নিকলে ঘর্ম্ম ভাবে পুলোকিত॥ বহিয়ে পড়িল ধারা চরণ অবধি। পদতলে কমণ্ডলু ধরিলেন বিধি॥ পদতল বাহিয়ে পড়িছে ঘর্ম্ম ধারা। বারিরূপা ব্রহ্মশক্তি বস্তু পরাৎপরা॥ ব্রহ্মা পাত্রে ব্রহ্মবারি ধরেন অমনি। তোয়রূপে অবতীর্ণ ত্রিলোক তারিণী॥ পড়িল ব্রহ্মের ঘর্ম্ম এই মাত্র জ্ঞান। না জানেন ব্রহ্ম দ্রবমই অধিষ্ঠান॥ কমণ্ডলু মধ্যে শক্তি দ্রবমই মাতা। সে বারি পরম বস্তু না জানেন ধাতা॥ কৈলাসে করেন গতি শঙ্করী শঙ্কর। বিদায় হইয়ে সবে গেলেন তৎপর॥ বারি সহ কমণ্ডলু লইয়ে সকরে। নিজস্থলে গেলা ব্রহ্মা আনন্দ অন্তরে॥ ত্রিলোক তারণ কর্ত্রী বস্তু সারাৎসার। ব্রহ্মলোকে কমণ্ডলু মধ্যে স্থিতি তাঁর॥ মহা মহা পাপী তাপি তারিতে আশয়। সইচ্ছায় দ্রবমই ব্রহ্ম শনিশ্চয়॥ ব্রহ্মলোকে সুরধনী করেন বিলাপ। কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য রচিয়ে নিষ্পাপ॥

স্বর্গ ও মর্ত্যে গঙ্গা মাহাত্ম্য প্রকাশ।

তাল একতালা। সুখদা মোক্ষদা জ্ঞানদা গঙ্গে। শঙ্করের গীত শুনিয়ে মোহিত, সর্ব্বাদ্যা উদয় ত্রিভঙ্গের অঙ্গে॥ কেবলে ত্রিগুণা গুণের সিন্ধু, ধ্যায় বিধি ভব সুরেন্দ্র ইন্দু, পাপী অঙ্গস্পর্শে

সলিল বিন্দু, চারি করে বহে কেশব সঙ্গে॥ মাহাত্ম্য প্রকাশ করিতে হরা,সৃষ্টিময় বৃষ্টি পবিত্র ধারা, পশুপক্ষ ফণী নর খেচরা প্রভৃতিরা চলে বৈকুণ্ঠে রঙ্গে॥ কালীকৃষ্ণ কহে মনের ভ্রান্তে, স্পর্শে দেবদেহ লিখন তন্ত্রে, নিত্য গঙ্গাস্নান করি মা নিশান্তে, তবে কেন আছি মানব সঙ্গে॥

পয়ার। ভৃগু কহিছেন শুন সর্ব্ব ঋষি মুনি। ব্রহ্মলোকে দ্রবময়ী উদয় আপনি॥ কৈলাসে বসিয়ে শক্তি শিবের গোচরে। গঙ্গা মাহাত্ম্য প্রকাশ ইচ্ছিলা অন্তরে॥ ক্ষেমঙ্করী পক্ষীরূপা হইয়ে তৎক্ষণ। শূন্যমার্গে ব্রহ্মলোকে করেন গমন॥ কমণ্ডলু যথায় সে গোপনীয় স্থল। সেই পাত্র মধ্যে ব্রহ্ম শক্তি গঙ্গাজল॥ ক্ষেমঙ্করী ওষ্ঠে করি ধরি সেই পাত্র। পাখাভরে শূন্যোপরে তুলিলেন গাত্র॥ দেখিছেন ব্রহ্মা আর মহর্ষি সকলে। পক্ষী কমণ্ডলু ওষ্ঠে শূন্যমার্গে চলে॥ ব্রহ্মপদোদ্ভববারি লইয়ে পলায়। অন্তরে ভাবেন ব্রহ্মা কি করি উপায়॥ হংসেকে কহেন বিধি ধরহ ত্বরায়। সহ জল কমণ্ডলু লইয়ে পলায়॥ বারিপাত্র সহ পক্ষী আনহ ধরিয়ে। শুনিয়া মরাল শীঘ্র চলিল উড়িয়ে॥ উড়িছেন অপর্ণা চঞ্চুতে পাত্র ধরি। হংস গিয়া কমণ্ডলু ধরে ওষ্ঠ করি॥ পাত্র হেতু বিবাদ বাড়িল অতিশয়। ঊর্দ্ধমুখী ছিলপাত্র অধমুখী হয়॥ পাত্রহেতু উভয়ে করিছে মহাবল। সৃষ্টির উপর বৃষ্টি হয় গঙ্গাজল॥ মোক্ষদার সহ দ্বন্দে অসক্ষ মরাল। না ছাড়েন কমণ্ডলু তথাচ তৎকাল॥ নর পশু পক্ষ ফণি কীট অগণন। জগতে জীবাত্মা বহু করয়ে ভ্রমণ॥ প্রকাশ মাহাত্ম্য স্বেচ্ছা বিশেষ কারণ। বেড়ান উড়িয়ে হয় বারি বরিষণ॥ পরম পবিত্র বারি লাগে যার গায়। ধরিয়ে বিষ্ণুর দেহ মুক্তিস্থলে যায়॥ শমন ভবনে ছিল পাপী যত জন। গঙ্গাজল স্পর্শে করে বৈকুণ্ঠে গমন॥ ভুবন কদ্দমময় সে বৃষ্টি ধারায়। তথাপিহ সে পাত্রের জল না ফুরায়॥ জম্বুদ্বীপ বিধাতা করেন নিরীক্ষণ। জীবাত্মা সকল চলে বৈকুণ্ঠ ভুবন॥ উভয় পক্ষীতে দ্বন্দ কমণ্ডলু ধরি। বহু বারি বৃষ্টি হয় ক্ষিতির উপরি॥ মৃত্তিকা কদ্দম জলে না ফুরায় জল। স্পর্শ মাত্র মুক্ত হয় জিবাত্মা সকল॥ ধ্যানস্থ হইয়া ব্রহ্মা জানিলা প্রমাণ। কমণ্ডলু মধ্যে বারি ব্রহ্ম অধিষ্ঠান॥ জানিয়ে মাহাত্ম্য তত্ত্ব ব্রহ্মা গুণধাম। রাখিলেন বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গা নাম॥ সারবস্তু সাক্ষাৎসামান্য তোয় নয়। এই হেতু

স্পর্শ মাত্র জীব মুক্ত হয়॥ কমণ্ডলু মধ্যে ব্রহ্ম বারি যে জানিয়ে। করিলাম সৃষ্টিক্ষয় অগ্রে না বুঝিয়ে॥ ক্ষেমঙ্করী পক্ষী টি সাক্ষাৎ ক্ষেমঙ্করী। উড়িছেন বারিপাত্র ওষ্ঠাধরে ধরি॥ মায়ার মায়ায় অগ্রে না চিনি মায়ায়। অনেক কষ্টের সৃষ্টি শ্রেষ্ঠ স্থলে জায়॥ বেদকারি শীঘ্র করি ক্ষেমঙ্করী স্থলে। স্তুতি নতি বিস্তর করেন পদতলে॥ জয় জয় জগদম্বে জগৎ নিস্তারিনি। তোয রূপে অবতীর্ণ ত্রিগুণ ধারিণী॥ সকলের আদ্যা তুমি তত্ত্বময়ী শক্তি। কি বর্ণিব গুন তব অহংহীন ভক্তি॥ অতিশয় স্তব বিধি করেন মায়ায। ওষ্ঠেপাত্র উড়িছেন অশান্ত তাহায়॥ শক্তির চরিত্র হেরি বিধাতা চিন্তিত। শঙ্করের সন্নিধানে শীঘ্র উপনীত॥ ব্রহ্মায় হেরিয়ে হর সুধান কারন। কহ কেন পদ্মযোনী হেথায় গমন॥ নন্দি শীঘ্র বসিতে দিলেন সিংহাসন। শ্বাস ব্যস্ত ভব প্রতি সৃষ্টিপতি কন॥ পড়িয়াছি বড়ই বিপত্তে ত্রিলোচন। তোমা বিনে রক্ষা করে নাহি হেন জন॥ ব্রহ্মতত্ত্ব সার কথা শুনিয়ে নিদ্ধার্য্য। পয়ারে রচিল কালী কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য॥

মহেশ্বর শিরে গঙ্গা স্থিতি বিবরণ।

তাল মধ্যমান। মা গঙ্গে হর শিরে তোয় তরঙ্গিনী॥ শমন শাসন বারিনি, অপর্ণা অর্ণবা কার, ধরি অপূর্ব্বাকার, সুরধনী শিব মন মোহ কারিনী॥ ক্ষেমঙ্করী রূপ ধরি; কমণ্ডলু ওষ্ঠে করি ক্ষেপন করিলে বারি মর্ত্তে আপনি, বারি রূপে বহু জীবে ভবে তারিণী, ব্রহ্মময়ী ব্রহ্মা কমণ্ডলু বাসিনি॥

পয়ার। কহিছেন সৃষ্টিপতি বাসবের স্থলে। কীর্ত্তিবাস কি কর বসিয়ে কুতুহলে॥ কার্য্যদার কীর্ত্তি কথা শুন ত্রিলোচন। ক্ষেমঙ্করী পক্ষী রূপে করিয়া গমন॥ ব্রহ্ম ঘর্ম্ম সহ পাত্র চঞ্চুতে ধরিয়ে। ভ্রমিছেন মহামায়া আকাশে উড়িয়ে॥ না জানিয়ে পাত্র হেতু মরালে পাঠাই। শূন্যমার্গে উভয়ে দ্বন্দ্বের সীমা নাই॥ সে পাত্র হইতে তোয় হয় বরিষণ। স্পর্শ মাত্র মুক্তি স্থলে চলে জীব গণ॥ না করিতে পারি সাম্য শুন মৃত্যুঞ্জয়। বারেক করহ গতি হইয়ে সদয়॥ ব্রহ্মার নিকটে শিব শুনি সেই বাণী। জানিলেন তোয রূপা ত্রিলোক

তারিণী॥ পুণ্য ক্ষয় পাপ বৃদ্ধি ক্রমে যুগান্তরে। হইবে পাপাত্মা বহু পৃথিবী উপরে॥ পাপীগণে ভবসিন্ধু পারের তরণী। ব্রহ্মশক্তি দ্রবময়ী পতীত পাবনী॥ শুনিয়ে শক্তির রঙ্গ তরঙ্গ প্রসঙ্গ। হয় সদানন্দের আনন্দে পূর্ণ অঙ্গ॥ ত্রিগুণা সগুণ সৃষ্টি করিছেন যথা। ব্রহ্মা সহ উমাপতি উত্তরিলা তথা॥ দেখেন চক্ষুতে ধরি কমণ্ডলু তারা। মোহিতে পড়িছে বারি অনর্গল ধারা॥ শূন্যোমধ্যে ক্ষেমঙ্করী ভ্রমিয়ে বেড়ান। কখনো কোথায় তাহা স্থির নাহি পান॥ দাণ্ডাইলা জোগেশ্বর যথা মধ্যস্থল। আচ্ছাদন জম্বুদ্বীপ জটায় সকল॥ লক্ষপুর হয়্যা জটা সর্ব্বত্র ব্যাপিল। ভূমণ্ডলে রবির কিরণ আচ্ছা দিল॥ বাসুকির শিরোপর পৃথিবী যেমন। শঙ্করের শিরে জটা তেমনি বেষ্ঠন॥ হরে হেরি সে বারি দ্বিগুণ বৃষ্টি হয়। পড়য়ে শিবের শিরে বেগে অতিশয়॥ হর শিরে গঙ্গার তরঙ্গ বহে রঙ্গে। শিরে সুরধনি হর নাচেন উলঙ্গে॥ ক্ষেমঙ্করী শূন্যোপরি কমণ্ডলু ধরি। শিব শিরে পড়ে অনর্গল গঙ্গাবারি॥ মস্তক উপরে বৃষ্টি এক মন্বন্তর। না হইল বিন্দুপাত পৃথিবী উপর॥ বিধি বিষ্ণু পুরন্দর অমর সকলে। করিছেন ভাবনা বসিয়ে এক স্থলে॥ ব্রহ্মা বিষ্ণু নানা স্তব করেন মায়ায়। কমণ্ডলু উর্দ্ধমুখ কর মা ত্বরায়॥ অর্পণ করেন বিষ্ণু জবা গঙ্গা জলে। ক্ষেমঙ্করী পুজেন বিধাতা বিল্বদলে॥ উভয়ের পূজায় উভয় তুষ্ট হন। কমণ্ডলু উর্দ্ধমুখ করেন তৎক্ষন॥ সে পাত্র ধাতার করে সমর্পণ করি। অন্তর্ধ্যান তৎকাল হইলা ক্ষেমঙ্করী॥ সৃষ্টিপতি কমণ্ডলু করিছেন দৃষ্ট। পূর্ব্বগত পাত্রে গঙ্গা পূর্ণ উপবিষ্ট॥ হেরিয়ে গঙ্গায় স্তব করেন বিস্তর। ব্রহ্মশক্তি দ্রবময়ী ব্রহ্ম পরাৎপর॥ বারি রূপে অবতীর্ণ পাপী তরাইতে। তব মহিমার সীমা না পারি কহিতে॥ কহেন করুণাময় দেখ সৃষ্টিকর। শিরে ধরি গঙ্গায় উন্মত্ত মহেশ্বর॥ আসিয়ে কহেন বিষ্ণু শিবের সদন। উন্মেষ উন্মত্ত নিত্য কুরু সম্বরণ॥ ধৈর্য্য ধর মহেশ্বর পর বাঘাম্বর। কর দৃষ্ট ব্রহ্মা বিষ্ণু তোমার গোচর॥ জটামধ্যে দ্রবময়ী গঙ্গার তরঙ্গ। না হইল মহেশের প্রেমানন্দ ভঙ্গ॥ চক্রপানি চতুর চিন্তিয়ে মনে সার। অশেষ প্রকার স্তব করেন গঙ্গার॥ স্বয়ং শক্তি দ্রবময়ী নরক বারিণী। জয় জয় জগদম্বা জগ নিস্তারিনি॥ সয়ম্ভুর শিরে অম্বু রূপে তরঙ্গিনী। জটামধ্যে অম্বালিকা সুখে বিলাশিনী॥ তোমারে ধরিয়ে শিরে উন্মত্ত মহেশ। উদয় শিবের চিত্তে আনন্দ অশেষ॥ সিদ্ধা সাদ্ধা সুখদা

সর্ব্বদা হরপ্রিয়ে। শঙ্করে করহ ক্ষন্ত উপায় চিন্তিয়ে ॥ আদ্যা তোয় রূপে যাঁর চরণে উদ্ভব। সেই ব্রহ্ম নিরাকারে সাকার কৈশব ॥ হেন পরাৎপর বস্তু করি ছেন স্তব। প্রতিমূর্ত্তি গঙ্গাদেবী তৎকাল উদ্ভব ॥ বেদান্তবাগীশ স্থানে শুনিয়ে নিধার্য্য। ভাষায় রচিল কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ॥

গঙ্গা নিজ মূর্ত্তি ধারণ।

তাল মধ্যমান। মা গঙ্গে বেদ ভূজা মকর বাহিনী। কহিতে তোমারি গুণ আমি কি জানি ॥ তব মহিমা অপার, শিব শিরে নিরাকার; ধারণ অপূর্ব্বাকার মোক্ষদা মন্দাকিনী, সেতাম্বুজ কলেবর, রক্তাম্বুজ পদ কর, নিলাম্বরে শোভাকর মেঘে দিন মনি, চঞ্চল খঞ্জন জিনি মৃগনয়নি, মৃদুহাস্য ওষ্ঠাধরে,মহেশের মন হরে, কালীকৃষ্ণ বাঞ্ছা করে শ্রীচরণ দুখানি ॥

দীর্ঘ ত্রিপদী। জটা মধ্যে গঙ্গা দ্রব, বিষ্ণুর শুনিয়ে স্তব, রূপ নব করেন ধারণ। ধবল চপলা জিনি, অপূর্ব্ব স্বরূপ শ্রেণী, বেদ পাণি অম্বুজ চরণ ॥ কটিদেশ অতি ক্ষীণ, খঞ্জন নয়ন জিন, মসৃন চিকন কলেবর। কমল জিনিয়ে কর, উরুদ্বয় রম্ভাবর, সুন্দর নিতম্ব গুরুতর ॥ ওষ্ঠাধর সুসুন্দর, দন্ত পাঁতি মনোহর, পয়োধর দাড়িম্ব সুপক্ব। অঙ্গে নানা আভরণ, শিরে মুকুট চিকণ, ফনি গণ মণি সহ চক্র ॥ নিলাম্বর পরিধান, মেঘ যেন দিপ্তমান, সুবয়ান অকলঙ্ক শশী। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, উদয় তিন গোচর, মকর বাহনোপর বসি ॥ গঙ্গাদেবী রূপেনিধি, কহিতে অসক্ত বিধি, নিরবধি করিয়ে বর্ণন। মম বুদ্ধি অতি খর্ব্ব, রচনে সে রূপ সর্ব্ব মনে গর্ব্ব করা অকারণ ॥ গঙ্গা ব্রহ্ম বেদে বলে, বারিরূপা ব্রহ্মাস্থলে, ভূমণ্ডলে মকরে সাকার। নিরখিয়ে সে শ্রীঅঙ্গ, শঙ্করের নিত্য ভঙ্গ, নবরঙ্গ প্রকাশ গঙ্গার ॥ গঙ্গাবস্তু পরাৎপরা, ব্রহ্ম তত্ত্ব মতে ধরা, বেদ করা বেদে নিরূপণ। ব্রহ্মা ছিলা বিস্মরণ, রূপ করি নিরীক্ষণ, স্মরণ হইল সলিখন ॥ কহিছেন সৃষ্টিপতি, তুমি আদ্যা গুণবতি, তব গতি পাপী উদ্ধারিতে। তুমি গঙ্গা দ্রবময়ী, তব বারি কাল জয়ী, সক্ত নহি মহিমা কহিতে ॥ অগ্রে ছিল না স্মরণ, এই হেতু বহুজন, গমন করিল মোক্ষধামে। মহা মহা পাপীবর্গ, স্মরণে যাইবে স্বর্গ, চতুর্ব্বর্গ ফল তব নামে ॥ পাপাত্মার পাপ হরে, মোক্ষধামে গতি করে, অন্তরে তাহাতে দুঃখি নহি। অনেকে

হইল ধন্য, প্রায় সর্ব্ব জীব শূন্য এই জন্য তব স্থানে কহি॥ গঙ্গা কন বিধা- তায়; চিন্তা না করহ তায়, পুনরায় করহ সৃজন। কিছুকাল তিস ক্ষয়, জন্তু হবে পৃথ্বীময়, নিশ্চয় আমার এ কথন॥ স্তব করিছেন হরি, গঙ্গাদেবী সুরেশ্বরী, কৃপা করি দিলে দরশন। আজি সুপ্রভাত নিবা, মকর বাহনে শিবা, রূপ কিবা অতি সুগঠন॥ তব আজ্ঞা শিরে ধরি, ত্রিলোক পালন করি, নাম হরি কৃপায় তোমার। গঙ্গা কন জগৎ স্বামী, ভিন্ন নহি তুমি আমি, ব্রহ্ম তুমি বস্তু সারাৎসার॥ আমার কথায় বিষ্ণু, হইলেন অতি তুষ্ট, সন্তুষ্ট বিধাতা সে কথায়। বিষ্ণুর শুনিয়া বাণী, আপনাকে ধন্যমানি, হররাণী অতি তুষ্ট তায়॥ গঙ্গারূপ নিরীক্ষণ, করিয়ে হরের মন, উচাটন হইল উৎকৃষ্ট॥ সুরধনি চিত্তে জানি, কহেন প্রবোধ বাণী শূলপানি প্রতি করি দৃষ্ট॥ শুন প্রভূ মহে- শ্বর, গতে দুই মন্বন্তর, মস্তোপর এরূপে জন্মিব। আমি ছাড়া নহি তব, জনরব হেতু ভব, তব নব ঘরণী হইব॥ কহেন করুণা স্বামী, বড বাঞ্ছা করি আমি, থাক তুমি জটার ভিতর। আনন্দে রহিব তবে, ত্রিসংসার জনরবে, খ্যাত হবে নাম গঙ্গাধর॥ গঙ্গা কন শুন ভব, স্থিতি জটা মধ্যে তব, রব ধ্রুব যুগ যুগান্তর। শুনি তুষ্ট ত্রিলোচন, গঙ্গারূপ সম্বরণ, স্থিতি হন জটার ভিতর স্বাভাবিক জটা হয়, গঙ্গার তরঙ্গ বয়, অতশয় আহ্লাদিত মন। শিব শিরে স্থিতি আর, কমণ্ডলুতে ধাতার, সারাৎসার ব্রহ্ম বস্তু রণ॥ ব্রহ্মার শিবের স্থলে, বিদায় হন কৌশলে, নিজ স্থলে গেলা নারায়ন। ব্রহ্ম বিষ্ণু অবতার, সন্নিকটে কমলার, গঙ্গার মাহাত্ম্য তত্ত্ব কন॥ ব্রহ্মা শিবে সম্ভাষিয়ে, আপ- নার স্থলে গিয়ে, লুকাইয়ে রাখেন গঙ্গায়। সর্ব্বদা আনন্দে রত, করেন সৃজন যত, পূর্ব্বমত হয় পুনরায়॥ শিরে ধরি সুরধনি, আপনাকে ধন্য মানি, শূল- পানি গেলেন কৈলাসে। শক্তি শিব শিরে বারি, শিব বামে মূর্ত্তিধারি, শুভ- ঙ্করী রহেন উল্লাসে॥ ব্রহ্ম তত্ত্ব শিব উক্তি, গঙ্গারূপা হন শক্তি, যার ভক্তি আছে গঙ্গা পদে। দ্বিজ কালীকৃষ্ণ কয়, অন্তকালে মুক্ত হয় মর্ত্ত্যে রয় সুখাদি সম্পদে॥

ভৃগু ঋষির যজ্ঞ করণেচ্ছা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের গুন বুঝিতে ভৃগুর গমন।

তাল পোস্তা। যে জন অচলচিত্তে চিন্তামণি চিন্তা করে। তাহার

আশয় বৃক্ষে চতুর্বর্গ ফল ধরে ॥ মনে যার আছে ভক্তি, তাহে
বাড়ে ধর্ম্ম শক্তি, বাক্যে কুউক্তি সুউক্তি কি হয় তাহায়, পুত্র
যেন পিতা প্রতি, পুত্রে পিতা ন্যায়, মুখে রুষ্ট স্নেহ মনে,
তেন হরি ভক্ত জনে, কালীকৃষ্ণ তেকারণে, সাধনে রত অন্তরে ॥

পয়ার। কহিছেন ভৃগুঋষি ঋষিগণ স্থলে। অনাদির আদ্য কথা শুনিলে সকলে॥ ব্রহ্মের প্রকাশ আদ্য কহিলাম স্থূল। এক ব্রহ্মে সমুদয় ব্রহ্ম সর্ব্ব মূল॥ ঈশ্বরের চরিত্র অশেষ পূর্ব্বাপর। বেদে তন্ত্রে নানা গ্রন্থে কিঞ্চিৎ গোচর॥ চারি যুগে ঈশ্বরের করণ বিস্তর। খণ্ড প্রলয়েতে লয় হয় পর পর॥ দেব পরিমাণে ক্রমে চারি যুগ হয়। সর্ব্ব লয় হয় রয় মাত্র জলার্ণময়॥ পুনঃ সর্ব্ব ঈশ্বরের ইচ্ছায় প্রচার। পূর্ব্বমত করেন লীলাদি আপনার॥ আদি পুরুষের এই খেলা বারম্বার। কত গত এমত নির্ণয় করা ভার॥ মর্ম্মকথা তাঁহার সকল তিনি জ্ঞাত। জ্ঞাত আছি কিছু তদেচ্ছায় যাহা খ্যাত॥ সৃষ্টি নর পশু পক্ষ মীণ ফণি আর। কীট পতঙ্গ জীব এ সপ্তম প্রকার॥ সর্ব্ব জাতি শ্রেষ্ঠ নর নর নানামত। রত ধর্ম্মা ধর্ম্ম কর্ম্মে মর্ম্ম কব কত॥ দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন। কারণ ঈশ্বর নানা অবতার হন॥ যুগে যুগে জগদীশ হইয়ে প্রচার। প্রকাশ করেন নানা কীর্ত্তি চমৎকার॥ চারি যুগে শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি যেমত যথায়। তার মধ্যে বহু সূত্র আমার দ্বারায়॥ কহেন ভৃগুর প্রতি যত ঋষি মুনি। কহ সকলের সূত্র কি মত আপনি॥ শুনাইলা ভৃগু সর্ব্ব ঋষি মুনি গণে। উথলে আনন্দ সিন্ধু সকলের মনে॥ কহিলেন ভৃগুঋষি বৃত্তান্ত আপন। সেই কথা স্থূলে কহি করহ শ্রবণ॥ বেদ বিধানাদি হয় যৎকালে প্রকাশ। রীত নীত প্রকাশিতে ভৃগুর প্রয়াস॥ ব্রহ্মার মানসপুত্র ভৃগু মহাজন। ইচ্ছিলেন কর্ম্ম কাণ্ড প্রকাশ কারণ॥ সর্ব্ব কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ জানিয়ে নিশ্চয়। ব্রহ্ম যজ্ঞ করিবার অন্তরে আশয়॥ যজ্ঞ হেতু ঘৃতাদি করিয়ে আহরণ। ঋষি মনি অনেকে করেন নিমন্ত্রণ॥ মরিচী অঙ্গিরা অত্রি পুলস্ত পুলহ। বশিষ্ঠ প্রচেতা ক্রতু বিনাপাণি সহ॥ ইত্যাদি অনেক ঋষি আইলা তথায়। বেদধ্বনি করি সবে বসিলা সভায়॥ ভৃগু ঋষি অভ্যর্থনা করিলা সকলে। বহু দ্রব্য যজ্ঞের আনিল যজ্ঞস্থলে॥ এক যোগে সভায় বসিয়ে সর্ব্বজন। করেন বিচার নানা

বিচক্ষণ গণ ॥ ভৃগু করিছেন প্রশ্ন সমীপে সবার। শুধাই সুযুক্তি কহ করিয়ে বিচার ॥ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তুল্য বস্তু হন। যজ্ঞ অগ্র ভাগ করি কাহায় অর্পণ ॥ বশিষ্ঠ কহেন শ্রেষ্ঠ বিষ্ণুকে বিচারি। অতএব অগ্রভাগ বিষ্ণু অধিকারি ॥ অঙ্গিরা কহেন শিব সর্ব্বমতে ধন্য। নহেন অগ্রাধিকারি শিব ভিন্ন অন্য ॥ মরিচী কহেন ব্রহ্মা শ্রেষ্ঠ সবাকার। যজ্ঞভাগ অধিকারি সর্ব্বাগ্রে ব্রহ্মার ॥ কহেন স্বমতে সবে যাহে প্রীত যার। ভৃগু ঋষি কহেন বুঝিব সার-দ্ধার ॥ যদাবধি প্রত্যাগতি আমার না হয়। অবস্থিতি সকলে করহ মম লয় ॥ সভামাঝে সভাস্থ সকলে বসাইয়ে। ব্রহ্মলোকে ঋষিবর উত্তরিলা গিয়ে ॥ ভৃগু উপনীত নিজ তাতের সদনে। নমস্কার না করিয়া বসিলা আসনে ॥ ব্রহ্মা কন কেন ভৃগু এমত দুর্ম্মতি। আমায় অমান্য কর না কর প্রণতি ॥ হইয়ে আমার পুত্র অন্যায় আচার। যোগ্য নহ এ সভার মধ্যে বসি-বার ॥ জানিলেন ভৃগুঋষি বিধাতার মর্ম্ম। হীন সত্ত্ব গুণ মাত্র কারি রজকর্ম্ম ॥ চরিত্র বুঝিতে ভৃগু ব্রহ্মার গোচর। মনে ভক্তি বদনে করেন কটূত্তর ॥ ভৃগু কন পিতা তুমি রজগুণাচারি। সত্ত্ব পদার্থে অরত অত্যন্ত সংসারি ॥ মান্যা-ধিক সে পুত্র যে পিতাধিক জ্ঞানী। যে বুঝে সে শ্রেষ্ঠ জেষ্ঠ কনিষ্ঠ না জানি ॥ তাহা শুনি ব্রহ্মার কম্পিত অঙ্গ ক্রোধে। অভিশাঁপ না করেন পুত্র অনুরোধে ॥ বিধি কন কিহেতু কুবুদ্ধি এত ঘটে। শৃগালের দর্প যেন সিংহের নিকটে ॥ বিড়াল যাদৃশি গণ্য ব্যাঘ্রের সদন। আমার নিকটে তুমি তাদৃশি গণন ॥ সাম্বু নামে ভৃত্য ছিল ব্রহ্মার গোচরে। ব্যঙ্গ করি অশ্বধ্বনি ন্যায় হাস্য করে ॥ তাহারে কহেন ভৃগু দুর্নীত হেরিয়ে। ব্যঙ্গ করি কর হাস্য সেবক হইয়ে ॥ থাকিবার যজ্ঞ তুমি নহ ব্রহ্মা স্থানে। জন্মহ অসুর কুলে আসুরীক জ্ঞানে ॥ অশ্বধ্বনি করিয়ে করিলে পরিহাস্য। অশ্বন্যায় ভাস্য হবে হবে অশ্ব আস্য ॥ শুনি ভয়ে সাম্বু কহে করিয়ে বিনয়। অধমের অপরাধ ক্ষেম মহাশয় ॥ বিপত্ত ঘটনা পূর্ব্বে বুদ্ধি হয় লোপ। সুবোধ হইয়ে কেন দাস প্রতি কোপ ॥ হইবে অসুর দেহ তাহাকেও পারি। হইবে ঘোটক মুখ হব কদাচারি ॥ সদয়ে কহেন ভৃগু না ভাবিহ দুঃখ ॥ অদ্যাবধি পবিত্র হইল অশ্ব মুখ ॥ যে করিবে অশ্বের বদনে করার্পণ। হইবে তাহার দেহ পবিত্র তৎক্ষণ ॥ অনেক বিনয় সাম্বু করেন ব্রহ্মায়। ব্রহ্মা কন মুক্ত হয়ে আসিবে হেথায় ॥ সাম্বুকে

ভৃগুর শাঁপ না হয় খণ্ডন। হয় মুখা হয় হয় ভয়ানক জন॥ জন্মিযে দিতির গর্ব্বে হয় মুখ ধরি। হয় গ্রীব নাম হয় রাজা মর্ত্ত্যোপরি॥ মহাবীর পরাক্রম ত্রিলোক উপরে। আসুরীক বুদ্ধে দেব দ্বিজে দণ্ড করে॥ জানে বেদাধীনে দেব দ্বিজ তেজস্কর। বেদ চুরি করি রহে সমুদ্র ভিতর॥ মীন কলেবর ধরি ব্রহ্ম মূলাধার। হয়গ্রীবে মারি হরি কারি বেদোদ্ধার॥ পরে আছে এ সকল বৃত্তান্ত বিস্তার। কালীকৃষ্ণ করে ভৃগু চরিত্র প্রচার॥

ভৃগুর বৈকুণ্ঠে গতি জয় বিজয়কে অভিশাঁপ।

তাল ঝাপতাল। ধর্ম্মাধর্ম্ম বুঝে মর্ম্ম কর্ম্ম কর মন আমার। ব্যবহার না তেজিবে হৈলে ভব সিন্ধু পার॥ বৈকুণ্ঠে জয় বিজয়, কেশবের দ্বারে রয়, ভৃগু শাঁপে দুই জন মর্ত্তে হয় দুষ্টাচার। নারায়ণ গৃহাচারি,ভৃগুপদ হৃদে ধারি;কৃপা করি দেহ হরি কালীকৃষ্ণে জ্ঞানাচার॥

পয়ার। ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মা আর ভৃগু গুণাকর। পিতা পুত্রে হইল বিস্তর কথান্তর। ভৃগুর মনের কথা বিধাতা জানিয়ে। করিলেন ক্রোধ ত্যাগ সন্তোষ হইয়ে॥ ভৃগু ঋষি বিনয়ে ব্রহ্মায় প্রণমিয়া। সভাতেজি চলিলেন তৎকাল উঠিয়া॥ মহা তেজঃস্কর ভৃগু ব্রহ্মারনন্দন। বৈকুণ্ঠে করেনগতি বিষ্ণুর সদন॥ হরির পুরীর দ্বারে দ্বারী প্রতি কন। ছাড় দ্বার যাইব শ্রীনাথের সদন॥ নাম জয় বিজয় বিষ্ণুর দুই দ্বারী॥ ঋষিকে রাখেন দ্বারে গমন নিবারি॥ নারায়ণে জিজ্ঞাসিয়া আসি ঋষিবর। আজ্ঞা দিলে যাইবেন হরির গোচর॥ শুনি মুনি সক্রোধে দোঁহায় দেনশাঁপ। মহীতে নভিয়ে জন্ম ভুঞ্জ গিয়া পাপ॥ আমি ভৃগু শর্ম্মা মনে না কর বিচার। হয়েছ বিষ্ণুর দ্বারী তাই অহঙ্কার॥ ত্রাসে জয় বিজয়ের কম্পিত হৃদয়। কহেন শ্রীনাথে গিয়া করিয়ে বিনয়॥ আসিতে চাহেন ভৃগু স্থলে আপনার। শ্রীমুখের আজ্ঞা বিনা নাহি ছাড়িদ্বার॥ মর্ত্তে জন্ম লহ গিয়ে ভৃগু দিলা শাঁপ। তদাজ্ঞায় রাখি দ্বার ইহাতে কি পাপ॥ কহেন বিজয়ে জয়ে জগতের স্বামী। না করি আসিতে বিপ্রে নিবারণ আমি॥ সতাচারি অনাচারি অবিজ্ঞ বিদ্বান। অবশ্য সে বিপ্র মম সম

মান্যবান॥ ব্রাহ্মণের বাক্যে হ্রাস বৃদ্ধি শশধর। ব্রাহ্মণের বচনে স্ব লবন সাগর॥ অনল শীতল যদি ভাস্কর পতন। ব্রাহ্মণের বাক্য কভু না হয় খণ্ডন॥ বিপ্র বাক্য ব্যর্থ করা মম সাধ্য নাই। নরলোকে জন্ম লহ গিয়ে দুই ভাই॥ কহে জয় বিজয় পাইয়ে অতি ত্রাস। কত দিনে বৈকুণ্ঠে আসিব তব পাস॥ লক্ষ্মীকান্ত কহেন শুনহ দুই জনা। মর্ত্তে গিয়ে শঙ্করে করহ আরাধনা॥ অন্য সাধনায় শীঘ্র সিদ্ধ না হইবে। তাহে সপ্ত জন্ম পর হেথায় আসিবে॥ শুনি সবিনয়ে দোঁহে কহে কৃষ্ণ প্রতি। জম্বুদ্বীপে জন্মিয়ে যন্ত্রনা পাব অতি॥ প্রধানত্ব থাকে যেন সবার সদন। যেন হই তব করে সমরে নিধন॥ শ্রীকান্ত কহেন মম স্বীকার তাহায়। তিন জন্ম শত্রু ভাব ভাবিহ আমায়॥ জন্মে জন্মে তেজঃস্কর হইবে দুর্জ্জয়। অবতীর্ণ হইয়ে করিব আমি ক্ষয়॥ অলঙ্ঘন ব্রহ্ম বাক্য ত্বরায় ফলিল। বৈকুণ্ঠ তেজিয়ে দোঁহে মহীতে জন্মিল॥ সত্য যুগে দৈত্যকুলে জন্মিয়ে দুর্জ্জয়। হিরণ্যাক্ষ হিরণ্য কসিপু নামদ্বয়॥ বরাহাবতারে নাশ হিরণ্যাক্ষ রিপু। নৃসিংহাবতারে নাশ হিরণ্য কসিপু॥ ত্রেতাযুগে রাক্ষসীর গর্ব্ভে তেজঃস্কর। দশানন কুম্ভকর্ণ দুই বীরবর॥ নারায়ণ হইয়ে শ্রীরাম অবতার। দশাননে কুম্ভকর্ণে করেন সংহার॥ শিশুপাল দন্তবক্র দ্বাপরেতে হয়। কৃষ্ণরূপ ধরি হরি বারি দোঁহে ক্ষয়॥ যুগে যুগে জগদীশএ সর্ব্বাবতার। রচিয়াছি খণ্ডে খণ্ডে করিয়ে বিস্তার॥ বরাহ নৃসিংহ এই দুই অবতার এই আদ্যখণ্ডে আছে একথা প্রচার॥ ভৃগুর চরিত্র কথা পবিত্রাতিশয়। জগতে প্রকাশ হেতু কালীকৃষ্ণ কয়॥

অথ ভৃগুঋষি শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করেন।

তাল আড়া। ভক্তিভাবে ভাব মন ভক্তাধীন ভগবানে। হয় মুক্তি চিত্তে তাঁরে পরম পদার্থ জ্ঞানে॥ মুখে ভজে চিরদিন, মনমধ্যে ভক্তিহীন, রুষ্টভাবে দয়াহীন নারায়ণ সে দুর্জ্জনে॥ কৃষ্ণ বক্ষে ক্রোধ ভরে, ভৃগু পদাঘাত করে, ভক্ত জানিয়ে অন্তরে হরি ধরিলা চরণে। কালীকৃষ্ণ হীন ভক্তি, অভাব সাধনা শক্তি অচেষ্টিত সার যুক্তি মুক্তি হইবে কেমনে॥

পয়ার। বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর দ্বারে ভৃগু গুণাকর। অন্তরে কুণ্ঠিত মুখে মাশ্চর্য্য বিস্তর॥ চলিলা বিষ্ণুর পাসে পূর্ণ কোপানলে। অনলের কোণা সর্ব্ব শরীরে নিকলে॥ কম্পে অঙ্গবাতে যেন কদলির পাত। করেন বিষ্ণুর বক্ষে চরণ আঘাত॥ কহেন করহ বিপ্রে নিবারণ দ্বার। বিষ্ণুত্ব পাইয়ে এত মাশ্চর্য্য তোমার॥ দয়াময় দ্রুতগতি গাত্রপান করি। বসাইলা ঋষিবরে সিংহাসনোপরি॥ করেন চরণ সেবা করিয়ে বিনয়। ক্ষেমহ আমার দোষ ঋষি মহাশয়॥ পাষান অধিক দেহ কঠিন আমার। হয়েছে বেদনা বড় চরণে তোমার॥ সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ মান্যবান পবিত্র ব্রাহ্মণ। না জানিয়ে করে দ্বারী অতি অকরণ॥ ব্রাহ্মণের কত গুণ কে বর্ণিতে পারে। ব্রাহ্মণের অসাধ্য কি আছে ত্রিসংসারে॥ ক্রোধ যুক্তা হন লক্ষ্মী দেখি সে সকল। মৃগাক্ষ ইক্ষণ হয় আরক্ত কমল॥ অন্তরে করেন চিন্তা হেরি বিপরীত। ব্রাহ্মণ হইয়ে ভৃগু করিল কুনীত॥ পদাঘাত করে প্রাণ নাথের হৃদয়ে। তথাচ সদয় হরি সাধেন বিনয়ে॥ ব্রাহ্মণের এত মান করিলেন বৃদ্ধি। পরে সৃষ্টি না রহিবে হইবে অসিদ্ধি॥ যুগে যুগে পাপ বৃদ্ধি পুণ্যক্ষয় হবে। কলিযুগে এক পাদ পুণ্য মাত্র রবে॥ নানামত অপরাধ নরের হেরিবে। বজ্রাঘাত ন্যায় বাক্য আঘাত করিবে॥ লঘু পাপে গুরু দণ্ডে সৃষ্টি হবে হত। কহেন ভুবনমই ভাবি ভবিষ্যত॥ ভৃগুঋষি কেন তব কুনীত এমন। করিলে কৃষ্ণের বক্ষে আঘাত চরণ॥ জগন্মঙ্গলা কারি অনাদি ঈশ্বর। অসীমা মহিমা হরি দয়ার সাগর॥ অল্পদোষে এত তেজ এ স্থলে প্রকাশ। করিতে পারহ তুমি সকল বিনাশ॥ ইহাতে উচিত দণ্ড উপযুক্ত হয়। কালে কালে ব্রাহ্মণের তেজ হবে ক্ষয়॥ কলিকালে ব্রাহ্মণের সর্ব্ব তেজ লোপ। খলু বাক্য ব্যর্থ যাবে ব্যর্থ হবে কোপ॥ অতি তেজে ঈশ্বরে এমত হীন জ্ঞান। নীচ লোকে বিপ্রের করিবে অপমান॥ রত রবে অধর্ম্মে বিরত সতাচারে। অনাদরে সংসারে বুলিবে সর্ব্বদ্বারে॥ নীচ কর্ম্মাচারি হবে পাপযুক্ত দেহ। যে রবে স্বধর্ম্মে হরে লক্ষ্মী ত্যাগি সেহ॥ ভৃগু কন কমলা না প্রবেশি এ ভাবে। বৃথা অভিশাঁপ দিলে রমণী স্বভাবে॥ যেই কালে হইবে বিপ্রের অপমান। নীচালয়ে লক্ষ্মী তুমি রবে অধিষ্ঠান॥ উভয়ে উভয় প্রতি অভিশাঁপ দিলা। অন্তরে হাসেন কৃষ্ণ প্রকাশিতে লীলা॥ কহেন কমলা প্রতি করুণা সাগর। অভিশাঁপ করিলে না বুঝে পূর্ব্বাপর॥ ব্রাহ্মণে করিলে

ছন্ন হইয়ে উতলা। ভৃগুর মনের কথা না জান কমলা॥ ব্রাহ্মণে আমায় কভু না ভাবিহ ভেদ। যদি ভিন্ন ভাব তবে মিথ্যা হবে বেদ॥ ব্রাহ্মণের অপমানে মম অপমান। সে অজ্ঞান যে করে সামান্য বিপ্রে জ্ঞান॥ এসো এসো পদ-সেবা করি দুই জনে। নতুবা কলঙ্ক মম রবে ত্রিভুবনে॥ অজিত বল্লভা শুনি সলজ্জিতা হন। সেবেন ভৃগুর পদ লক্ষ্মী নারায়ণ॥ প্রেমেপূর্ণ ভৃগু ধন্য মানেন আপনে। ব্রহ্মজ্ঞানী কহিছেন ব্রহ্ম সনাতনে॥ তুমি অনাদির আদি তুমি বিশ্বরূপ। তোমাতে সকল সর্ব্ব তোমার স্বরূপ॥ পঞ্চভূতে আত্মা দেহ তুমি পঞ্চ ভূত। যে যে কর্ম্ম করে কর তুমি হে অচ্যুত॥ হইয়াছ লীলা খেলা হেতু রিপু ছয়। রিপুবসে ভ্রমণ করিছে জীব চয়॥ করিয়াছ ধর্ম্মাধর্ম্ম বিধান অশেষ। ভ্রমিছে হইয়ে মন তাহাতে প্রবেশ॥ ধর্ম্মাধর্ম্ম ফলাফল করি বিবেচনা। এই মর্ম্মে কর্ম্ম করে শিষ্ট সর্ব্বজনা॥ ধর্ম্ম জ্ঞাত তথাচ অধর্ম্ম দুষ্টে করে। সে সকল তদেচ্ছায় ত্রিবিশ্ব উপরে॥ ইহা না করিলে সৃষ্টি হইত অচল সকলি তোমার কর্ম্ম তুমি হে সকল॥ তুমি ভোগাভোগ শোকা শোক রোগা রোগ। স্বনিয়মে সর্ব্বদেহে করিতেছ ভোগ॥ নিয়মের বৈলক্ষণ্য যে জীবের হয়। পঞ্চভূত করে গতি স্পন্দন না রয়॥ অনল মৃত্তিকাদিতে দেহ ক্ষয়পায়। পাপ পুণ্য ভোগ তবে কে করে কোথায়॥ ধর্ম্মাধর্ম্ম সুখ দুঃখ মনের ভিতর। তদেচ্ছায় বুঝিতে না পারে চরাচর॥ কে আমি চরণাঘাত করিলাম কায়। তুমি সর্ব্ব হইতেছে সর্ব্ব তদেচ্ছায়॥ বলিতেছি কিন্তু বিস্মরণ ক্ষণে ক্ষণে। ব্রহ্মা মুগ্ধ মায়ায় কি কব অন্য জনে॥ ইসত করিয়ে হাস্য কহেন ঈশ্বর। ভৃগু তুমি তত্ত্বজ্ঞানী সকল গোচর॥ যাহা যাহা কহিলে এমত জ্ঞান যার। দেহ আদি অভেদ সে জনায় আমায়॥ সর্ব্ব জ্ঞানামায় সর্ব্ব আমায় অর্পণ। সার তত্ত্ব সেই জ্ঞাত নিগূঢ় কথন॥ এক বিষ্ণু সর্ব্বময় হেন জ্ঞান যার। ধর্ম্মাধর্ম্ম সে না জানে মুক্ত দেহ তার॥ হেন জ্ঞান হেতু আমি তব দেহে আছি। তোমার চরণ চিহ্ন হৃদে ধরি আছি॥ লক্ষ্মী নারায়ণে ভৃগু করেন বিনয়। নেত্রদ্বয়ে ঝর ঝর প্রেমধারা বয়॥ বহু স্তুতি বিনয় করিয়ে অনুক্ষণ। বৈকুণ্ঠ তেজিয়ে ভৃগু করেন গমন॥ ভক্তরূপি ভগবান ভৃগুতে প্রমাণ। কি বুঝিবে দ্বিজকালী কৃষ্ণ হীন জ্ঞান॥

ভৃগুর অনীত বাক্যে শিবের ক্রোধ বিষ্ণু কর্তৃক ভৃগুর ত্রাণ প্রাপ্ত।

তাল কয়ালি। নিরাকারে পঞ্চাকার এক ব্রহ্ম গণি। হরি হর দিনেশ গণেশ ত্রিণয়নি॥ শুনিয়ে ভৃগুর বাণী, ক্রোধযুক্ত শুলপানি, দংশেন হইয়ে ফণি, ঝাড়েন আপনি॥ লীলাহেতু বস্ত্র শ্রেষ্ঠ;আত্মারাম উপবিষ্ট,এনা বুঝে কালীকৃষ্ণ, সর্ব্ব একাকিনী॥

পয়ার। বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়ে ভৃগু চলিলা ত্বরিত। কৈলাসে শিবের স্থলে আসি উপনীত॥ না করিলা ঋষিবর শিবে স্তুতি নতি। কোপদৃষ্ট শঙ্কর করেন ভৃগু প্রতি॥ ব্রহ্মার সাদৃশ তেজ ভৃগুতে প্রকাশ। নাশকের কোপদৃষ্টে না হইলা নাশ॥ ক্রোধ হেরি হরের জানিলা ঋষিবর। পূর্ণ তম গুণ যুক্ত ভোলা মহেশ্বর॥ ভৃগু কন ভবে দেখি পাগলের মত। ভূত প্রেতাদির প্রতি স্নেহ অসঙ্গত॥ আইলাম সন্নিধানে অভ্যর্থনা নাই। কি বুঝিয়ে কর ক্রোধ ভাবিতেছি তাই॥ কাত্যায়নি কাছে বসি কিছুই না কয়। পতি ভাঙ্গ খায় তবু স্নেহ অতিশয়॥ আগতে সাগত বাক্য না কর প্রচার। অন্যায় শরীরে সহ্য না হয় আমার॥ ত্রিণয়না কহ তব কিসের মাশ্চর্য্য। ভোলাপতি ভিক্ষা করে ইন্দ্রে দিয়ে রাজ্য॥ আমি ভৃগু শর্ম্মা তুমি জানিয়ে জাননা। না বুঝে চরিত্র চিত্ত আমায় মাননা॥ ভাঙ্গড়ের ভার্য্যা তুমি বুদ্ধি তদপ্রায়। তিন নেত্রধর তবু না দেখ আমায়॥ শিবের হাড়ের মালা ভস্মমাখা গায়। ব্যাঘ্র চর্ম্ম পরিধান সর্পবেড়া তায়॥ মস্তকে বেষ্ঠিত জটা বলদ বাহন। অন্নাভাবে নানা দ্বারে করেন ভ্রমন॥ ভর্ত্তাতব ভাঙ্গি ভূত প্রেত পতি ভব। থাকিয়ে ভোলার সহ ভোলামন তব॥ গাল কর বাদ্য শুনে ভোলা ভুলে যায়। কুবেরে সম্পদ দিয়ে ভিক্ষা করি খায়॥ যে বলে মা তারা তার স্বর্ণপুরে বাস। কৈলাস কানন মধ্যে তোমার নিবাস॥ ভদ্রা ভদ্র না বুঝিয়ে সবে সম স্নেহ। না ছাড়িব বুঝিব কঠিন কত দেহ॥ গুণময়ি ভক্তের শুনিয়ে সে উত্তর। অন্তরে করেন হাস্য সর্ব্ব সুগোচর॥ শুনিয়ে সক্রোধে শিব ত্রিশুল ধরিয়ে। ভৃগুকে বিনাশ হেতু চলিলা ধাইয়ে॥ মহেশ্বরী শঙ্করে করেন নিবারণ। কেমনে করহ ইচ্ছা নাসিতে ব্রাহ্মণ॥ সদর্থ ভৃগুর চিত্তে আছে সার ভক্তি। গুণ বুঝিবার হেতু

করেন কুউক্তি॥ কোপানলে বিহ্বোল না শুনেন সে বাণি। ভৃগু প্রতি ধাবমানা শিব শুলপাণি॥ ভৃগুঋষি হেরিয়ে করেন পলায়ন। চলিলেন ভৃগুর পশ্চাতে ত্রিলোচন॥ ভাবিছেন ঋষি বড উৎপাত বাড়িল। চরিত্র বুঝিতে এসে বিপদ ঘটিল॥ নাসক না মানিলেন বচন আদ্যার। হরির নিকট ভিন্ন না হেরি নিস্তার॥ বৈকুণ্ঠে করেন গতি উৎকণ্ঠিত মনে। উপনীত ত্বরীত শ্রীনাথের সদনে॥ তথায় ত্রিশুল করে হর উপনীত। উমাপতি প্রতি কন শ্রীপতি ত্বরীত॥ ক্রোধ ভরে ভৃগুর পশ্চাতে কেন গতি। অন্তকর্ত্তা কন ভৃগু অত্যন্ত দুর্ম্মতি॥ আমায় দুর্ব্বাক্য কহে যাইয়ে কৈলাস। ত্রিশুল আঘাতে আজি করিব বিনাশ॥ হাস্য করি কন হরি একি হেরি ভব। হর্ত্তা কর্ত্তা হেতু বুদ্ধি সুদ্ধি হত তব॥ ভৃগুঋষি ভাক্ত নহে ভক্ত সাধনায়। ভাব বুঝিবার হেতু ভ্রমিয়ে বেড়ায়॥ মনে অতি ভক্তি করে বাহ্যে অনাচার। ভৃগু পদ চিহ্ন দেখ হৃদয়ে আমার॥ নাশ কর্ত্তা ভোলানাথ ভূত সহ বাস। ভক্তকে নাশিতে চাহ না বুঝে নির্যাস॥ শুনি সলজ্জিত শিব গুণধাম স্বীয়। সে ক্রোধ বিনাশ ক্রোধ উপজে দ্বিতীয়॥ উমাকান্ত কহেন শ্রীকান্তের সদন। করিলে হে নিন্দা আমি নাশক কারণ॥ হইবে কলির শেষে কল্কী অবতার। এক কালে সর্ব্বজীবে করিবে সংহার॥ কার সাধ্য বুঝিবে চরিত্র ঈশ্বরের। হইয়ে রহিল এই শক্র বিনাশের॥ সত্য ত্রেতা দ্বাপরে ঈশ্বর নানাকার। হইলে কলির শেষ কল্কী অবতার॥ কহিলেন ভবিষ্যত আগম কারক। কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যে তারহে তারক॥

যজ্ঞস্থলে ক্ষত্রিয়কে ভৃগুর অভিশাঁপাদি।

তাল আড়া। সকল মানসে যার তিনি সর্ব্ব গতি মতি। লীলা
হেতু পরাৎপর অনাকারে নানা কৃতি॥ যত জাতি জীব চয়,
সে ইচ্ছায় হয় লয়, এক ব্রহ্ম সর্ব্বময় সর্ব্বভূতে একাস্থিতি॥
ক্ষত্রিয়ের রাজ্যভার, বিপ্রের বেদাধিকার, সংপ্রতি ইচ্ছায় তাঁর
কালীকৃষ্ণের দুর্গতি॥

দীর্ঘত্রিপদী। বৈকুণ্ঠেতে বারবার, হরি হরে শিষ্টাচার, আপনার স্থলে গেলা হর। মনে অতি আনন্দিত, নিজ স্থলে ত্বরান্বিত, উপনীত ভৃগুঋষি

বর ॥ তিন দিন যে কারণ, বিলম্ব সে বিবরণ, কহিলেন ঋষিগণ প্রতি। ব্রহ্মা রজ গুণযুক্ত; শিব তম গুণে ভূক্ত, সত্ত্বগুণ যুক্ত লক্ষ্মীপতি ॥ অন্য নাস্তি তুল্য তেন, অতএব পাইবেন, নারায়ণ যজ্ঞ অগ্রভাগ। বিষ্ণু তিনি যজ্ঞেশ্বর অগ্রভাগার্পণ কর, ইথে কার না রবে বিরাগ ॥ ভৃগু কৈলা নিমন্ত্রণ, বিধি বিষ্ণু ত্রিলোচন, সুরগণ আইলা সকলে। বিপ্র বৈশ্য ক্ষত্রি শূদ্র, চারি জাতি ভদ্র ভদ্র, উপস্থিত সেই যজ্ঞস্থলে ॥ বেদ বিধানাদি মত, ব্রহ্ম যজ্ঞে ঋষি রত, সমস্ত করিয়ে আয়োজন। দেন করি সমাদর, বিধি বিষ্ণু মহেশ্বর, গলোপর মাল্য সচন্দন ॥ যত দেব দ্বিজ গণে, তোষেন মাল্য চন্দনে, দুঃখি মনে ক্ষত্রি বৈশ্য শূদ্র। ব্রহ্মার পুত্র সবারা, মান্য দ্বিজ দেবতারা, নীচকি আমরা বলে ক্ষুদ্র ॥ ব্রাহ্মণের রাজ্যভার, বিপ্রের বেদাধিকার, এ সংসার দ্বিজের সাশন। করিলা ঈশ্বর জেষ্ঠ, ব্রাহ্মণ সকলে শ্রেষ্ঠ, অপকৃষ্ট ক্ষত্রি আদি গন ॥ এই কর্ম্ম অবিচার, মনদুঃখে বারম্বার, বিধাতার প্রতি নিন্দা করে। ক্ষত্রি সমরে দুর্য্যহ, বৈশ্য শূদ্র গণ সহ, সমূহ উঠিল ক্রোধভরে ॥ যত যজ্ঞস্থলে দ্রব্য, লণ্ড ভণ্ডে রত সর্ব্ব, হেরি গর্ব্ব ভৃগু ক্রোধে কন। ক্ষত্রিয়ের কূলে জন্ম, হীন জ্ঞান ধর্ম্মা ধর্ম্ম, এ কুকর্ম্ম ইচ্ছাতে কারণ ॥ আমার নামে শ্রীহরি; ক্ষত্রি হন্তা রূপধরি, মর্ত্তোপরি নিক্ষত্রি করিবে। পুনঃ বংশ অবভংশ, হইলে হইবে ধংশ, ক্ষত্রি বংশ কভু না রহিবে ॥ ক্ষত্রিয় গন শুনিয়ে, ক্রোধে কহিছে গর্জ্জিয়ে, প্রলয়ে উথলে যেন সেতু। ক্ষত্রি কূল ক্ষয় হবে; নাশিব ব্রাহ্মণ সবে, ভয় তবে করিব কি হেতু ॥ কহেন চতুরানন, না করহ অকরণ, ধর্ম্মহীন বাদে বিপ্র সহ। ক্ষত্রিগণ কন স্তবে, পৃথিবী নিক্ষেত্রি হবে, বংশ তবে রবে কিসে কহ ॥ কহি ছেন স্বাহাস্বামী, স্থাপন করিব আমি, ক্ষত্রি কূল এ ভূমি ভিতর। লঘুপাপে গুরু দণ্ড, এ তেজ করিব খণ্ড, দিব দণ্ড ব্রাহ্মণ উপর ॥ শুন চতুবর্গ সবে, অদ্যা বধি ভবার্ণবে, রাজা হবে ক্ষত্রি মহাবল। পালন সাশন রাজ্য, এ নহে বিপ্রের কার্য্য, হীন ধৈর্য্য ব্রাহ্মণ সকল ॥ ব্রাহ্মণের ছিল রাজ্য, অদ্যাবধি এই ধার্য্য, রাজ কার্য্য কারক ক্ষত্রিয়। সুবিচারে সুপালনে, সুখে রবে প্রজা গণে; নীতি জ্ঞানে বলে ক্ষত্রি সীয় ॥ হইবে ব্রহ্মাণ্ড যই, ঈশ্বর ইচ্ছায় কই, বসে ঐ জগতের স্বামী। ক্ষত্রিগণ ক্ষন্ত মনে, হাসিছেন মনে মনে, তথা

স্থানে হরি অন্তর্যামি ॥ ভবিষ্যতে হবে যাহা, ভূতে উপস্থিত তাহা; সর্ব্বস্পৃহা ঈশ্বরের মনে। ত্রেতায় পালন কারি, ভৃগুরাম নাম ধারি,নাশকারি সর্ব্ব ক্ষত্রি গণে ॥ পুনরায় ক্ষত্রি খ্যাত বিপ্রের ঔরষ জাত, গর্ব্ভজাত ক্ষত্রিয় ভার্য্যার। কহিলাম জগতের, রাজ্যভার ক্ষত্রিয়ের, ব্রাহ্মণের তপস্যা আচার ॥ ত্রেতাযুগে সারাৎসার, লীলাকারি চমৎকার: সে কথার এই মূল স্থূলে। ভৃগু চরিত্র উৎকৃষ্ট, কহে দ্বিজ কালীকৃষ্ণ, হই তুষ্ট কৃষ্ণ অনুকূলে ॥

অথ ব্রাহ্মণ প্রতি ক্ষত্রিয় আদির
অভিশাঁপ।

তাল আড়া। তেজিয়ে অনিতাচার রত রহ সতাচারে। যে রত স্থবিত নিতে কৃপান্বিত হরি তারে॥ নারায়ণ পরায়ন; গণের রাখিতে মান, নানাকার নিরঞ্জন হইলেন বারে বারে। পাইয়ে উত্তম কুল, কালীকৃষ্ণের স্থূলে ভূল, ভিন্ন কৃষ্ণ অনুকূল আকুল অকুল পাথারে ॥

পয়ার। ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ লীলা সব আদ্য মূল। ভৃগু যজ্ঞে সর্ব্ব সূত্র কহি তাহা স্থূল ॥ যদ্বিধান যজ্ঞ করিছেন ঋষিগণ। করেন যজ্ঞাগ্র ভাগ বিষ্ণুকে অর্পণ ॥ পর পরপাত্র বুঝে করেন অর্পণ। করিলেন ভূরি ভোজনের আয়োজন ॥ চব্য চস্য লেহ্য পেয় দ্রব্য উপস্থিত। বশিষ্টাদি ঋষি কন শুন রীতি গীত ॥ চারিবর্ণে এক যোগে করণ আহার। এ সকল ব্যবহার অতি অনাচার ॥ চতুবর্ণে নানা ব্যবহারে নানাজাতি। ব্যবহার আহার স্বজাতি সহ জাতি ॥ উচিত এমত অদ্য অবধি আচার। কহি শুন সবে আর এক ব্যবহার ॥ শ্রেষ্ঠ দ্বিজ দ্বিজ ভিন্ন অন্য অন্য জন। ব্রাহ্মণের ভোজনান্তে করিবে ভোজন ॥ দেবঋষি ব্রহ্ম ঋষি মুনি তথা যত। এযুক্তিতে সকলের হইল সম্মত ॥ তর্ক করি এক চক্রে যত বিপ্রগণ। সকলে রাখিয়ে অগ্রে করেন ভোজন ॥ দেখি ক্ষত্রি বৈশ্য শূদ্র গণ ক্রোধে কয়। বিপ্রগণ অপমান করে অতিশয় ॥ অতি ক্রূর দ্বিজ জাতি কভু নহে বিজ্ঞ। আমাদের অপমান হেতু করে যজ্ঞ ॥ ক্ষত্রি বৈশ্য শূদ্র মধ্যে শ্রেষ্ঠ তিনজন। কহে শুন পরমন্দ কারি বিপ্রগণ ॥ নিমন্ত্রিয়ে আনিয়ে করিলে অপমান। তোমাদের আমাদিগে অতি হীনজ্ঞান ॥ ব্রহ্মার শরীরে জন্ম ক্ষত্রি

শূদ্র বৈশ্য। বিপ্রে অভিশাঁপ দিব ফলিবে অবশ্য॥ ক্ষত্রি কহে অপমান করিলে যে মন। কলিকালে সর্ব্বদ্বারী হইবে ব্রাহ্মণ॥ সর্ব্বস্থলে অর্থ অন্ন প্রয়াসি হইবে। সর্ব্বজাতি অপমান বিপ্রের করিবে॥ বৈশ্য বলে অপমান করিলে যেমন। কলিতে স্বধর্ম্মত্যাগী হবে বিপ্রগণ॥ তেজেতে করিলে সবে এতেজ প্রকাশ। কালেং ক্রমে ক্রমে হবে তেজ নাশ॥ শূদ্র কহে অপমানে দেহ জ্বালাতন। সমুচিত অভিসপ্ত করিব অর্পণ॥ কলিতে দ্বিজের জাতি বিবেচনা যাবে। সকল জাতির সহ এক পাত্রে খাবে॥ পাইলে উচ্ছিষ্ট অন্ন চণ্ডাল আদির। সমাদরে খাবে বিপ্র কহিলাম স্থির॥ শুনিয়ে ব্রাহ্মণ গণ কম্পিয়ে উঠিল। অকস্মাত বজ্রাঘাত অভিশাঁপ দিল॥ শূদ্র বেটা যে কথাটা করে উচ্চারণ। চণ্ডালের হীন পরে হইবে ব্রাহ্মণ॥ ক্রমে ক্রমে ছিন্ন ভিন্ন হবে বিপ্রকুল হবে ব্রাহ্মণের তেজ মানাদি নির্ম্মূল॥ অনোচিত অভিশাঁপ করিল ব্রাহ্মণে। না রাখিব ক্ষত্রি বৈশ্য শূদ্র সর্ব্বজনে॥ কোপানলে ভস্মরাশি করিব সকলে। ত্রিকুল নাশিতে বিপ্র সাগর উথলে॥ শ্রীপতির সন্নিধানে সৃষ্টিপতি কন। অভিসপ্ত অন্যায় করিল তিন জন॥ অভিশাঁপে তিন জাতি ভস্মরাশি হবে। কষ্টে শ্রেষ্ঠে সৃষ্টি কেন করিলাম তবে॥ সে কথা শুনিয়ে কন ব্রহ্ম সনাতন। অভিশাঁপ অন্যায় করিল তিন জন॥ বিষম হেরিয়ে মনে করিয়ে মন্ত্রণা। ঋষি মনি গণে বিষ্ণু করেন সান্ত্বনা॥ যে যে অভিশাঁপ দিল চিন্তা কি তাহার। ক্রোধ ত্যাগ কর শুন বচন আমার॥ কহিল ব্রাহ্মণ সবে সর্ব্ব দ্বারী হবে। তেজিবে আপন ধর্ম্ম তেজাদি না রবে॥ ব্রাহ্মণের দুরবস্থা ঘটিলে এমত। চিরকাল বিপ্রতেজ রবে অন্তর্গত॥ অবদ্য সবদ্য বিপ্র নির্দ্দোষি বিরোধি। সকল আমার তনু তুল্য অদ্যাবধি॥ ব্রাহ্মণের রীতি নীতি অশেষ প্রকার। কহিল যে নাশ হবে সকল আচার॥ কহিল না রবে মান হবে অপমান। নীচ গামী হইবে হইবে অবিদ্যান॥ মম বাক্যে অনাচার হইবে খণ্ডন। সপ্রণবে যে করিবে শ্রীবিষ্ণু স্মরণ॥ অপমান বিপ্রের করিবে যে যে জনা। ঐহিক প্রার্থিকে তার ঘটিবে যন্ত্রণা॥ নীচ গমনাদি যত ব্যবহার কর্ম্ম। ত্রিসন্ধ্যা করণে যাবে সকল অধর্ম্ম॥ যৎকিঞ্চিত পঠনে হইবে অধ্যাপক। প্রশংসিত সে বিদ্যায় জগৎ ব্যাপক॥ দিনান্তে গায়ত্রী যদি জপে এক বার। শরীরে ব্রহ্মণ্য দেব না তেজিবে তার॥ ধর্ম্ম হীন দ্বিজ হবে অতি ধনবান। করিবে

সকল জাতি তাহার সন্মান॥ কহিল যে ব্রাহ্মণ সকল জাতি সহ। এক যোগে ভোজন করিবে অহ রহ॥ কহিল চণ্ডালাদির উচ্ছিষ্ট ভোজন। সমাদরে করিবে সকল দ্বিজগণ॥ পরম উপায় আছে চিন্তা কি তাহার। হইব সাগর কূলে বদ্ধ অবতার॥ তথা ষোল ক্রোশ যুড়ি হবে সিদ্ধ স্থল। দরশন হেতু জাতি যাইবে সকল॥ সে শ্রীক্ষেত্রে অন্নক্ষেত্র পুণ্যস্থল ধন্য। প্রসাদ বিকাবে তথা অন্ন ব্রহ্ম গন্য॥ সর্ব্বজাতি ভোজন করিবে এক পাতে। সবেদিবে প্রসাদ সবার মুখে হাতে॥ কি অন্য সে অন্ন যদি গ্রাস করে স্বানে। সে প্রসাদ দেবতা খাইবে ব্রহ্মজ্ঞানে॥ জাতি গেলে প্রসাদ খাইয়ে জাতি পাবে। শরীর নির্ম্মল হবে পাপ দূরে যাবে॥ দরশন যে করিবে শ্রীক্ষেত্রে শ্রীমুখ। প্রার্থিকে পরম গতি ইহকালে সুখ॥ উক্ত শাঁপে সকলের উপজিবে ফল। মম বাক্যে চিন্তা দূর করহ সকল॥ হরিষ বিশাদ যুক্ত সর্ব্বঋষি গণ। বদ্ধাবতারের এই আদ্য বিবরণ॥ বিধিমত ভৃগুর সে যজ্ঞ সমাপণ। সকলে অপূর্ব্ব করি করান ভোজন॥ রাখেন সবার মান মান্য যে যেমন। স্বস্বস্থানে গমন করেন সর্ব্ব-জন॥ ভৃগু কন ঋষিগণ শুনিলে নিশ্চয়। শ্রেষ্ঠাবতারের সূত্র যজ্ঞ সূত্রে হয়॥ ঋষিগণ কন তুমি পরম পবিত্র। প্রফুল্ল জীবন শুনে তবাদি চরিত্র॥ তোমার বদনে স্ফুরে বচন অমৃত। শ্রবণে পিবনে সদা সকলের প্রীত॥ দেবতার হিত হেতু নাসিতে দানবে। নানা অবতার হরি হইলেন ভবে॥ সকলের সার কথা ব্রহ্মতত্ত্বে ধার্য্য। জগতে প্রচারে কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য॥

দিতির প্রতি শক্তির অভিশাঁপ এবং অদিতির বরপ্রাপ্ত্যাদি।

তাল পোস্তা। অভাজন মন মিছে কেন কর নানা স্পৃহা। যা আছে তারার মনে অবশ্য হইবে তাহা॥ এসেছ এ ভবার্ণবে, সকর্ম্ম ভুঞ্জিতে হবে, বাসনা পূর্ণ অভাবে, মিছে করিতেছ হাহা॥ ভজ সদা পরমিষ্টে; ক্রিপাময় কৃপাদৃষ্টে, কালীকৃষ্ণের অদৃষ্টে করুণ কর্ত্তব্য যাহা॥

পয়ার। ভৃগু কন দেবাসুর কস্যপ নন্দন। দৈত্যগণ দুর্জ্জন সজ্জন দেবগণ॥ দানব নাসিতে ব্রহ্ম নানা অবতার। যাহা জানি সে সকল করিব প্রচার॥

ভৃগুর সমীপে সর্ব্ব ঋষিগণ কন। মনের সন্দেহ অগ্রে করহ ভঞ্জন॥ দেবতা অসুর সবে কস্যপ নন্দন। অসুর অধর্ম্মাচারি হয় কি কারণ॥ রমণী অদিতি দিতি সতী ধন্য গণ্য। দিতির গর্ব্ভের দোষ হইল কি জন্য॥ কহিছেন ভৃগু ঋষি অপূর্ব্ব কথন। ক্রমে ক্রমে কহি সবে করহ শ্রবণ॥ দিতি সতী অদিতির শত্রুতা আচরে। মধ্যাকালে পতিস্থলে পুত্র বাঞ্ছা করে॥ অসময়ে অগ্রে করে সন্তান আশয়। কস্যপের শাঁপে তার গর্ত্ত দোষ হয়॥ বিশেষ ইহার পূর্ব্বে অম্বিকার শাঁপে। দিতির গর্ব্ভের দোষ হয় মহাপাপে॥ অভিশাঁপ দিতিকে আদ্যার যে কারণ। তাহার বৃত্তান্ত কহি করহ শ্রবণ॥ এক দিন সন্তোষে কস্যপ তপোধন। শিব শক্তি দরশনে করেন গমন॥ চলিল অদিতি দিতি পতির সংহতি। তিন জনে কৈলাসে উত্তরে শীঘ্রগতি॥ করেন দুয়ের তিনে চরণ বন্দন। করিছেন উভয়ের সজ্জা নিরীক্ষণ॥ শিবের সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম ভালে অগ্নি জ্বলে। পশুচর্ম্ম পরিধান অস্থি মালা গলে॥ খাইয়ে ধুস্তুরা ভাঙ্গ সর্ব্বদা অলস। ফণিগুলা জটা বেড়ি করে ফঁস ফঁস॥ রুদ্রানি রুদ্রের বামে পরিয়ে বাকল। গলে করে মালা রুদ্ররাক্ষের সকল॥ সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত ভস্মে এলো থেলো কেশা। পাগল বেশীর বামে পাগলিনী বেশা॥ ভূত প্রেত দানা দক্ষ ভ্রকুটি করিয়ে। করতালে নাচে ভাল গাল বাজাইয়ে॥ আবদার করে কেহ আদ্যার গোচর। পুত্র ভাবে কার্ম্মদা করেন সমাদর॥ আদ্যা অনাদির ভাব কিছু না বুঝিয়ে। ওমা একি বলি দিতি উঠেন হাসিয়ে॥ মা বলি করেন ভক্তি বিধি বিষ্ণু যায়। মাতা বলে ভূতাদিতে স্নেহ সুতন্যায়॥ দিতি প্রতি শিবানী কহেন করি ক্রোধ। অহঙ্কারে আমারে করিলি হীন বোধ॥ হেরিয়ে আমার বেশ দুর্ভাগা ভাবিলি। ভূত প্রেতে মাতা বলে এজন্য হাসিলি॥ যত পুত্র গর্ব্ভে তোর হইবে উৎপতি। অনাচারি ধর্ম্মহীন অত্যন্ত দুর্ম্মতি॥ অনাদর সর্জ্জনে দুর্জ্জনে অতি স্নেহ। করিয়ে হইবে নাশ না রহিবে কেহ॥ শাঁপ শুনি দিতি অতি দুঃখিত অন্তরে। অদিতি বিস্তর স্তুতি অম্বিকায় করে॥ ওমা আদ্যা অপর্ণা অন্নদা ঈশজায়া। জ্ঞান জ্ঞান দাত্রী বিশ্ব কর্ত্রী মহামায়া॥ তদেচ্ছায় ভোগাভোগ রোগারোগ শোক॥ তদেচ্ছায় সর্ব্বকর্ম্ম করে তিনলোক॥ তুমি যা বলাও তাই তিন লোক রটে। অপ্রকটে পরমাত্মা তুমি সর্ব্ব ঘটে॥ তুমি জ্ঞান তুমি প্রাণ তুমি আত্মা মন। সৃজন পালন ক্ষয় তোমার

করণ॥ ভেবে ভবিষ্যত কর বর্ত্তমানে তাহা। দিতির কি দোষ হবে তব ইচ্ছা যাহা॥ শুনিয়ে মিনতি স্তুতি তুষ্ট ত্রিনয়না। কহেন অদিতি প্রতি জানিয়ে কামনা॥ তুমি সুলক্ষণা কন্যা গুণবতি সতী। হইবে তোমার পুত্র ভাগ্যবান অতি॥ সুবিচারি সত্যাচারি হইবে সকল। পুণ্যবল প্রবল হইবে মহাবল॥ শান্ত দান্ত গুণবন্ত অত্যন্ত প্রমাণ্য। হইবে অমর তায় উৎকৃষ্ট প্রাধান্য॥ শুনিয়া অদিতি স্তুতি করে বারম্বার। সকলি হইতে পারে ইচ্ছায় তোমার॥ খলমতি দিতি করে মিনতি তারায়। ক্ষেমঙ্করি ক্ষেন্ত হও ক্ষেমিয়ে আমায়॥ ভাগ্যদোষে অধিনীর দুর্ম্মতি হইল। তোমারে করিয়ে ব্যঙ্গ বিপদ ঘটিল॥ সন্তান জন্মিয়া হবে কুকর্ম্মে বিনাশ। তবে কেন বৃথা মম জীবনে প্রয়াস॥ এভাগ্য হিনির ভাগ্যে তারা যা করহ। সদয়ে এ দুঃখিনির দুদ্দশা হরহ॥ অশেষ মিনতি স্তুতি করিল আত্মায়। পরিধির বস্ত্র ভিজে আঁখির ধারায়॥ শিবে কন অথ শুন বচন আমার। তথাচ দিতেছি বর বিনয়ে তোমার॥ তব পুত্র রাজা হবে উপর সবার। পরাক্রমে সবে হবে জই ত্রিসংসার॥ সকাতরে দিতি করে শঙ্করে বিনয়। মনঃদুখ কুকনাশ প্রভু মৃত্যুঞ্জয়॥ দিনাধীন দিগম্বর শিব দয়াময়। আশুতোষ উমাপতি সদয় হৃদয়॥ ঈশ মিশ মহেশ গুণেশ যোগেশ্বর। কৃপাবর হর হর বিপদ দুষ্কর॥ সবিনয়ে দিতি স্তুতি করিল বিস্তর। বিশ্বেশ্বর সদয় হইয়ে দেন বর॥ হইবে আমার শিষ্য তব পুত্র চয়। চলিলে আমার মতে বিনাশিব ভয়॥ দিতি পায় হরাহর উভয়ের বর। করিল উভয় প্রতি বিনয় বিস্তর॥ শিব শক্তি সমীপে কস্যপ ঋষি কন। তোমাদের চরিত্র বুঝিবে কোন জন॥ শঙ্করী শঙ্করে ঋষি করিয়ে প্রণতি। দুই পত্নী সংহতি করেন গৃহে গতি॥ জায়া সহ গ্রহাচারে রহেন আগারে। দ্বিজ কালীকৃষ্ণ কহে স্বসাধ্যানুসারে॥

অথ শুক্রাচার্য্য দৈত্যাদের গুরু হওনাদি বিবরণ।

তাল একতালা। ঐহিকে আসিয়ে মন কি কর্ম্ম করিলি। গুরু বাক্যে অনৈক্যতে অধর্ম্মে মজিলি॥ তেজ্য কর দ্রোহি কর্ম্ম,মনে রাখ দয়া ধর্ম্ম,গুরুকে ভাবিলে ব্রহ্ম সফল সকলি। আশয়ে অনিত্য সুখ, নিত্য বিশয়ে বৈমুখ,মনরে বিস্তর দুঃখ কালীকৃষ্ণে দিলি॥

টোটকছন্দঃ। ভৃগু কন শুন ঋষিরা সর্ব্বে। দেবাসুরোৎপত্তি কয়্যাছি পূর্ব্বে॥ অদিতির সুত দেবতা যত। কুনীতে অপৃত শুনিতে রত॥ অধর্ম্মে আবৃত অসুর গণে। দিতি সচিন্তিত পূর্ব্ব স্মরণে॥ কহেন শুনীতি সন্তান গণে। রহরে সংসারে ধর্ম্মাচরণে॥ দিতি নানামত কহেন হিত। দৈত্যদের নহে শুনিতে পৃত॥ যার যে স্বভাব কভু না টুটে। মেষ শৃঙ্গে হিরে কভু না ফুটে॥ দিতি যুক্তি চিন্তা করিয়ে মনে। কহেন বিনয়ে শুক্র সদনে॥ আপনি পবিত্র চরিত্র নিধি। জ্ঞানে গুণে মানে সাদৃশ বিধি॥ অসভ্য আমার সন্তান সব। দিলাম ফেলিয়ে চরণে তব॥ ধনুর্ব্বেদ আদি বিদ্যাধ্যায়নে। বিজ্ঞ কুরু মম সন্তান গণে॥ আচার্য্য কহেন কর স্বীকার। হব গুরু আমি শিক্ষা দীক্ষার॥ শুনি দিতি কয় ঘুচিল দুঃখ। ইহার অধিক কি আছে সুখ॥ পুরাইতে হবে এক বাসনা। স্বীকার পাইলে কহি কামনা॥ সন্তোষে কহেন গুণ সাগর। যদি সাধ্য হয় দিব সে বর॥ দিতি কয় দৈত্য দোষ করিবে। না করিয়ে ক্রোধ দয়া রাখিবে॥ দৈত্যদের অপরাধ না নবে। বিপদ উদ্ধারে উদ্যোগী রবে॥ আচার্য্য সে বাক্যে পান স্বীকার। রক্ষিত দানব গণ আমার॥ কুকর্ম্মে সুকর্ম্মে সমান প্রীত। সর্ব্বদা করিব দৈত্যের হিত॥ উপজে দিতির আহ্লাদ তায়। দিলা পুত্র গণে শুক্রের পায়॥ দৈত্য গণ হয় শুক্রের শিষ্য। সে তেজে সাশন করে ত্রিবিশ্ব॥ নিরাপরাধিকে করে বিনাশ। সুর নরাদিরে দর্শায় ত্রাশ॥ হেরিয়ে শুক্রের জন্মে বিরাগ। কহেন কুনীত করহ ত্যাগ॥ অধর্ম্মে অশেষ আপদ ঘটে। সদোষে পড়িবে বহু শঙ্কটে॥ শুক্রের বচনে না ছাড়ে দোষ। আসুরীক জ্ঞানে অত্যন্ত রোষ॥ নির্দ্দোষি দেবের মন্দ কারক। সৎকর্ম্মে সদত হয় বাধক॥ বরহেতু শুক্র ত্যাগে অসক্ষ। শিষ্যের কুনীতে তেজেন দুঃখ॥ ভাবিয়ে ভার্গব চিত্তে সকল। কহেন কুনীত কস্যপ স্থল॥ তোমার নন্দন দানব চয়। মমাশ্রিত শিষ্য ত্যাগের লয়॥ করি নিবারণ না শুনে সবে। অধর্ম্মে ত্বরিত বিনাশ হবে॥ শুনি কস্যপের উপজে ক্রোধ। করেন সন্তান স্নেহে প্রবোধ॥ যার যে স্বভাব ক্ষয়ের নহে। দ্বিজ কালীকৃষ্ণ সদর্থ কহে॥

অথ দ্বিজপুত্র শিদ্ধেশ্বরের সহিত রাজকন্যা চন্দ্রাবতীর বিবাহ বিবরণ।

তাল মধ্যমান। যে জনারে যার মন চায়, তারে সদা ধ্যায়।

অবশ্য সে আসাসিদ্ধ প্রাণ পনে কামনায়॥ মন্মথে হইলে রত, প্রাণ হয় তদ গত, জীবন দিতে উদ্যত, তথাচ না তেজে তায়॥ তাদৃশি ঈশ্বরে ভক্তি;অন্তে তার হয় মুক্তি,কালীকৃষ্ণ যথা শক্তি রত ইষ্ট সাধনায়॥

পয়ার। দৈত্যগণে কস্যপ কহেন বারম্বার। রক্ষা কর পুত্রগণ বচন আমার॥ সর্ব্বক্ষণ মঙ্গল থাকিলে ধর্ম্মবল। সুরগণ সহিত বিবাদে নাই ফল॥ শুক্রাচার্য্য শুপণ্ডিত ধর্ম্মে অতি মন। তোমাদের শিক্ষাগুরু দীক্ষা গুরু হন॥ গুরু বাক্য লঙ্ঘন করণ অনুচিত। মহাপাপে ধ্বংশ হবে জানিহ নিশ্চিত॥ এই আদি কস্যপ বুঝান নানামত। না করে সম্মত তাহে দুষ্ট দৈত্য যত॥ মনদুঃখে কস্যপ কহেন দিতি প্রতি। গুরুবাক্য না শুনিল দৈত্যরা দুর্ম্মতি॥ শুক্রাচার্য্য বুঝাইল অশেষ প্রকার। না ছাড়ে দুর্ম্মতি দুষ্ট পুত্ররা তোমার॥ গুরু পরাৎপর বস্তু দুষ্টরা না জানে। সর্ব্বত্র মঙ্গল হয় গুরু ব্রহ্ম জ্ঞানে॥ গুরু ব্রহ্ম প্রতি ভক্তি করিয়ে কেবল। বহুজন পাইয়াছে চতুবর্গ ফল॥ দিতি কহে সেই কথা শুনাহ আমায়। গুরুভক্তি করিয়ে কে মহাফল পায়॥ কহিছেন ভৃগুঋষি শুন ঋষি গণ। কস্যপ দিতিকে গুরু ভক্তি কথা কন॥ অপূর্ব্ব প্রসঙ্গ এক শুন পূর্ব্বাবধি। উথলিবে মনমধ্যে আনন্দ পয়োধি॥ দক্ষিণে সারঙ্গ নামে নগর উত্তম। রাজা উদ্দীপন নাম অত্যন্ত সম্ভ্রম॥ তার কন্যা রূপে ধন্যা নাম চন্দ্রাবতি। বিবাহ দিবার হেতু চেষ্টিত ভূপতি॥ বিধর্ম্ম নগরে রাজা নাম বিরধ্বজ। কৃপধ্বজ নামে এক তাহার অঙ্গজ॥ সে জনার আজন্ম যুগল হস্ত হীন। বস্ত্র আচ্ছাদনে অঙ্গ ঢাকা চিরদিন॥ হস্তের যতেক কর্ম্ম পরের দ্বারায়। ঘটকে তাহার সহ সম্বন্ধ ঘটায়॥ সে সকল বৃত্তান্ত না যানে উদ্দীপন। করে বিবাহের শুভ দিন নিরূপণ॥ করিয়ে কৃত্রিম হস্ত তারে সাজাইল। বিরধ্বজ নিজ পুত্রে লইয়ে চলিল॥ বিপ্র বৈশ্য ক্ষত্রি শূদ্র চতুবর্ণ নর। হয় হস্তি রথোপরি চলিল বিস্তর॥ নানা বাদ্দম কবি বিরুধ্বজ যায়। পথি মধ্যে মন্ত্রিদিগে সুযুক্তি শুধায়॥ পানিহীন কিসে পানি গ্রহণ হইবে। আচমন আদি কর্ম্ম কেমনে করিবে॥ প্রচার হইলে তবে না দিবে বিবাহ। বর্ভারম্ভে লঘুক্রিয়া এসব উৎসাহ॥ এক মন্ত্রী বলে রাজা শুনহ উপায়। করহ সাধন কর্ম্ম ব্রাহ্মণ দ্বারায়॥ তব পুরোহিত পুত্র রূপ চমৎকার। তার সহ হউক

বিবাহ সমস্কার ॥ প্রকারে সাধিয়ে কর্ম্ম প্রত্যুষে প্রস্থান। শুনি রাজা বুধগণে শুধান বিধান ॥ সার্ব্বভৌম বিদ্যারত্ন ন্যায় বাচস্পতি। তর্কচূড়ামণি বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতি ॥ সবে কন যুক্তি সিদ্ধ মন্ত্রীর বচন। আছে নানা শাস্ত্রে সপ্রমাণ এ কথন ॥ বিশেষতঃ পুরোহিত পুত্রে সমোচিত। দিলাম বিধান রাজা এ নহে কুনীত ॥ নৃপতির পুরোহিত নাম সিদ্ধবর। তার পুত্র সিদ্ধেশ্বর পরম সুন্দর ॥ কহেন তাঁহার প্রতি রাজ মন্ত্রীগণ। কদাচিৎ পরিচয় না দিবে আপন ॥ বিবাহের পর তুমি না যাবে অন্দরে। পিড়ীত কহিয়ে রবে মম বরাবরে ॥ সিদ্ধেশ্বরে নৃপবর বর সাজাইয়ে। চতুর্দ্দলে চাপাইয়ে চলিল লইয়ে ॥ উত্তরে সন্ধ্যার পর সারঙ্গ নগরে। শভাতে বসিলা সবে আনন্দ অন্তরে ॥ উদ্দীপন বিরধ্বজে ইষ্টালাপ হয়। করেন বিচার নানা বুধ বিজ্ঞচয় ॥ বিলম্বে কি ফল আর বুধগণ বলে। বসায় কৃত্তিম বরে বিবাহের স্থলে ॥ রাজার কাস্যপ গোত্র দ্বিজের কাস্যপ। পর ভেবে পূর্ব্বকৃত বিধাতার সব ॥ সে কৃপধ্বজের রাশি নাম সিদ্ধেশ্বর। এই স্থির সিদ্ধান্ত ব্রাহ্মণ সভ্য বর ॥ রূপ বর সিদ্ধেশ্বর যুববর বরে। উদ্দীপন নৃপবর কন্যাদান করে ॥ যথাবিধি করিয়া তনয়া সমর্পণ। কৌতুকে যৌতুক নানা করেন অর্পণ ॥ চন্দ্রাবতী কন্যায় দেখেন সিদ্ধেশ্বর। মন্মথ মোহিনী ন্যায় রূপে শশধর ॥ দীর্ঘকেশী শুবেসি সর্ব্বদা মুখে হাসি। বুঝি দেবকন্যা নর শাঁপভ্রষ্টে আসি ॥ বিকচ কমল মুখ কুরঙ্গ নয়না। কটি ক্ষীণ দোষ শূন্যা নবিনা অঙ্গনা ॥ সুন্দর সুন্দরী হেরি মোহিত হইল। মন মীন সে রূপ সাগরে প্রবেশিল ॥ দেহকে করয়ে রক্ষা জীবাত্মা যাদৃশী। চন্দ্রাবতী হয় সিদ্ধেশ্বরের তাদৃশী ॥ দ্বিজ পুত্র ভাবে বড ঘটিল বিপত্ত। আমার বিবাহ মাত্র পরের সম্পত্ত ॥ থাকিতে আমার হাত বেহাত হইবে। কাড়িয়ে হাতের নিধি অহাতে লইবে ॥ যদি জায় মাম প্রাণ তাহাও স্বীকার। জীবন থাকিতে ত্যাগ অসাধ্য আমার ॥ না ছাড়িব এই যুক্তি চিন্তিয়ে বিশেষ। বাসরে কন্যার সহ করিল প্রবেশ ॥ শুনি বীরধ্বজ অতি রাগত হইয়ে। বলে বরে একবার আনহ ডাকিয়ে ॥ দাস দাসী দ্রুত আসি সিদ্ধেশ্বরে কয়। যুববর নৃপবর ডাকেন তোমায় ॥ বর কহে অদ্য নহে আমি না যাইব। প্রভাতে নিকটে গিয়ে সকল শুনিব ॥ দূত দ্রুত আসি কহে রাজার নিকট। বীরধ্বজ

তাবে বড় ঘটিল দুর্ঘট॥ সিদ্ধবরে রাজা কহে হইয়ে গোপন। দেখ দেখ তোমার পুত্রের আচরণ॥ শুনি ভয়ে ভীত দ্বিজ অত্যন্ত দুঃখিত। সসমিদ্ধ সহ রাজা সদা সচিন্তিত॥ নারিগণ অন্দরে হেরিয়ে বর কন্যা। বলে ধন্য রূপ বর রূপবতি ধন্যা॥ বাসরের আসরে যেমন আছে রীতি। নারীগণ কৌতুক করিছে বর প্রতি॥ মনঃ দুখে সিদ্ধেশ্বর মৌন হয়ে রয়। প্রত্যুত্তর না পাইয়ে নারীগণ কয়॥ কেহ বলে হাবা বুঝি রাজার নন্দন। কেহ বলে ভাঙ্গি কিম্বা ক্ষিপ্তের লক্ষণ॥ কেহ বলে হইবেন অনিষ্ট ভাজন। না কহেন কোন কথা নিন্দার কারণ॥ তথাচ নিরব বর হেরি নারিগণ। নিজ নিজ গৃহে সবে করিল গমন॥ বিরলে যুবতী সহ পালঙ্ক উপরি। সিদ্ধেশ্বর ভাবে মনে কি উপায় করি॥ অগ্রে বুঝে দেখি রাজ কন্যার আশয়। বাঞ্ছা হয় কি মতে কি রূপ কথা কয়॥ অগ্রে কথা না কবে নারীর রীত নহে। সচিন্তে চিন্তিয়ে চিত্ত হয়া প্রতি কহে॥ নৃপসুতা কহ কথা কৃপা প্রকাশিয়ে। যে বিতথা উৎপত্তি শুনহ মন দিয়ে॥ তুমি মম ধন প্রাণ এক্ষণে নির্য্যাস। বাঁচাইলে বাঁচি নহে অবশ্য বিনাশ॥ সে কথা শ্রবণ করি নৃপসুতা কয়। কি প্রবন্ধে মহানন্দে নিরানন্দোদয়॥ বিরস বদন কেন সহাস্য নৈরাস। শুখকালে মনে তব কি দুঃখ প্রকাশ॥ দ্বিজ কয় হইয়াছে বিরুদ্ধ উদ্ভব। অপ্রশুদ্ধ ভাবে যদি ক্রুদ্ধ হয় তব॥ ঘটিয়াছে যে বিষম বিপদ আমার। এ নিশি প্রভাতে তাহে না হেরি নিস্তার॥ তাহাতে পাইলে ত্রাণ বিচ্ছেদে তোমার। না বাঁচিব প্রাণে এই বিপদ আমার॥ না কর নিগ্রহ যদি এ অধীন প্রতি। করহ অভয় তবে কহি গুণবতি॥ চন্দ্রা কহে ভাব কিছু না বুঝি কথার। ঘটিবে বিপদ হবে বিচ্ছেদ আমার॥ তুমি প্রাণ পতি তব অধিক কে আছে। যাহা চাহ দিব কহি সত্য তব কাছে॥ শুনি সিদ্ধেশ্বর করে পাইলা আকাশ। কালীকৃষ্ণ করে নব প্রসঙ্গ প্রকাশ॥

সিদ্ধেশ্বর দ্বিজ চন্দ্রাবতী কন্যাকে লইয়া গোপনে
দেশত্যাগি হওনের পূর্ব্ব বিবরণ।

তাল একতালা। যার মন ভুলে যার ভাবে। ভুবন নিরখে শূন্য তাহার অভাবে॥ ধন ধরা পরিজন, তাহাতে না রয় মন, সকল

তেজিয়ে যেন, ভক্তে হরি ভাবে। এক ভিন্ন যে ভাবনা, তবে
ভাবি সেই জনা, কালীকৃষ্ণের ভাবনা, একের অভাবে॥

পয়ার। চন্দ্রাবতী পুনঃ পুনঃ সিদ্ধেশ্বরে কয়। কহ কহ তব কি বিপদ মহাশয়॥ তুমি প্রাণাধিক আমি অধিনী তোমার। দাসীর নিকটে কেন নিনতা স্বীকার॥ ব্রাহ্মণ কহেন প্রীয়ে শুনহ কারণ। আমি নহি বীরধ্বজ রাজার নন্দন॥ কৃপধ্বজ নাম বীরধ্বজের তনয়। গাতৃগর্ত্তাবধি তার হীন হস্তদ্বয়॥ না জানিয়ে তব পিতা সম্বন্ধ করিলা। বর সাজাইয়ে রাজা আমায় আনিলা॥ মম নাম সিদ্ধেশ্বর ব্রাহ্মন নন্দন। বাসরে আসিতে রাজা করিল বারণ॥ ভুলিল নয়ন মন তব ভঙ্গিমায়। জীবন থাকিতে ত্যাগে অসক্ত তোমায়॥ তব সহ রাত্রে বাস এই জাতক্রোধে। না রাখিবে মন প্রাণ বিপ্র অনুরোধে॥ পুরোহিত হইয়ে অনিত আচরণ। না করিবে উপরোধে এ দোষ মার্জ্জন॥ নানা মিনতিতে প্রিয়ে যদি প্রাণ রহে। কদাচিত না বাঁচিব তোমার বিরহে॥ না হেরি উপায় মম অবশ্য মরণ। তোমার স্বরূপ মম বিনাশ কারণ॥ শুনিয়ে চন্দ্রার প্রাণ চমকি উঠিল। আকাশ হইতে যেন পতিত হইল॥ বিবাহ অন্যের সহ অন্যজন পতি। তাহে পতি হস্তহীন একড় দুর্গতি॥ যে করিল বিবাহ তাহার আছে মন। তবে আমি কেন চিন্তা করি অকারণ॥ চন্দ্রা কহে চিন্তা কেন কর মহাশয়। তুমি স্বামী আমি পত্নী অন্যথা না হয়॥ ভিন্ন মম সর্ম্মত কে কিকরিতে পারে। যদি সবে করে ত্যাগ তোমারে আমারে॥ তেজিয়ে এ কুল মান তব করে ধরি। দেসত্যাগি হইব খাইব ভিক্ষা করি॥ শুনি মগ্ন হয় দ্বিজ আনন্দ সাগরে। হস্ত বাড়াইয়ে যেন শশী পায় করে॥ সিদ্ধেশ্বর বলে শুন প্রাণাধিক প্রাণ। তুমি মম ধন গৃহ তুমি মম মান॥ নারায়ণ অন্তর্যামি অখিলের পতি। করিলেন রক্ষা দিয়ে তোমার সুমতি॥ তুমি পত্নী আমি পতি হইল নিশ্চয়। কিন্তু এক কথা কহি আছে মহাভয়॥ আমারে মারিবে নহে তোমারে আমারে। বন্দি করি রাখিবে নিগুঢ় কারাগারে॥ ঘটাইবে উৎপাত প্রভাতে দুষ্টগণ। চলহ থাকিতে রাত্রি করি পলায়ন॥ চন্দ্রাবতী বলে নাথ অবশ্য স্বীকার। কিন্তু কষ্ট পাবে পথে কারণ আমার॥ বিদেশে রমণী সহ ঘটে মহাদায়। তুমি একা নবীন যুবতী আমি তায়॥ আমায় গোপণ ভাবে চলহ লইয়ে। সুখেতে উত্তম স্থানে বাস করি গিয়ে॥

একটা সিন্দুক দেখ আছে এই ঘরে। সে পারে করিতে বন্ধ যে থাকে ভিতরে কহে বিশ্বেশ্বর জাব মস্তকে করিয়ে। করহ সিন্দুক বন্ধ ভিতরে বসিয়ে॥ চন্দ্রাবতী কহিছে এ কর্ম্ম অসম্ভব। পত্নী হয়ে পতির মস্তকা রূঢ়হব॥ দ্বিজ কহে জাতে রহে দোঁহার জীবন। করিব অনীত কর্ম্ম এ হিত কারন॥ এই মত দুইজনে পরামর্শ করে। হেতা বীরধ্বজ রাজা চিন্তিত অন্তরে॥ মন্ত্রী সহ গোপনে নৃপতি যুক্তি করে। কি রূপে করিব নাশ দুষ্ট সিদ্ধেশ্বরে॥ মহারাগে না রয় ব্রাহ্মণ হত্যা ভয়। তারে নাশ না করিলে হইবে প্রলয়॥ তার তুল্য বিশ্বাস ঘাতকী নাই নরে। রাজকন্যা সহ দুষ্ট সহ বাস করে॥ প্রাতঃকালে সর্ব্বকথা প্রকাশ করিবে। ঘটিবে বিবাদ বড় বিপদ ঘটিবে॥ মন্ত্রী কহে সন্নি-কটে আছে সাপুড়িয়া। কালসর্প আনাও তাহাকে ধন দিয়া॥ ভুলায়ে বিপ্রের দাসে দেহ পাঠাইয়ে। গোপনে খুলিতে বিপ্রে কহিবেক গিয়ে॥ খুলিয়ে তৎকাল হবে দংশনে নিধন। না জানিবে রাজকন্যা নিদ্রিত কারণ॥ গোপনে সে সবে আনি জলে ফেলাইব। প্রভাতে কন্যায় লয়ে গমন করিব॥ বাসার নিকটে এক সাপুড়ের বাস। কালসর্প আছে তার জানিয়ে নির্ষাস॥ ডাকিবে গোপনে কয় সর্প এক দেহ। না কহিও কোন জনে শত মুদ্রা লহ॥ দংশনে তৎকাল মৃত্যু হেন বিষ ধর। ভরিয়ে আনিল কমুণ্ডলের ভিতর॥ সাপুড়ে গোপনে কাল সর্প আনি দিল। গোপনে লইয়ে মুদ্রা গমন করিল॥ পুরো-হিত ব্রাহ্মণের দাস এক জন। তারে ডাকি কহে রাজা করিয়ে গোপণ॥ পাত্রটির মুখ আছে বসনে বন্ধন। দেখ বাপু তুমি না খুলিবে কদাচন॥ গোপনে যাইয়ে পাত্র সিদ্ধেশ্বরে দিয়ে। কহিবে তোমার পিতা দিল পাঠা-ইয়ে॥ কহিবে এপাত্রে আছে বহু প্রকরণ। শাস্ত্রাদি সম্মত তব কল্যাণ কারণ॥ রাজকন্যা ঘুমাইলে গোপনে খুলিবে। কুশল বারতা লিপি পত্রাদি পাইবে॥ কহিবে তাহাকে কোন ভয় নাই তব। নির্ভয়ের ব্যবস্থা এ পাত্র মধ্যে সব॥ না কহিও কোন জনে দিব বহু ধন। বংশাবলি বিনা ক্লেশে হইবে পালন॥ ভয় প্রীতে ধন লোভে ব্রাহ্মণের দাস। তৎকাল লইয়ে পাত্র চলে অপ্রকাশ॥ দেখে সবে নিদ্রাগত বাহিরে অন্দরে। যে আলয়ে সিদ্ধেশ্বর তথায় উত্তরে॥ ধীরে ধীরে সিদ্ধেশ্বরে ডাকিতে লাগিল। স্বদাসের ধ্বনি শুনি বাহিরে আইল॥ বীরধ্বজ যে সকল সিখাইয়া দিল। জলপাত্র দিয়েকরে সকল কহিল।

পত্র দিয়ে দাস দ্রুত স্বস্থানে চলিল। পিতার প্রেরিত পত্র ব্রাহ্মণ জানিল॥ কথা শুনে ভাবিছে না যায় ভয় তার। এ ভয়ে করিতে ত্রাণ কি সাধ্য পিতার॥ পলায়ন করিতে উদ্যত সিদ্ধেশ্বর। পাত্র খুলে দেখিতে না হয় অবসর॥ সেই পাত্র রাখে দ্বিজ সিন্ধুক ভিতরে। পশ্চাৎ দেখিব খুলে গিয়ে দূরান্তরে॥ প্রীয়তমা সমীপে কহিছে ত্বরাপর। ত্বরায় প্রবেশ কর সিন্ধুক ভিতর॥ আজ্ঞামাত্র চন্দ্রাবতী স্বীকার পাইল। মণি মাণিক্যাদি ধন সিন্ধুকে ভরিল॥ বসিয়ে সিন্ধুক মধ্যে কল বন্ধ করে। সিন্ধুক লইল দ্বিজ মস্তক উপরে॥ দ্বিতীয় প্রহর রাত্র অন্ধকার তায়। দৈবে দ্বারপাল আদি সবে নিদ্রা যায়॥ ক্রমে রাজপুরী ক্রমে নগর ছাড়িল। পশ্চিম মুখেতে দ্বিজ গমন করিল॥ হেথা বীরধ্বজ রাজা চিন্তিত অন্তরে। সিদ্ধেশ্বর সমীপে পাঠায় মন্ত্রীবরে॥ বোধ করি সর্পাঘাতে তেজিআছে প্রাণ। কি মত হইল শীঘ্র জানহ সন্ধান॥ মন্ত্রী গিয়ে দ্বার খোলা নিরীক্ষণ করে। রাজকন্যা দ্বিজপুত্র কেহ নাই ঘরে॥ সমাচার দিল শীঘ্র রাজার নিকটে। রাজা বলে ঠেকিলাম বিষম শঙ্কটে॥ হেথায় সিন্ধুক শিরে দ্বিজপুত্র যায়। বহু গ্রাম বন নদী শিখর এড়ায়॥ চলিয়ে সমস্ত রাত্রি গেল দেসান্তরে। প্রাতে মহা গোলযোগ সারঙ্গ নগরে॥ বলে বর কন্যা রাত্রে গিয়াছে কোথায়। করিয়ে অনেক তত্ত্ব খুজিয়ে না পায়॥ এ বিবাদ মনঃপীড়া রচিয়ে কি ফল। ভার্য্যা শিরে দ্বিজ চলে ছাড়ি নানাস্থল॥ ধন্য প্রেম ধন্য ভাব প্রশংসি দোঁহায়। ইষ্টে হেন ভক্তি ভাব কালীকৃষ্ণে কয়॥

অথ কাননে চন্দ্রাবতী সহ সিদ্ধেশ্বরের
বিচ্ছেদাদি।

তাল যৎ। কে হরিল সাধনের ধন প্রাণাধিক জনে। তেজিলাম নিজ জনে প্রিওজনে প্রওজনে॥ হোইয়ে দোষের ভাগী, যাহারে লয়ে বিবাগী, তার লাগি সর্ব্বত্যাগী, সে ত্যাগ করে কেমনে। বিধাতা দত্তাপ হারি, দত্তধনে নিল হরি, কালীকৃষ্ণ দুঃখী ভারি বঞ্চিত প্রাপ্ত ধনে॥

পয়ার। উদ্দীপন রাজা ভাবে কন্যার লাগিয়ে। সিদ্ধবর দ্বিজ ভাবে পুত্রে না দেখিয়ে॥ মস্তকে সিন্ধুক পথে চলে সিদ্ধেশ্বর। প্রভাতে প্রবেশে এক অরণ্য

ভিতর॥ দিবাদশ দণ্ড হয় বনের ভিতর। শত ক্রোশান্তর হয় সারঙ্গ নগর॥ পথশ্রান্তে ক্লেশ খুধা তৃষ্টাতুর তায়। সিন্ধু তটে বৃক্ষতলে সিন্ধুক নামায়॥ বন মধ্যে বসি দ্বিজ ভার্য্যায় ডাকিল। সিন্ধুক হইতে কন্যা বাহির হইল॥ সিদ্ধেশ্বর কহে প্রীয়ে ধাতার লিখন। পাইতে হইল ক্লেশ আমার কারণ॥ চন্দ্রাবতী কহে পতি অদৃষ্টের ফল। প্রাপ্ত তোমা ধনে এই পরম মঙ্গল॥ দ্বিজপুত্র কহে প্রাণে ধৈর্য্য ধর প্রাণ। কভু দুঃখ কভু সুখ সংসারে সমান॥ ঈশ্বর রাখেন যারে যেমত যৎকালে। তাহাই মঙ্গল ভাবে সুবোধ সকলে॥ কিছু দূরে দেখি দিব্য দীর্ঘ গ্রামখানি। বিশ্রাম করহ আমি খাদ্য কিনে আনি॥ তোমায় মস্তকে করে গমনানুচিত। জনরবে মন্দ করে এঅতি কুনীত॥ থাকিবার হয় যদি ও গ্রাম উত্তম। অবশ্য করিব বাস থাকিলে সম্ভ্রম॥ এসোগো বলিয়ে কন্যা সিন্ধুকে ঢুকিল। পল্লবে ঢাকিয়ে রাখি ব্রাহ্মণ চলিল॥ এক ব্যাধ বৃক্ষ আড়ে থাকিয়ে দেখিল। দ্রুত আসি সিন্ধুক নিকটে দাণ্ডাইল॥ পত্র দূরে ফেলি টানে না খুলে ঢাকন। বদ্ধ কল ভিতরে জানিল বিবরণ॥ খোলো প্রীয়ে বলিডাকে করি ধ্বনিধীর। পতিজ্ঞানে চন্দ্রাবতী হইল বাহির॥ দেখি ভয়ে কাঁপে কন্যা কদলির পাত। ভাবে একি আকস্মাৎ ঘটিল উৎপাত॥ বঞ্চনা করিয়ে একে ডাকিল আমায়। হেরিয়ে বিকট মূর্ত্তি শরীর সুকায়॥ খড়্গ ন্যায় গোপযোড়া দীর্ঘ দন্তগুলা। চক্ষুঃ দুটা জবাপুষ্প বুকপাটা কুলা॥ উরুবধি বস্ত্র বান্ধা পাচহেতিআর। দশনে অধর চাপে ভয়ঙ্করাকার॥ শুষ্ক সর্ব্বাঙ্গের মাংস রবির উত্তাপে। রঙ্গ ভঙ্গী দেখিয়ে আতঙ্কে অঙ্গ কাঁপে॥ হইয়ে রাজার কন্যা নানা কষ্ট পাই। দুঃখিনী আমার ন্যায় ভূমণ্ডলে নাই॥ সম্বন্ধ যাহার সহ হস্ত তার নাই। দুঃখি ব্রাহ্মণের সহ দেসত্যাগি তাই॥ ঘটিল আঙ্কটিসঙ্গ অদিষ্টে আমার। কোথা হে কমলাকান্ত ভয়ে কর পার॥ ব্যাধবলে সুন্দরী ভাবিছ আর কারে। যারসহ আসিয়াছ মারি যাছি তারে॥ আমার হইলে চল আমার আলয়। আজ্ঞাকারি রব রবে সুখে অতিশয়॥ তুমি কার সুতা কেন সিন্ধুক ভিতর। কে তোমার হয় হেথা আনিল যে নর॥ শুনিয়ে চন্দ্রার শিরে পড়ে বজ্রাঘাত। বলে একি বিপদ ঘটিল আকস্মাত॥ মম লাগি দেসত্যাগি হইয়ে আসিয়ে। প্রাণ হারাইলে নাথ আমায় রাখিয়ে॥ হরিতে বাঞ্ছিত ব্যাধে বিপ্রের ভার্য্যায়। কোথা হে

শ্রীপতি হরি উদ্ধার আমায়॥ প্রবঞ্চনা করি কন্যা পরিচয় দিল। বঞ্চনা দ্বারায় দ্বিজ আমায় আনিল॥ উত্তম হইল নাশ হইল দুর্ম্মতি। হইলাম তোমার তুমিহে মম পতি॥ পীড়ায় অধৈর্য্য আমি যাই সিন্ধু ধারে। আসিয়ে সকল কথা কহিব তোমারে॥ ব্যাধ বলে বিলম্ব করোনা কদাচন। আসি গিয়া বলি কন্যা করিল গমন॥ নিবিড় কানন আড়ে হয় অদর্শন। অমনি উত্তর মুখে করে পলায়ন॥ মুহূর্ত্তার্দ্ধ মধ্যে ব্যাধ জলধারে যায়। দেখিতে না পাইয়ে পশ্চিম মুখে ধায়॥ পদ দশ গিয়ে পুনঃ চিন্তা করে মনে। কোন পথে গেল তাহা জানিব কেমনে॥ ছাড়িয়ে হস্তের সব চিন্তা অকারণ। দেখি গিয়ে সিন্ধুকে থাকিতে পারে ধন॥ শীঘ্র আসি সিন্ধুকের ঢাকন খুলিল। মণি মাণিক্যাদি হেরি চমকি উঠিল॥ সসন্তোষে চিত্তে যুক্তি করিছে অশেষ। হইল বিনাশ পুরুষানুক্রমে ক্লেশ॥ এখানে কে আছে কারে আছে ভয় আর। লইয়ে যাইব ধন সকলি আমার॥ ভিতরে উত্তম কল আশ্চর্য্য এ ভারি। দেখিব করিতে বন্ধ পারি কিনা পারি॥ ইহা ভাবি সিন্ধুকের ভিতরে বসিল। ঢাকন ঢাকিয়া কল করেতে কসিল॥ সিন্ধুক হইল বন্ধ দেখিয়া বিস্ময়। মাণিক্যের জ্যোতিতে ভিতর দৃষ্ট হয়॥ সে সকল বসনে তুলিল সব্য হস্তে। দেখে কমু গুলু এক মুখ বান্ধা বস্তে॥ কিবটে দেখিব বলি বন্ধন খুলিল। কর দিতে কাল সর্পে দংশন করিল॥ সিহরি তুলিল হাত সর্প বাহিরায়। সে বিষের জ্বালায় ব্যাধের প্রাণ যায়॥ ভিতরে মরিল ব্যাধ সর্পের দংশনে। সিদ্ধেশ্বর ব্রাহ্মণ আইল কতক্ষণে॥ রম্ভা আতা কুল বেল ডালিম্ব পিআরা। সর্করা খিরের লড্ডু মণ্ডা মনোহরা॥ ক্রয় করি আনিয়াছে বসনে বান্ধিয়ে। সমাদরে ডাকিতেছে উঠ প্রাণ প্রীয়ে॥ হইয়াছ ক্ষুধাতুরা আমার কারণ। নানা দ্রব্য আনিয়াছি করহ ভক্ষণ॥ বারম্বার ডাকে দ্বিজ উত্তর না পায়। বিনয় পূর্ব্বক পুনঃ কহিছে ভার্য্যায়॥ আসিতে বিলম্ব মম অধিক দেখিয়ে। অভিমানে আছ বুঝি নিরব হইয়ে॥ আমার দুর্দ্দশা প্রীয়ে কর দরশন। অতি ক্লেশে শীর্ণ অঙ্গ না স্ফুরে বচন॥ অনেক ডাকিয়ে দ্বিজ না পান উত্তর। মনে মনে নানা চিন্তা করেন বিস্তর॥ কেহ যদি আইসে কি করিব উত্তর। শিরে করি সিন্ধুক গেলেন দুরান্তর॥ সর্ব্বদা ডাকেন দ্বিজ করুণা করিয়ে। দুঃখানলে দেহ বারি বাহির হইয়ে॥ দুর বনে গিয়ে দ্বিজ সিন্ধুক নামায়। বৃক্ষতলে

বসিয়ে করিছে হায় হায়॥ উত্তর মুখেতে হেথা চন্দ্রাবতী যায়। এলোকেশা ছিন্নবেশা পাগলিনি ন্যায়॥ ব্যাধ মুখে শুনিয়াছে পতির বিনাশ। সিরে কর হানে ছাড়ে সঘন নিঃশ্বাষ॥ শোকানলে অঙ্গ জ্বলে করিছে রোদন। অবিশ্রাম নেত্রে বারি ভিজিল বসন॥ হায় হায় মরি মরি হরি কি করিলে। মহা দুঃখ অকুল পাথারে ভাষাইলে॥ বিবাহের পরে হয় আনন্দ উৎসব। বর কন্যা সমাদরে রহে অসম্ভব॥ ব্যাধের করেতে পতি বিনাশ জীবনে। নবীন অঙ্গনা কন্যা আমি একা বনে॥ শোকে বুক ফেটে যায় বিধি কি করিলি। সুখের মকুলোদ্গমে সমূল নাশিলি॥ বনপশু আসিয়ে ধরিয়ে যদি খায়। এ অভাগিনীর তবে সব দুঃখ যায়॥ কি ফল ঈশ্বরে ডাকা ঐহিক লাগিয়ে। পতি নাশ বনে বাস কি ফল বাঁচিয়ে॥ আঁখি জলে ঢাকে তারা দেখিতে না পায়। কাননের কণ্টক ফুটিছে পায় গায়॥ রৌদ্রে দেহ দগ্ধ দিবা দ্বিতীয় প্রহরে। অবন্তিকা নগরের নিকটে উত্তরে॥ সম্মুখে নগর হেরি চন্দ্রাবতী ভাবে। জনরবে হবে দোষ গেলে এই ভাবে॥ সর্ব্বাঙ্গের অলঙ্কার তৎকালে খুলিল। পরিধেয় বস্ত্র অগ্রে সকল বান্ধিল॥ অগোরাদি চন্দনের গন্ধ গাত্রে ছিল। সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়ে ধূলি গন্ধ ঘুচাইল॥ ধুলায় বসন খানি মলীন করিল। দীন হীনা হইয়ে নগরে প্রবেশিল॥ নগরের মধ্যে দেখে অট্টালিকা ময়। জনরবে জানিল এ রাজার আলয়॥ গুণবর নাম রাজা জ্ঞান গুণধাম। তাহার রমণী রাণী মৃণময়ি নাম॥ চন্দ্রাবতী ভাবিল রাণীর কাছে যাই। জাছিল হইল ভাগ্যে সংপ্রতি ঘুড়াই॥ ইহা ভাবি শুধাইয়ে প্রবেশে নগরে। উত্তরিল মৃণময়ি রাণীর গোচরে॥ নানা মায়া প্রকাশিয়ে করিছে ক্রন্দন। রাণী কহে কে তুমি কান্দিছ কি কারণ॥ মিথ্যা পরিচয় দেয় মৃণময়ই প্রতি। মাতা পিতা হীন আমি নাম নন্দাবতী॥ পূর্ব্বে সঙ্গামিন পুরী তথা বাস ছিল। পতি সার প্রায়ই তীর্থ ভ্রমণে আইল॥ বনমধ্যে প্রাণনাথে ব্যাঘ্রে ধরি খায়। অভাগিনী আইলাম তোমার হেথায়॥ দেবত্যাগী পতিহীনা ক্ষত্রি কন্যা আমি। থাকি দাসী হইয়ে আশ্রয় দেহ তুমি॥ শুনিয়ে রাণীর মনে দয়া উপজিল। অঙ্গ মুছাইয়ে দিব্য বস্ত্র পরাইল॥ শুভশ্রেণী দেখিয়া বোধ হইল রাণীর। ক্ষত্রিয়ের কন্যা বটে সুখের শরীর॥ প্রধানা প্রেসিনী করে রাখিল তাহায়। রাজা রাণী স্নেহ করে তনয়ার ন্যায়॥ রাণী বলে বাছা তব অল্প বয়ক্রম।

যোগাইয়ে রবে সদা স্বধর্ম্ম সম্ভ্রম ॥ চন্দ্রা কহে নিন্দা কর্ম্মে প্রবর্ত্ত না হব। যাবৎ জীবন তব আজ্ঞাবহ রব ॥ চন্দ্রাবতী লুকাইয়ে নন্দাবতী নাম। প্রসেনী হইয়ে কন্যা করিল বিশ্রাম ॥ হেথা সিদ্ধেশ্বর দ্বিজ কানন ভিতরে। সিন্ধুক ভাঙ্গিতে নানা মত চেষ্টা করে ॥ সুকঠিন কাষ্ঠ তাম্র পত্রে সুবেষ্ঠিত। না পারে ভাঙ্গিতে শোকে কান্দে বিপরীত ॥ না জানি কি পাপে এত দুর্দ্দশা ঘটন। হইলাম দেশত্যাগী কামিনী কারণ ॥ দুরদৃষ্ট হেতু বুঝি বঞ্চিত ইহায়। রাজকন্যা প্রাণে হত ভাবে বুঝা যায় ॥ না করি অধর্ম্ম যদবধি জ্ঞানোদয়। ত্রিসন্ধ্যাদি নিত্যকর্ম্ম পণ্ড নাহি হয় ॥ তবে কেন এতকষ্ট ভুঞ্জিতে হইল। বুঝি পূর্ব্বার্জ্জিত পাপে এ দুঃখ ঘটিল ॥ মন না নিষেধ মানে ডাকে পুনরায়। প্রাণপ্রিয়ে কহ কথা নহে প্রাণ যায় ॥ তোমার কারণ আমি ধন জন ত্যাগী। আসিয়াছি তব মোহে হইয়ে বিবাগি ॥ সোঁপিয়াছি তোমারে এ দেহ মন প্রাণ। না হেরিয়ে তোমারে সংসার শূন্য জ্ঞান ॥ হইয়াছ সর্ব্ব ত্যাগী যাহার কারণ। করহ বিনাশ তারে এ কোন করণ ॥ বচনে বিরহানল করহ সংহার। বাহির হইয়ে দেখ দুর্দ্দশা আমার ॥ এই আদি নানা খেদ করিয়ে ব্রাহ্মণ। অনাহারে তিন দিন করেন ভ্রমণ ॥ প্রিয়সেনী প্রাণে হত নিশ্চিত জানিয়ে। সিন্ধুক সিন্ধুর জলে দিল ফেলাইয়ে ॥ আত্মঘাতি হওনের উদ্যত তৎকাল। ভাবিল বিপ্রের তাহে নষ্ট পরকাল ॥ না তেজিতে পারে প্রাণ করে হায় হায় ॥ বিরহে কাতর ভ্রমে পাগলের ন্যায়। বন মধ্যে বৃক্ষ তলে বসিয়ে ব্রাহ্মণ। বণিতার বিচ্ছেদে ব্যাকুল অতি মন ॥ গুণবর নরপতি মৃগয়া করিতে। হইলা বাহির সৈন্য সামন্ত সহিতে ॥ তরুতলে যথায় বসিয়ে সিদ্ধেশ্বর। স্বসৈন্য উত্তরে তথা রাজা গুণবর ॥ রথে থাকি নৃপতি করেন নিরীক্ষণ। যুবত্ব প্রবর্ত্ত এক দ্বিজের নন্দন ॥ নির্ভয়ে নিবিড়বনে একক বসিয়ে। সমস্থান মাত্র এক বসন পরিয়ে ॥ কলেবর সুন্দর মলীন হইয়াছে। কত যেন জীবনে যাতনা পাইয়াছে ॥ কাছে গিয়া প্রণমিয়ে শুধান ব্রাহ্মণে। কিবা নাম কোথা ধাম হেথা কি কারণে ॥ ভাণ্ডাইয়ে পরিচয় দেয় সিদ্ধেশ্বর। মম নাম গুণেশ্বর কাঞ্চিদেশে ঘর ॥ ষড়শাস্ত্র অধ্যয়নে বাকি কিছু নাই। পড়িয়ে ঈশ্বর তত্ত্ব দেসত্যাগী ভাই ॥ অসার সংসার সার শ্রীহরি সাধনা। পরাৎপরের পদ

প্রাপ্তীর প্রার্থনা॥ শুনি গুণবরের উদয় কিছু জ্ঞান। বলে তুমি জ্ঞানি পূর্ণ ধন্য পুণ্যবান॥ কহিলে যে অসার সংসার সার হরি। মনের সন্দেহ প্রভু নিবেদন করি॥ সাংসারিক কর্ম্ম নহে ধর্ম্ম আচরণ। সকলে,সংসার ধর্ম্ম বলে কিকারণ॥ দ্বিজ কন মানবের দুই ধর্ম্ম সার। সন্যাস ধর্ম্মের শুন কহি জদাচার॥ ষড়ঋপু ত্যাগী হবে সবে সমজ্ঞান। হরি ধ্যানে সদা রত হরি গত প্রাণ॥ সর্ব্বত্যাগী যোগি সে সামান্য ব্যক্তি নয়। সে যাজন পারিলে ঈশ্বর তুল্য হয়॥ কহিলাম সন্যাস ধর্ম্মের ব্যবহার। সংসার ধর্ম্মের রীতি অনেক প্রকার॥ করিবেক আদ্যকালে বিদ্যা অধ্যয়ন। বিদ্যায় দ্বিতীয় কালে ধন উপার্জ্জন॥ ধন ভিন্ন সংসারের ধর্ম্ম রক্ষা ভার। পালনার্থে মাতা পিতা দারা পরিবার॥ ব্রত যজ্ঞ দান আদি নানা কর্ম্ম কাণ্ড। অর্থ ভিন্ন সংসারির হয় সব পণ্ড॥ সংসারির বিস্তর বিধান কব কত। সাবধানে চলিবেক রীতে নীতে মত॥ নিত্যকর্ম্ম পূজার্চ্চনা ব্রহ্মকে ভজন। সময়ে করিবে সর্ব্ব সংসারিক গণ॥ ষড়ঋপু বসে সর্ব্ব ধর্ম্ম রাখা ভার। বিস্তর ব্যাঘাত হয় ব্রহ্ম সাধনার॥ মূলাধার ব্রহ্ম এক তাহে পঞ্চাকার। শ্রীগুরুর প্রদান যে মন্ত্র প্রতি যার॥ করিবেক সেই রূপ ভাবনা নিশ্চয়। দৃষ্ট ভিন্য যদি তাহে মতি ভ্রম হয়॥ সংসারির আছে তাহে পরমোপকার। শুন কহি সেই কথা করিয়ে প্রচার॥ করিবেন কর্ণে গুরু যে মন্ত্র প্রদান। করিবেক শ্রীগুরুকে সেই ব্রহ্মজ্ঞান॥ অন্যে কি কহিব ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর। এ তিনের শ্রেষ্ঠ গুরু বস্তুপরাৎপর॥ গুরুদেবে পূজার্চ্চনা গুরু রূপ ধ্যান। গুরুর বচন ব্রহ্ম গুরু গত প্রাণ॥ গুরু প্রতি ব্যবহার এমত যাহার। কুবের ইন্দ্রের পদ কোন ছার তার॥ গুরুভক্তি মহাপুণ্যে শরীর নির্ম্মল। অনায়াসে প্রাপ্ত হয় চতুবর্গ ফল॥ সংসার ধর্ম্মকে রাজা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করি। পাপের বিনাশ আছে পুণ্যবলে তরি॥ সন্যাসীর পাপ লেশে সর্ব্ব ধর্ম্ম ক্ষয়। গোমুত্র বিন্দুতে দুগ্ধ কুম্ভ নষ্ট হয়॥ ধর্ম্মতর তম আছে সংসার ভিতর। সত্য আর দয়া শ্রেষ্ঠ সর্ব্ব ধর্ম্মোপর॥ নিজদোষে কুশঙ্গে কুকর্ম্ম সদাচরে। সুখের সংসার ধর্ম্ম সব নষ্ট করে॥ গৃহ ধর্ম্ম রীত নীতে চলা অতি ভার। কষ্ট পায় তাই বলে অসার সংসার॥ গৃহধর্ম্ম বিষজ্ঞান সর্ব্বত্যাগী যারা। হরি সত্য অনিত্য সংসার বলে তারা॥ থাকিয়ে সংসার ধর্ম্মে যে বলে অনীত। সংসারিক রীত নীতে অত্যন্ত অপ্রিত॥ জলেতে থাকিয়ে যেন মরে

পিপাশায়। না বুঝিয়ে সংসারিরা মহা কষ্ট পায় ॥ কহিলাম যৎকিঞ্চিত ধর্ম্ম ব্যবহার। নানামত রীতেনীতে সংখ্যা করা ভার ॥ শুনি গুণবরের জন্মিল অতি প্রীত। শরীর লোমাঞ্চ হয় প্রেমে পুলোকিত ॥ দ্বিজের চরণে ধরি সবিনয়ে কয়। আপনার শিষ্য হই যদি মত হয় ॥ হয় নাই প্রভু উপনয়ন আমার। ক্রিপা করি মন্ত্র দিয়ে করহ উদ্ধার ॥ দ্বিজ কয় নৃপতি করিয়ে এস স্নান। তুষ্ট তব বিনয়ে করিব মন্ত্রদান ॥ শুনি রাজা সন্তোষে তৎকাল স্নান করে। আইল নিকটে বারি ফল পুষ্প করে ॥ সিদ্ধেশ্বর তৎকাল করায় পুজার্চ্চনা। প্রদান করিল মন্ত্র বুঝিয়ে কামনা। শ্রদ্ধা করি নিল মন্ত্র তদ গত চিত্ত। তৎক্ষণে রাজার হয় শরীর পবিত্র ॥ গুরুর চরণে করে অষ্টাঙ্গে প্রণতি। শতগুণে হয় গুরু প্রতি রতি মতি ॥ সভক্তিতে স্বধামে গুরুকে লয়ে যায়। সর্ব্বক্ষণ রত রহে গুরুর সেবায় ॥ দ্বিজের অনলিতে ছিল শরীর সকল। সংপ্রতি সে আনলে পড়িল কিছু জল ॥ চন্দ্রাবতী কন্যা রহে রাণীর গোচর। রাজার নিকটে রহে দ্বিজ সিদ্ধেশ্বর ॥ চন্দ্রাবতী সিদ্ধেশ্বরে হয় সন্দর্শন। না চিনে উভয়ে ছদ্ম বেশের কারণ ॥ কন্যা ছিলা বরা বেশা দ্বিজ ছিলা বর। রাত্রি দিনে দুই বার কেবল গোচর ॥ সিদ্ধেশ্বর ব্রহ্মচারি চন্দ্রা দাসী ন্যায়। অতএব দুই জন না চিনে দোঁহায় ॥ উভয়ের অন্তরে উভয়ে জাগিতেছে। বিচ্ছেদ অনলে দোঁহে দগ্ধ হইতেছে ॥ অবশ্য হইবে সিদ্ধ মনে যে কামনা। কালীকৃষ্ণ উৎকণ্ঠিত করিতে ঘটনা ॥

রাজা গুণবরের গুরুভক্তি এবং সিদ্ধেশ্বর চন্দ্রাবতীতে পরকীয় ভাবে মিলন।

তাল আড়া। মন মম ঋপুবসে অনীতে রত রহিল। তেজিল মহত্ত সত্য তত্ত্ব কথা না শুনিল ॥ ধন্য ধন্য মকেতনে, প্রবেশে দেহে কেমনে, নবাঙ্গনা সঙ্ঘটনে, চিত্ত উন্মত্ত হইল ॥ দ্বিজ কালীকৃষ্ণ কয়; কৃষ্ণে যেন মতি রয়, কদাচনা যেন হয় রিপুতে মন চঞ্চল ॥

দীর্ঘ ত্রিপদী। সর্ব্ব ঋষি বরাবর, কহিছেন ভৃগুবর, গুণবর রাজার চরিত্র। কহিলা দিতি গোচর, কস্যপ তপস্বি বর, সর্ব্বোপর শুকথা পবিত্র ॥ ভৃগুঋষি

কন শুনঃ গুরুব্রহ্ম বস্তু শুন, প্রসন্ন যে মতে নারায়ণ। অপূর্ব্ব কথা শ্রবণে, পাপক্ষয় সেইক্ষণে; হুতাশনে পতঙ্গ যেমন॥ গুণবর গুণধাম, পূর্ণ করে মন স্কাম, অবিশ্রাম গুরুর সেবায়। গুরু ব্রহ্ম পরাৎপর, গুরু বস্তু সর্ব্বোপর, নিরন্তর গুরু পদ ধ্যায়॥ গুরু প্রীতি বতি মতি, শ্রীগুরু পরম গতি, ভক্তি অতি গুরুর চরণে। ধন ধরা দেহ মন, গুরুপদে সমর্পণ, সর্ব্বক্ষণ রত পূজ-র্চ্চনে॥ অসন্তুষ্ট প্রাণ দিতে,না হয় গুরুর প্রীতে,সেই হিতে হিত নীতে ধর্ম্ম। অশেষ করিলে দোষঃ গুরু প্রতি নাই রোষ, সদা তোষ বোধ গুরু ব্রহ্ম॥ রাজা গুরু পরায়ন, তজ্জন্য গুরু ভাজন, প্রজাগণ সে রাজ্যে সকলে। ক্রমে রাজার সাশনে, সর্ব্বজন কায় মনে, গুরু ধ্যানে রত কুতুহলে॥ নৃপতির গুরু ব্রহ্ম, ইষ্টসেবা নিত্য কর্ম্ম, অন্য ধর্ম্ম কিছুই না জানে। মনে সুখ অনিবার, অর্থ পুত্র পরিবার, ইষ্টাগার আদি সমস্থানে॥ রাণী মৃণময়ী সতী; অতি জ্ঞান গুণবতী, রতি মতি অতি স্বামী পদে। পতি পত্নী দুই জন, উভয়ের এক মন, সর্ব্বক্ষণ বঞ্চে অবিপদে॥ মন্মথ মোহিনী যিনি, রাজ মহিষীর শ্রেণী, রমণীর সিরোমনি নরে। অনিন্দিত সর্ব্বাকার, চমৎকার রূপ তার, অন্ধকার গৃহ আলো করে॥ রাণী ন্যায় গুণবতী,সভ্যা অতি চন্দ্রাবতী; সে যুবতী পরম সুন্দরী। অঙ্গ ভঙ্গী পরিস্কার, সুকঠিন কুচভার, কটি তার সম করী অরি॥ বড় বিশ্বাসি সে জন; তার হস্তে নেস্ত ধন, সমর্পণ নাম মাত্র দাসী। হেরি অতি রূপ বতী, নৃপতির গুরু অতি, চন্দ্রাবতী দাসীকে প্রয়াসি॥ রাজার গুরুতে প্রীত, গৃহে গুরু উপস্থিত, গুরুর বাধিত গুরু জ্ঞানী। এক দিন মৃগয়ায়, রাজা গুণবর যায় গুরুর সেবায় রহে রাণী। রাণী মৃণময়ীসতী, দৈবে হয় ঋতুবতী, চন্দ্রাবতী সেবায় নিযুক্ত। জদাশয় সর্ব্বক্ষণ, সঙ্গোপণে সম্মীলন গুরু হন সেবাদাসী ভুক্ত॥ প্রসেণী ক্ষেত্রির কন্যা, পরমা সুন্দরী ধন্যা, পতি ভিন্যা হীন সঙ্ঘটন। সিদ্ধেশ্বর দ্বিজ তায়, অঙ্গনে গোপণে পায়, অঙ্গনায় করিল ধারণ॥ জন্মাবধি সেই কর্ম্ম, সে নারী না যানে মর্ম্ম, বলে ধর্ম্ম এ কি গো তোমার। ছাড় ছাড় কাঁপে প্রাণ, জাত হীন এ সন্ধান, রতি দান কেমন প্রকার॥ কি শবে আমি গো দাসী, হইব গো অবিশ্বাসি, প্রেসেণী প্রয়াসী প্রভু কেন। জনরবে মন্দ কবে, রাজা রাণী ক্রুদ্ধ হবে; কদাচ না রবে মানা হেন॥ শুনি দ্বিজ কহে স্বরে, যা হয় পশ্চাৎ হবে, না রবে জীবন তিন্য

ইহা। ধৈর্য্যহীনে সেইক্ষণে,উপবিষ্ট আলিঙ্গনে,ছিল মনে যে বিশয়ে স্পৃহা॥ পৌঢ়কালে প্রথমত,রতিদানে প্রীত যত,হয় জ্ঞাত পুংস সজ্জটনে॥ কি কহিব সে কথন, যত আনন্দিত মন, রমণী রমন সন্মীলনে॥ অনিবৃর্ত্তি সেইরাগ, পুনঃ পুন কাম যাগ, বিরাগ বিহীন অনলস। যেন সরজে বসিয়ে, মধু ব্রত মধু পিয়ে, দান দিযে পদ্মিনী সন্তোয॥ নয়ন সন্ধানে দোঁহে,উভয়ের মন মোহে, মনরহে সদা কামে রত। নিদ্রা প্রভৃতি বর্জ্জন, ক্রিড়ায় উন্মত্ত মন, তিন দিন তিন নিশি গত॥ অট্টালিকার উপরে, সিদ্ধেশ্বর বাস করে, সে ঘরে না যায় কোন জন। হইয়ে শিষ্টের ইষ্ট, কর্ম্ম করে অপকৃষ্ট কালীকৃষ্ণ করিল রচনা॥

রাজা গুণবর মৃণময়িকে গুরু ভক্তি উপদেশ কহেন।

তাল মধ্যমান। ধন্য কামের ফুল বানে ধন্য মদনে। কার সাধ্য রহে ধৈর্য্য সে বানক্ষেপণে প্রাণে॥ গুরুপত্নী তারা সতী, শশী তাহে ভুঞ্জে রতি, সিদ্ধেশ্বর জ্ঞানী অতি, সে রত দাসীর সনে। কালীকৃষ্ণ দ্বিজ কয়, ষড়ঋপু বস নয়, অতিশয় হয় ভয় অন্তে তরিব কেমনে॥

পয়ার। মৃগয়া করিয়ে রাজা আইল নিবাসে। গুরুর সেবার কথা রাণীকে জিজ্ঞাসে॥ দৈবাধীন তিন দিন বিলম্ব আমার। ক্রটি তো করহ নাই গুরুর সেবার॥ রাণী কহে তিন দিন আমি ঋতুবতী। এই হেতু সেবায় নিযুক্ত নন্দাবতী॥ রাজা বলে কি কব আমার মন দুঃখ। ভাগ্য হীনে তিন দিন সেবায় বৈমুখ॥ চন্দ্রাবতী সিদ্ধেশ্বরে অতিশয় প্রীত। নব প্রেম সুখসার প্রাপ্ত মন নীত॥ ব্রহ্ম প্রতি ব্রাহ্মণের চিত্ররত ছিল। পাইয়ে নবিনাঙ্গনা সকল ভুলিল॥ জাতি ধর্ম্ম নিত্যকর্ম্ম সকল তেজিয়ে। মন্মথে উন্মত্ত মন রমণী পাইযে॥ সর্ব্বক্ষণ একাঙ্গ আনন্দে দুই জন। মৃণময়ী মহারানী হেরিল মিলন॥ নিরখিয়ে রাণীকে লজ্জিত অতিশয়। উভয়ে একাঙ্গ ত্যাগ সসব্যস্ত হয়॥ দেখিয়ে প্রসিণী সহ প্রভুর সম্পিত। রাজার নিকটে রাণী জানায় ত্বরীত॥ ছি ছি কি লাজের কথা শুন প্রাণপতি। নন্দাবতী সহিত ভুঞ্জেন গুরু রতি॥ করি ঠাট ঠমক ঠকায় গুরুদেবে। সেবিতে যাইয়ে রাণী কামরসে সেবে॥ রঙ্গে

অঙ্গ ভঙ্গে চলে হাত নাড়া দিয়ে। কুচ ভারে আঁখি ঠারে ঈশত হাসিয়ে॥ উহাকে সন্দেহ মম চিত্তে সর্ব্বদাই। তাহার কারণ রাজা তোমাকে জানাই॥ বিধবার রীত হীন অঙ্গরাগে রত। আমার সন্দেহ সদা ভয় কব কত॥ ছোঁচা বিড়ালের স্থলে পয় পাত্র ন্যায়। কি জানি কখন রাণী মম মাথা খায়॥ সন্দেহ সদর্থ হবে নিঃসন্দেহ ইহা। না রাখিব ও রাণীকে যাকু যথা স্পৃহা॥ গুরু প্রতি সন্দেহ জন্মিল মম মর্ম্মে। অধর্ম্ম ঘটিতে পারে ইষ্ট সেবা ধর্ম্মে॥ দরসনে সেবনে যে জনে সদা আস। তারে ভয় যেন রাহু শশী করে গ্রাস॥ যাইতে বাঘের স্থলে হরিণী যেমন। গুরু প্রতি ঘটে ভয় আমার তেমন॥ অনাচারে রত হেরি ভক্তি হত হয়। শুনিয়ে রাণীর বানি নৃপমণি কয়॥ অপ্রিয় বচন প্রিয়ে কেন হে কহিলে। গুরু নিন্দা বাক্য সেল হৃদয়ে বিন্ধিলে পূর্ব্বে প্রাণ নিহত হয়ন ভালছিল। শ্রবণে গুরুর নিন্দা শুনিতে হইল॥ শিরো ধার্য্য পূজ্য যত কার্য্য কুরু কৃত। গুরু বাক্য বেদাধিক জানিহ নিশ্চিত॥ সাক্ষাৎ পরমেশ্বর শ্রীগুরু উদ্ভব। গুরু নিন্দা নরকে নিস্তার নাই তব॥ বার ম্বার কহে রাজা ব্যথিত হৃদয়ে। মৃণময়ী স্বলজ্জিতা মৃতবৎ ভয়ে॥ নেত্রে বারি গলে বস্ত্র ভূতলে পড়িয়ে। পতিকে প্রণতি করে চরণে ধরিয়ে॥ রমণী অবলা আমি হীন ধর্ম্ম জ্ঞান। অধীনিরে বিপদে করহ পরিত্রাণ॥ করে ধরি সমাদরে তুষিয়ে রাজন। কহেন অধর্ম্ম নাই অজ্ঞাত কারণ॥ তেজ বেগা হিত কথা শুন এক মনে। রাখিবে অচলা ভক্তি গুরুর চরণে॥ গুরুরত যাহাতে সম্প্রীত প্রতি যার। সাবধান অসম্মান না করিহ তার॥ নন্দাবতী যুবতী সামান্যা কভু নয়। না কহিও প্রেসেনী সে ঠাকুরাণী হয়। সমান করিবে সেবা তুল্য স্তব ভক্তি। শ্রীগুরুর সম্প্রীতে অবশ্য হয় মুক্তি॥ নৃপতির মতে হয় রাণীর সম্মত। চন্দ্রাপ্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা জন্মে অসঙ্গত॥ সিদ্ধেশ্বরে চন্দ্রাবতী কহে মন দুঃখ। তিন দিন সুখে চির আশ্রয়ে বৈমুখ॥ তব সহ সঙ্ঘটন দেখিলেন রাণী। কহিবেন রাজাকে অবশ্য এই বাণি॥ আমারে করিবে রাজা আশ্রয়ে নৈরাস। ঘুচিল তোমার আশা এস্থলের বাস॥ না বুঝে করিলে প্রভু কেন হেন কর্ম্ম। ডুবাইলে যাতনায় জানাইয়ে মর্ম্ম॥ বিধবা বালিকা বধি পতির অভাবে। এই ভাবে অভাবি ছিলাম এক ভাবে॥ সঙ্ঘটনে প্রাপ্ত প্রাণে অত্যন্ত প্রবৃত্তি। একড় পিপাশা নহে এ আশা নিবৃত্তি॥ রাজা রাণী না দিবে

রহিতে নিজাঙ্গনে। তোমার বিচ্ছেদ প্রাণে সহিব কেমনে॥ অতি স্নেহে দ্বিজ কহে যুবতীর প্রতি। তুমি মম প্রাণাধিক প্রিয়নন্দাবতী॥ তোমাকে তেজিলে আমি রাজাকে তেজিব। ধরিয়ে তোমার কর বাহির হইব॥ তুমি মম ধন ধরা তুমি মম মান। না পারিব তেজিতে থাকিতে ধড়ে প্রাণ॥ চিন্তা তেজি চন্দ্রাবতী সিদ্ধেশ্বরে বলে। বুঝি গিয়ে ভাব ভক্তি রাজা রাণী স্থলে॥ দ্বিজ বলে জাও না হইও বিস্মরণ। চন্দ্রা বলে চলিলাম রাখিয়ে জীবন॥ চলে চলে দাণ্ডায় লজ্জায় চন্দ্রাবতী। পা হয় পশ্চাৎ গামি চিন্তাযুক্ত অতি॥ অধোমুখে দাণ্ডাইল রাণীর সম্মুখে। রাণী বলে এসো কেন রত মনদুঃখে॥ নৃপতি কহিয়াছেন শুন চন্দ্রাননে। পরম পদার্থ গুরু রত তব সনে॥ অদ্যাবধি ঠাকু রাণী তুমি মমাগারে। করিব তোমার সেবা বিবিধ প্রকারে॥ চন্দ্রাবতী মহা সুখী পাইয়ে আশ্বাস। হস্ত বাড়াইয়ে যেন পাইল আকাশ॥ না হয় হবেনা হেন গুরু প্রতি ভক্তি। কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য কহে যথা শক্তি॥

চন্দ্রাবতী রাজরাণী হইবার প্রার্থনায় সিদ্ধেশ্বরের সহিত কথোপকথন।

তাল একতালা। প্রাণ মন সমর্পিয়ে সদা চিন্তা যে জনায়। তার
সে ভাব অভাবে অমৃতে গরল প্রায়॥ ভক্তের হরি প্রত্যাসা, বৃথা
যেন সেই আশা, তাদৃশি ঘটে দুর্দ্দশা; আশয়েতে নৈরাশায়॥
যে আশায় আশা ভবে, সে আশা পূর্ণ অভাবে, যেন কালীকৃষ্ণ
ভাবে সদা সেই প্রত্যাশায়॥

পয়ার। চন্দ্রা গিয়ে কহে তাহা ব্রাহ্মণের পাসে। অহর্নিসি অপার আনন্দে দোঁহে ভাষে॥ গুরুকে অচলা ভক্তি না টুটে রাজার। করেন সন্তুষ্ট মনে ইষ্ট সেবাচার॥ দাসী প্রতি রাণীর দাসীত্ব ব্যবহার। অতিশয় মান বৃদ্ধি হইল চন্দ্রার॥ চন্দ্রাবতী প্রেমেনী হইল ঠাকুরাণী। বিপ্রের সহিত বঞ্চে দিবস রজনি॥ সিদ্ধেশ্বর চন্দ্রার অত্যন্ত বশীভুত। চাহিলে জীবন দিতে তৎকাল উদ্যত॥ চন্দ্রাবতী চিন্তা করে চাতুর্য্যতা মনে। বসিতে বাঞ্ছিত বিপ্র সহ নৃপাসনে॥ অত্যন্ত আশয় মনে রাজ্য অধিকার। গোপনে ব্রাহ্মণে তাহা করে জ্ঞাত সার॥ তোমার সহিত আছি সুখ আলাপনে। সর্ব্বক্ষণ এক দুঃখ

যাগে মন মনে॥ যদ্যপি না কর মম প্রযাস পূরণ। তোমার সমীপে আমি তেজিব জীবন॥ দ্বিজ বলে তুমি মম প্রাণাধিক প্রাণ। প্রাণত্যাগ উল্লেখে কান্দিয়ে উঠে প্রাণ॥ প্রিয়তমা তব কষ্ট অসহ্য আমার। যদ্যপি জীবন চাহ তাহাও স্বীকার॥ ভোভাবিকা ভীত এত কোন ভাবনায়। কহ স্পৃহা তাহা সিদ্ধ করিব ত্বরায়॥ চন্দ্রাবতী বলে এই কামনা আমার। তব সহ নৃপাসন রাজ্য অধিকার॥ আপনি হইবে রাজা এই রাজ ধামে। আমি রাণী হইয়ে বসিব তব বামে॥ ভাবে বিপ্র ভবিষ্যত এবড় দুর্ঘট। ভাবিকার ভাবনায় ঘটে বা সঙ্কট॥ কহে কেন প্রাণ প্রিয়ে সামান্য প্রয়াসি। এ রাজ্যের রাজা রাণী তব দাস দাসী॥ রাজা রাণী আজ্ঞাবহ তোমার আমার। মহাসুখে আছ আছি রাজ্য কোন ছার॥ চন্দ্রাবতী বলে নাথ তুমি যতক্ষণ। পরে না করিবে ভক্তি আমায় এমন॥ নৃপতির মতিভ্রম দৈবে যদি হয়। তব প্রতি ভক্তি ভাব এমত না রয়॥ কি জানি বিচ্ছেদ করে তোমার সহিতে। বিরহ সাগরে তবে হইবে ভাষিতে॥ কোন ক্রমে হইতে পারহ কৃতকার্য্য। উভয়ে রহিব সুখে পাইয়ে এ রাজ্য॥ দ্বিজ কহে যদি চাহি রাজ্য নৃপাসন। লোভি জ্ঞানে করিবে অভক্তি আচরণ॥ অতি হীত আশয়ে ঘটিবে বিপরীত। অতি শব্দ নহে ভাল জানিহ নিশ্চিত॥ অতি জপে শিবের জাঙ্গল ভস্ম ভাঙ্গ। অতি তেজে পবনের ঊনপঞ্চাসাঙ্গ॥ অতি হিংসা হেতু কষ্ট ভোগি দৈত্য গণ। অতি ক্রোধে রাজ্য ভ্রষ্ট হইল ব্রাহ্মণ॥ কোন ক্রমে ভাল নহে অত্যন্ত প্রয়াস। অপকর্ম্ম অতিতে অবশ্য সর্ব্বনাস॥ চন্দ্রা কহে রাণী হব অত্যন্ত আশয়। অবশ্য করিতে হবে যে প্রকারে হয়॥ দ্বিজ কহে প্রিয়ে মম প্রীত তব প্রীতে। প্রাণান্তে তোমার বাক্য না রব লঙ্ঘিতে॥ একথা উল্লেখ আমি শ্লেষে করিব। রাজা যাহা কবে তাহা তোমায় কহিব॥ চন্দ্রাবতী কহে বাক্যে হয় কিনা হয়। যাহাতে হইবে শুন সুযুক্তি নিশ্চয়॥ অপ্রকাশে রাজায় করহ যদি নাশ। তবে রাজ্য ধন প্রাপ্ত হইবে নির্য্যাস॥ বিনাশিব নাবালক রাজার কুওরে। রাজা হীনে তুমি রাজা অন্যথা কে করে॥ শুনি সিদ্ধেশ্বর বিপ্র উঠিল সিহরি। হেন অবিশ্বাসি কর্ম্ম কি প্রকারে করি॥ কদাচিৎ এ কুকর্ম্ম কর্ত্তব্য না হয়। লোভে পাপ পাপে মৃত্যু জানিহ নিশ্চয়॥ চন্দ্রাবতী বলে পূর্ণ না হবে প্রত্যাশা। তবে তব আমায় কিসের ভালবাসা॥ দিবানিশি

অসুখি মনের দুঃখে মরি। ব্যথা আমি সদা তব সহ বাস করি॥ কে আমার মনদুঃখ কব কার স্থলে। প্রাণত্যাগ করিব অনলে কিম্বা জলে॥ কথার পিরীতি তব মিছে ভাল বাসা। ভাঙ্গিল সুখের বাসা ঘুচিল প্রত্যাশা॥ ভাবে দ্বিজ পড়িলাম অতি দায়গ্রস্থে। শঙ্খ পড়ে যেন শঙ্খ বর্ণিকের হস্তে॥ প্রিয়োত্তমা প্রাণেদুঃখি যে প্রয়াস হেতু। মমপ্রতি সাদৃশী সেচন করা সেতু॥ করিতে না পারি যদি এ কর্ম্ম সাধন। মনদুঃখে প্রাণপ্রিয়ে তেজিবে জীবন॥ চন্দ্রার বিচ্ছেদে মম অবশ্য বিনাস। কি করি না পারি স্থির করিতে নির্য্যাস॥ যদ্যপি বিনাস করি এ প্রিয় শিষ্যকে। পরকালে নিস্তার না পাইব নরকে॥ মম প্রতি ব্রহ্মজ্ঞান নৃপতির মনে। বিশ্বাস ঘাতকী কর্ম্ম করিব কেমনে॥ মনে মনে সিদ্ধেশ্বর চিন্তিয়ে অশেষ। চন্দ্রাবতী প্রতি কয় হিত উপদেশ॥ কহ প্রিয়ে এ কুকর্ম্ম কেমনে করিব। তারকের স্থলে ত্রাণ কভু না পাইব॥ ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্ম সব ঈশ্বরে গোচর। অবশ্য আমারে দণ্ড দিবেন তৎপর॥ সুজ্ঞানী রাজার গুরু পরম সম্পদ। প্রার্থিকে হইবে প্রাপ্ত পরমার্থ পদ॥ করিয়ে আমায় ভক্তি হইবে উদ্ধার। হেন শিষ্যে নাসিয়ে না পাইব নিস্তার॥ ক্ষন্ত হও ক্ষেমা কর ধরি দুটি করে। তব মর্ম্মচ্ছেদে পাই বেদনা অন্তরে॥ চন্দ্রাবতী চিত্রান্তর কোরোনা কোরোনা। অধীনের মনেদুঃখ দিওনা দিওনা॥ দুই মন সমীরণ স্থির এক স্থল। দেখ প্রেম পয়োনিধি আছে অচঞ্চল॥ দেহ তাহে ভাষি- তেছে সদানন্দোপরি। ডুবাওনা বিচ্ছেদ তুফানে সুখ তরী॥ সুখ ফলবান বনে দিওনা অনল। অমৃতে উৎপন্ন কেন করহ গরল॥ মন দুঃখে চন্দ্রাবতী মৌনভাবে রয়। যত কথা কহে দ্বিজ উত্তর না কয়॥ সিদ্ধেশ্বর দ্বিজের সন্মথে মত্ত মন। ধর্ম্ম ভয় হত হয় কামিনী কারণ॥ মন দুঃখে চন্দ্রার সংসার দেখে শূন্য॥ চন্দ্রা মাত্র সার আর অন্য তুচ্ছ গণ্য॥ ভাবে দ্বিজ জাথে হয় নৃপতি সংহার। প্রয়সেনী অভিমানী সহ্য করা ভার॥ দ্বিজ কহে তেজ দুঃখ তেজ অভিমান। তব মুখ ম্লানে অস্থির মম প্রাণ॥ কল্য রাত্রে রাজা সহ অরণ্যে যাইব। যে প্রকারে পারি তারে বিনাষ করিব॥ সন্তোষ হইয়ে প্রিয়ে তুলিয়ে বদন। কহ কথা মন ব্যথা করহ মোচন॥ চন্দ্র আস্যে মিষ্ট ভাষ্যে পরিহাস বাণী। শ্রবণ করিতে সদা সবাঞ্ছিত প্রাণি॥ চন্দ্রা বলে অনলে জ্বলিতে ছিল

প্রাণ। আসা সিদ্ধ বাক্য সুধা সেচনে নির্ব্বাণ ॥ মধু মাখা মিষ্ট ভাষে তুষ্ট মম মন। করিয়াছি জীবন যৌবন সমর্পণ ॥ মম অভিমানে তব বেদনা অপার। প্রাণনাথ প্রাণেদুঃখ দিয়াছি তোমার ॥ অগ্রে যদি কহিতে আশয় সিদ্ধ কথা। না হইত উপার্জ্জন কেন মন ব্যথা ॥ সিদ্ধেশ্বর সমাদরে সন্তোষ হইল। আস্যে আস্য দিয়ে হৃদে হৃদয় ধরিল ॥ অশেষ রসের কথা করয়ে প্রসঙ্গ। অমৃতে সেচন হয় ব্রাহ্মণের অঙ্গ ॥ রঙ্গরসে অনল সে রজনি পোহায়। রাজাকে নাশিতে দ্বিজ ভাবিছে উপায় ॥ প্রভাতে উঠিয়ে রাজা গুরু প্রণমিয়ে। ত্বরা করি রাজ্য কর্ম্ম সকল সারিয়ে ॥ করেন গুরুর সেবা মহা গুরু জ্ঞানি। চন্দ্রাবতী যুবতীকে ভক্তি করে রাণী ॥ গুরু আর গুরুর মোহিনী দুই জন। স্নান পূজা ভোজনান্তে করিল শয়ন ॥ রাজা রাণী শ্রীগুরুর পাইয়ে প্রসাদ। অঙ্গনে করিল গতি অত্যন্ত আহ্লাদ ॥ উভয়ে না জানে অন্য ধর্ম্ম আচরণ। ইষ্ট তুষ্ট থাকিলে অত্যন্ত তুষ্ট মন ॥ ব্রহ্মতত্ত্ব চূড়ামণি সবার প্রধান। কালীকৃষ্ণ কহে গুরু ভক্তি উপাখ্যান ॥

গুণবর রাজার গুরুর সহিত বনে গমন এবং গুরুভক্তি পুণ্য প্রকাশ।

তাল একতালা। শ্রীগুরুর শ্রীচরণে রতরহ মন। গুরুভক্তি পুণ্যানলে দগ্ধ হবে পাপ বন ॥ গুরু পদ সার সার, ইন্দ্র পদ কোন ছার; ব্রহ্মপদে যাইবার নাহি তার নিবারণ। শ্রীগুরু ব্রহ্মণ্য-গণ্য ধ্যানেতে বিপদ শূন্য; কালীকৃষ্ণ হয় ধন্য রচিয়ে তত্ত্ব কথন ॥

পয়ার। সিদ্ধেশ্বর সর্ব্বক্ষণ চিন্তিত অন্তরে। কিপ্রকারে করি নাশ রাজা গুণবরে ॥ বৈকালে নৃপতি গিয়ে গুরুর সদন। করেন অষ্টাঙ্গে নতি স্তুতি অনক্ষণ ॥ ক্রমে দিবা গত সন্ধ্যা উপস্থিত হয়। সিদ্ধেশ্বর গোপনে নৃপতি প্রতি কয় ॥ অদ্যকার নিশি অতি সাধনার কাল। তপস্যা কারণে বনে চলহ ভূপাল ॥ রজনীতে মম সহ চল তুমি বন। সঙ্গোপনে নারায়ণে করিবে সাধন ॥ হইবে অভিষ্ট সিদ্ধ আছে সতোপায়। না কহিয় কোন জনে চলহ ত্বরায় ॥ করেন নৃপতি সদা গুরুপদ ধ্যান। গুরুবাক্য ব্রহ্মজ্ঞান গুরু গত প্রাণ ॥ সর্ব্বক্ষণ গুরুপদে ভক্তি মতি অতি। যে আজ্ঞা বলিয়া যায় গুরুর সংহতি ॥ গুরু

শিষ্যে গতি করে অতি সঙ্গোপনে। নিশাকালে প্রবেশ করিল ঘোরবনে॥ মহিষ গণ্ডার ব্যাঘ্র ভল্লুক বিস্তর। ভ্রমণ করিছে সেই বনের ভিতর॥ বন জন্তু দেখি অতি ত্রাসিত ব্রাহ্মণ। শিষ্য সহ শাল বৃক্ষে করে আরোহণ॥ ধ্যা করেন গুরুদেব একান্তে চিন্তিয়ে। গুরু পদতলে রাজা রহিল বসিয়ে॥ সিদ্ধেশ্বর চিন্তা করে মারিতে রাজারে। বনমধ্যে পাঠাইব জল আনিবারে॥ কোন বনচরে ধরি রাজাকে খাইবে। অনায়াশে আশা সিদ্ধ আমার হইবে॥ গুণবর রাজা প্রতি কহে সিদ্ধেশ্বর। পিপাশায় প্রাণ মম অত্যন্ত কাতর॥ শীঘ্র করি বারি আনি বাঁচাও জীবন। জলপাত্র করে তার করিল অর্পণ॥ ইষ্ট বাক্য শ্রেষ্ট তার গুরু পরায়ণ। আজ্ঞামাত্র নামি ভূমে করিল গমন॥ বারি অন্বেষনে বনে ভ্রমিয়ে বেড়ায়। রাত্রযোগে সরবর সন্ধান না পায়॥ বড় বড় বন জন্তু পর্ব্বত আকার। রাজার শরীর দেখে অনল বিস্তার॥ ইষ্ট নিষ্ঠা উৎকৃষ্ট প্রকৃষ্ট পুণ্যবান। শত্রু পক্ষ নিরখে অনল দীপ্তমান॥ প্রাণভয়ে পশুগণ পলায়ণ করে। উগ্র তপা উত্তরে উত্তরে সরোবরে॥ বন মধ্যে ইন্দ্রের উত্তম সরোবর। শুধাসম তোয় তটে উদ্যান সুন্দর॥ নানা পুষ্প নানা ফল শুসোভা বিস্তর। নির মধ্যে শ্বেত আদি সরজ সুন্দর॥ চতুষ্পার্শে পরিপাট্ট প্রস্তরে বন্ধন। বেড়িয়ে বসিয়ে বহু দেবকন্যা গণ॥ তথা না যাইতে পারে সাধারণ নরে। দেবকন্যা গণ আসি নিত্য কেলি করে॥ দেখিয়ে না দেখে রাজা সুন্দরী সকলে। ইষ্ট দেবে দৃষ্ট করে হৃদয় কমলে॥ গুণবরে সূর্য্যতেজ্জ কার নিরীক্ষণ। গুরু ভক্তে প্রণাম করেন কন্যাগণ॥ সকলে করেন হাস্য হেরিয়ে রাজায়। ভৃঙ্গারে লইয়ে বারি গুণবর যায়॥ হৃদপদ্মে গুরুপদ মুখে গুরু নাম। উত্তরিল গুরুর নিকটে গুণধাম॥ ভৃঙ্গার সলীল পূর্ণ করেন অর্পণ। আশ্চর্য্য ভাবিয়ে শিষ্যে শুধান ব্রাহ্মণ॥ কহ বাপু কিরূপে আনিলে বারি বনে। রাজা কয় পরিচয় গুরুর সদনে॥ বনে গতি করি তব চরণ চিন্তিয়ে। চতুর্দ্দিগে বনচর পলায় হেরিয়ে॥ উত্তরে উত্তরি হেরি উত্তম সায়র। চতুর্দ্দিগে প্রস্তরে বান্ধান মনোহর॥ তটে নানা ফল পুষ্প বারিতে কমল। দূর্ব্বাঙ্গনা গণ তথা রূপে নিশাচর॥ তাহারা আমায় হেরি প্রণাম করিল। চিত্তে কি করিয়ে চিন্তা সকলে হাসিল॥ আপনার অতি তেষ্টা শুনিয়ে গিয়াছি। কোন কথা না কহিয়ে শীঘ্র আসিয়াছি॥ দুষ্ট দ্বিজ মনে করে আইল বাঁচিয়ে।

এবার খাইবে ব্যাঘ্রে দিব পাঠাইয়ে॥ দ্বিজ কহে শীঘ্র তথা করহ গমন। শুধাইবে কিহেতু হাসিল কন্যাগণ॥ কাহার তনয়া তারা কেন সরোবরে। শীঘ্র সমাচার দেহ আমার গোচরে॥ আজ্ঞামাত্র অমনি নাম্বিল ভূমিতলে। দ্রুতগতি দেবকন্যা গণ স্বর্গে চলে॥ পথে হেরি পশুগণ করে পলায়ন। রাজা উত্তরিল কন্যা সবার সদন॥ পুনঃ পুণ্যবানে হেরি পবিত্র ভাবিয়ে। গুরুভক্তে জিজ্ঞাসেন সকলে মিলিয়ে॥ কহ রাজা গিয়ে কেন আইলে ত্বরায়। রাজা বলে মম গতি গুরুর আজ্ঞায়॥ কাহার তনয়া সবে কি হেতু হেথায়। হেরিয়ে হাসিয়ে ছিলে কোন অভিপ্রায়॥ শুনিয়ে সুন্দরী গণ গুরুভক্তে বলে। অমর গণের কন্যা আমরা সকলে॥ তোমা দোঁহাকার ভাগ্য চিন্তা করি মনে। করিয়ে ছিলাম হাস্য এই সে কারণে॥ নৃপতি কহেন কহ ভাগ্য বিবরণ। সে কথা কহিব গিয়ে গুরুর সদন॥ সবে বলে সক্ষ নহি সে কথা কহনে। জ্ঞাত হও যদি যাও ইন্দ্রের সদনে॥ রাজা কহে সানুকূল হইয়ে সকলে। আমায় লইয়ে চল সুরেন্দ্রের স্থলে॥ কন্যাগণ বলে তব অতি ভাগ্যবল। অবশ্য লইয়ে জাব দেবরাজ স্থল॥ শূন্যে গমনের মন্ত্র করেন প্রদান। কন্যাগণ সহ রাজা সুরপুরে জান॥ দূরে থাকি কন্যাগণ গুরুভক্তে কয়। দেখহ অপূর্ব্ব উর্দ্ধ ইন্দ্রের আলয়॥ দক্ষিণ দিগের দ্বারে করহ গমন। সভামধ্যে সুরেন্দ্রে পাইবে দরশন॥ শুধাইবে গুরু শিষ্য উভয়ের ফল। সুরেন্দ্রের সন্নিধানে সুনিবে সকল॥ সেই কথা শুনি রাজা শীঘ্রগতি চলে। উপনীত অমর সবার সভা স্থলে॥ দেখে রাজা ইন্দ্রের সভার শোভা অতি। রবি শশী যিনিয়ে আলয়া দির জ্যোতি॥ সিংহাসন আসন চিকন স্থলে স্থলে। সুবেশে বসিয়ে তাহে দেবতা সকলে॥ বসন ভূষণাদিতে করিয়ে সুসাজ। শ্রেষ্ঠাসনে সানন্দে বসিয়ে সুররাজ॥ সে সর্ব্বের তুলনা কোথায় দিব আর। দেবতার সভার বর্ণনা করা ভার॥ সুরপতি নরপতি প্রতি নিরখিয়ে। করেন মিনতি সিংহাসনে বসাইয়ে॥ ধন্য পুণ্যবান তুমি গুরু পরায়ন। কহ মহারাজ হেথা কি হেতু গমন॥ রাজা কহে আইলাম গুরুর আজ্ঞায়। শুন কহি যে কারণ গমন হেথায়॥ গুরুর অদৃষ্টে আর অদৃষ্টে আমার। কি আছে সে কথা তুমি কহ সারদ্ধার॥ কহিছেন ইন্দ্র সুন ইষ্ট পরায়ন। ব্রহ্মা ভিন্ন একথা কহিবে কোন জন॥ কহিছেন গুণধর সুন পুরন্দর। আমারে লইয়ে চল ব্রহ্মার গোচর॥ দেবরাজ

কহেন তুমি হে পুণ্যশ্লোক। মম সহ চলহ যাইব ব্রহ্মলোক॥ তব সম গুরুভক্ত না হবে না হয়। ব্রহ্মতত্ত্ব মতে দ্বিজ কালীকৃষ্ণ কয়॥

ইন্দ্রের সহিত গুণবর রাজার ব্রহ্মলোকে গমন।

তাল যৎ। গুরু হৈতে শিষ্য বড় যদি থাকে গুরু ভক্তি। ইষ্টে ইষ্ট ধ্যানী জনের ইষ্টাধিক ধর্ম্ম শক্তি॥ বিপ্রকুলে সিদ্ধেশ্বর, পাপে পুণ্য কলেবর, নিষ্পাপ পুণ্যে শিষ্যের, ব্রহ্মতত্ত্বে ভৃগু উক্তি। কহে কালী কৃষ্ণ দ্বিজ, গুরুপদ শরসিজ, তাহে ভিন্ন ভক্তি নিজ, কে কোথায় পায় মুক্তি॥

দীর্ঘ ত্রিপদী। গুণবর নরপতি, ব্রহ্মলোকে করে গতি, সুরপতি সংহতি করিয়ে। উপস্থিত দুই জন, যথায় চতুরানন, ঋষিগণ সহিত বসিয়ে॥ গুণবর পুণ্যবলে, বেদ কারকের স্থলে, কুতুহলে উত্তরে সচ্ছন্দে। বদনে শ্রীগুরুনাম, বিধাতায় গুণধাম, প্রণাম করেন প্রমানন্দে॥ বিরিঞ্চি তুষ্ট হইলা, মিষ্ট বচনে তুষিলা, বসাইলা করিয়া যতন। পূর্ব্বাপর সর্ব্বজ্ঞাতা, তথাচ কহেন ধাতা, কহ হেতা কিহেতু গমন॥ পুরন্দর ততক্ষণ, গুরু শিষ্যের কথন, কহিলেন বিধাতার কাছে। কহিছেন গুণবর, কহ প্রভু সৃষ্টিকর, উভয়ের অদৃষ্টে কি আছে॥ প্রদায়ক ফলাফল, ভাবি উভয়ের ফল, এক ফল করিলা সৃজন। করিলেন সৃষ্টিকর, সে অপূর্ব্ব ফলবর, গুণবরে করে সমর্পণ॥ কারণ কহেন ধাতা, শুন ধন্য গুরুজ্ঞাতা, সর্ব্বকথা ইহার ভিতরে। তোমার গুরুকে দিয়ে, দেখিতে কহে ভাঙ্গিয়ে, শীঘ্র গিয়ে দেহ তার করে॥ প্রণমিয়ে শীঘ্রতর, ফল করে গুণবর, বাতে ভর করিয়ে আইলা। বৃক্ষে সিদ্ধেশ্বর যথা, রাত্র মধ্যে আসি তথা, সর্ব্ব কথা গোচর করিলা॥ দেবকন্যা গণ সঙ্গে, ইন্দ্রস্থলে গিয়া রঙ্গে, প্রসঙ্গের না পাই উত্তর। জ্ঞাত হেতু ত্বরান্বিত, পুরন্দরের সহিত, উপনীত ব্রহ্মার গোচর॥ তোমার আর আমার, ভাগ্যে কিবা সারোদ্ধার, ব্রহ্মার সদনে জিজ্ঞাসিতে। এই ফল তেকারণ, দিলেন চতুরানন, কহিলেন ভাঙ্গিয়া দেখিতে॥ সৃষ্টিপতি তব প্রতি, করিলেন অনুমতি, প্রাণপতি দেখহ ভাঙ্গিয়ে। ব্রাহ্মণ অবাক হয়, এক দৃষ্টে চাহি রয়, পায় ভয় সে কথা শুনিয়ে॥

দেখি কর্ম্ম সর্ব্বাধিক, আপনাকে কহে ধিক, অধিক বিনয়ে শিষ্যে কয়। তুমি বাপু ধন্য ধন্য, তুল্য গন্য নাহি অন্য, তব পুণ্য না হয় নির্ণয়॥ ব্রাহ্মণ অন্তরে ভাবে, আমি নরাধম ভবে, জেতে হবে রৌরব নরকে॥ আমার অনাচরণ, করি বিনাশ কারণ, আকিঞ্চন এমন শিষ্যকে॥ প্রসংশিয়ে গুণবরে ফল নিল নিজ করে, শীঘ্র করে তাহা দুই খান। সে ফলের ভাগ অৰ্দ্ধ তাহে দ্বিজ আছে বদ্ধ, বিরুদ্ধাচরণে হত মান॥ শমন ধরিয়ে দণ্ড, দেহ করে খণ্ড খণ্ড, দেয় দণ্ড কুকর্ম্ম প্রমাণ। দণ্ডপতি বরাবরে, ভুঞ্জিতে হইবে পরে, ফলে করে দৃষ্ট বিদ্যমান॥ দেখিল অৰ্দ্ধেক ফলে, গুণবর পুণ্যবলে, মুক্তস্থলে সুখ ভোগ করে। বহু বিদ্যাধরি গণ, করে চামর ব্যজন, রাজা রত্ন সিংহাসনো পরে॥ পাত্রে নানা গন্ধ দ্রব্য, লেহ্য পেয় চস্য চব্য, ভক্ষ দ্রব্য আছে থরে থরে। ফল হেরি জ্ঞানোদয়, দ্বিজ শিষ্য প্রতি কয়, মহাভয় পাইয়ে অন্তরে॥ কহিছে বিনয় উক্তি, অন্তে তুমি পাবে মুক্তি মম প্রতি ভক্তির কারণ। আমার অধর্ম্ম যত, যে প্রকারে হয় হত, মনগত কর বাছাধন॥ ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মাস্থল, আমারে লইয়ে চল, তাঁরে বল নাশিতে অধর্ম্ম। পুরাহ মন বাসনা, যাহে না পাই যাতনা, সাধনা করহ এই কর্ম্ম॥ শুনি গুণবর তবে, স্কন্ধে নিলা ইষ্টদেবে শিষ্য ভবে গুরুকে তারিতে। বলে মম কেশে ধর, নয়ন মুদিত কর, শূন্যোপর হইবে যাইতে॥ দ্বিজ আঁখি বদ্ধ করি, দৃঢ় করি কেশে ধরি, স্কন্ধোপরি রহে সাবধানে। গুণবর মহাজন, বাতে করি আরোহণ, চলিলেন পদ্মযোনি স্থানে॥ যাইয়ে ব্রহ্মার স্থলে, গুণবর কুতুহলে, ইষ্টে বলে কর প্রভু দৃষ্ট। মহা পুণ্যাত্মা সকলে, সভাতলে কুতুহলে, মধ্যস্থলে ব্রহ্মা উপবিষ্ট॥ নয়ন মিলিয়ে চায়, কিছু না দেখিতে পায়, শুধায় ব্রাহ্মন শিষ্য প্রতি। সর্ব্বশূন্য কার ময়, কিছুই না দৃষ্ট হয়, কোথায় বসিয়ে সৃষ্টিপতি॥ রাজা প্রাণে পায় শোক বলে এই ব্রহ্মলোক,পুণ্যশ্লোক বেষ্ঠনে বিধাতা। কেননা দেখিতে পান এই হেতু দুঃখি প্রাণ, কি কারণ এ বিষয়ে হাতা॥ দ্বিজ দুঃখি অতিশয়, নেত্রে অশ্রু ধারাবয়, হায় হায় করিছে ব্রাহ্মণ। ধরিয়ে গুরুর কর, পুণ্যবান গুণবর, ধাতার গোচর গিয়ে কন॥ হে প্রভু কমলাসন, বিরিঞ্চি চতুরানন, সৃজন কারণ উপোবিষ্ট। তুমি অনাথের গতি, কহি সবিনয়ে অতি, মম প্রতি কুরু শুভাদৃষ্ট॥ শুনি স্বাহাপতি কন, অধর্ম্মিষ্ট এ ব্রাহ্মণ, অর্পণ করহ পুণ্য

নিজ। মহান পুণ্য অর্নবে, পাপাগ্নি নির্ব্বাণ হবে, দেখিতে পাইবে তবে দ্বিজ॥ গুরুর নিন্দা শ্রবণ, করিয়ে দুঃখি জীবন, ক্রন্দন করেন গুণবর। ব্রহ্মা কন ধন্য ধন্য, তব অতি ভক্তি জন্য; পাপ শূন্য হয় সিদ্ধেশ্বর॥ গুরুভক্ত মহাজন, নিজ পুণ্য সমর্পণ; করিলেন নিজ গুরু প্রতি। পাপক্ষয় পুণ্যোদয়, ব্রাহ্মণের দৃষ্ট হয়, সুখময় পুণ্য স্থল অতি॥ দৃষ্ট করে পদ্মাশনে, বসিয়ে আনন্দ মনে, বেষ্টনে তপস্বি ঋষি গণ। সিদ্ধেশ্বর মহানন্দে, ধাতার চরণ বন্দে, প্রেমে কান্দে না সরে বচন॥ কতক্ষণে সিদ্ধেশ্বর, যুগ্ম করি দুই কর, বিধাতার বরাবর কয়। পাপ সর্ব্ব বিমোচন, চন্দ্রাবতীর কারণ, পুনঃ কেন ব্যথিত হৃদয়॥ না বুঝি ইহার মর্ম্ম, আশয় অধর্ম্ম কর্ম্ম, ব্রহ্মলোকে আসিয়ে না যায়। পূর্ব্বাপর বিবরণ, কহিছেন বেদানন, সে কারণ জানাই তোমায়॥ চন্দ্রা তব ভার্য্যা হয়, সে দ্বিজে উপপত্নী নয়, সে জনায় বিবাহ করিয়ে। সিন্ধুক ভিতর ভরি, এনে ছিলে শিরে করি, বিভাবরি সময় লইয়ে॥ কাননে রাখিয়ে তারে, গেলে খাদ্য আনিবারেঃ ব্যাধ করে বাহির তাহারে। প্রবঞ্চনা করি তায়ঃ সে নারী বনে পলায়, ব্যাধ জায় সিন্ধুক ভিতরে॥ বাঞ্ছিত বন্ধ করিতেঃ কল নাড়িতেং দৈবাত্রে সে কল বন্ধ হয়। জলপাত্র মুখ বাঁধা মনে ভাবে আছে শুধাঃ বড় খুধা খাইতে আশয়॥ শুনহ কারণ তার, বিরঞ্জজ দুরাচার, মারিবার আশয়ে তোমায়। কুশল সংবাদ ছলে, কালসর্প কমণ্ডলেঃ তব স্থলে সে ফনি পাঠায়॥ ব্যাধ খুলি সে বন্ধনে, পাত্র মধ্যে করার্পণে, ফণির দংশনে ব্যাধ মরে। তুমি তাহা না জানিয়েঃ ভার্য্যা মরিল ভাবিয়ে, ফেলাইয়ে দিয়াছ সাগরে॥ আছে কিনারে ডুবিয়ে, সেই সিন্ধুক তুলিয়েঃ ভাঙ্গিয়ে জানহ বিবরণ। মনি মাণিক্য বিস্তর, আছে তাহার ভিতরঃ গিয়ে কর সে ধন গ্রহণ॥ তব পত্নী দাসী ছলে, রহে মৃণময়ী স্থলেঃ তথাস্থলে তুমি স্থিতি গিয়ে। উভয়ে মিলন হয়; পরকীয় ভাবোদয়ঃ দোঁহায় উভয়ে না চিনিয়ে॥ তাহা শুনি সিদ্ধেশ্বরঃ করে পায় শশধরঃ কলেবর শিতল তৎক্ষণে। হৃদয়ে বিচ্ছেদানলঃ জ্বলিতেছিল প্রবলঃ নিভাইল ব্রহ্মার বচনে॥ অতি আনন্দিত মনঃ গুরু শিষ্য দুই জনঃ পড়ি জান ব্রহ্মার চরণে। করিয়ে অশেষ নতিঃ কহেন ব্রহ্মার প্রতিঃ দিব্য গতি তব দরশনে॥ কহিছেন বেদাননঃ মর্ত্তো যাও দুই জনঃ বহু দিন পর মায়ু আছে। উভয়ের আয়ু শেষেঃ চতুর্ভুজে দিব্য বেশেঃ অনায়াসে রবে বিষ্ণু

আছে॥ মন সুখে রাজা দ্বিজঃ আইলা আলয়েঃ নিজঃ দ্বিজ নিজ পত্নী প্রতি কয়। কেন আর ম্লান মুখঃ ঘুচিল মনের দুঃখঃ হেন সুখ না হবে না হয়॥ শুনহ সুখদ তরি, আশয়ে অধর্ম্মোপরিঃ পতি রক্ষি কানন ভিতরে। একে হই য়াছে আরঃ আনন্দের নাহি পারঃ পরম সুগার ইহ পরে॥ ধর্ম্মিষ্টে বিনাশা সায়ঃ সংসম স্বর্গ বিধায়ঃ বিধাতায় প্রাপ্ত দরশন। আমাদের নিরানন্দেঃ মহানন্দ যে প্রবন্ধেঃ আহ্লাদে না স্ফুরে সে কখন॥ ক্রিপান্বিত চতুর্মুখঃ যে সুখে পূর্ব্বে বৈমুখঃ সেই দুঃখ বিনাশ হইল। তুমি মম চন্দ্রাবতীঃ আমি সেই তব পতিঃ সৃষ্টিপতি সকল কহিল॥ পূর্ব্বাদি বৃত্তান্ত যতঃ চন্দ্রা হয় অব গতঃ সুখ কত বর্ণন না যায়। মিলন পতির সঙ্গেঃ নহা মন দুঃখ ভঙ্গেঃ মৃত অঙ্গে যেন প্রাণ পায়॥ চন্দ্রা ধরে গলাহাহান্দি হৃদয়ে হৃদয় বান্ধিঃ কহে কান্দি পতি সন্নিধান। তুমি কি মম জীবনঃ মম সেই হারাধনঃ প্রাণধন প্রানাধিক প্রাণ॥ আহা আহা মরি মরিঃ হরি প্রাণ ধনে হরি দয়াকরি দুঃখিনীরে দিলা প্রবর্ত্ত করি মন্মথ, কুপথ নহে শুপথঃ ধর্ম্ম পথ দোঁহার রাখিলা॥ উভয়ে আনন্দে রয়ঃ অতিশয় সুখোদয়ঃ না হয় হবার নয় তেন। মৃগময়ী গুণবর, চন্দ্রাবতী সিদ্ধেশ্বরঃ সকলের ইন্দ্র পদ যেন॥ গুণবর নৃপবর, সিদ্ধেশ্বর দ্বিজ বরঃ উভয়ের বংশ বৃদ্ধি হয়। নানা সুখ ভোগ করিঃ অন্তে দৃব্য দেহ ধরিঃ স্বর্গোপরি পত্নী সহ রয়॥ ব্রহ্মতত্ত্ব সর্ব্বসারঃ তাহে গুরু ভক্তি সারঃ কথা সার এই ইতিহাস। চিন্তা করি পরমিষ্টঃ হৃদয়ে হইয়ে হৃষ্ট, কালীকৃষ্ণ করিল প্রকাশ॥

অথ মৎস অবতার প্রকাশ।

ভাল আড়া। অন্যের করিলে মন্দ মন্দ হয় আপনার। ধর্ম্মা ধর্ম্ম বুঝে মর্ম্ম ব্রহ্ম করেন বিচার॥ হয়গ্রীব যুক্তি করিঃ চারিবেদ করে চুরি, তারে মারি দর্পহারিঃ করেন বেদ উদ্ধার। বিধাতা বেদে প্রচারে ভোগকর্ম্ম অনুসারে কালীকৃষ্ণ ভোগ করে কর্ম্ম ভোগ আপনার॥

পয়ার। ব্রহ্মার মানষ পুত্র ভৃগু জ্ঞানবান। জ্ঞাত ঋষি ভূত ভবিষ্যত বর্ত্ত মান॥ বিশেষ মনুর মুখে করিয়ে শ্রবণ। ব্রহ্মতত্ত্বে ব্রহ্মকৃর্ত্তি ঋষি বর্ণে কন॥ গুরু প্রতি ভক্তিতে যে ফল উপার্জ্জন। যৎকিঞ্চিৎ কহিলাম করিলে শ্রবণ॥

গুরু বাক্য না শুনিয়ে দুষ্ট দৈত্য গণ। বহু জন বহু মতে হইল নিধন॥ যে সকল মহাবল দৈত্যের ভূপতি। নাশকারি নানা রূপ হইয়ে শ্রীপতি॥ শুন সবে সেই কথা ক্রমে কহি স্থূল। হবে ধর্ম্ম বৃদ্ধি বুদ্ধি বাড়িবে বিপুল॥ দিতি গর্ব্বে অসুর অদিতি গর্ব্বে সুর। দেবাসুরে বিসম্বাদ বাড়িল প্রচুর॥ দিতির জঠরে জন্মে অসুর প্রচণ্ড। সর্ব্ব অঙ্গ নরাকার হয় হয় মুণ্ড॥ শাঁপে জন্মে হয় গ্রীব দৈত্যের প্রধান। একাকী ত্রিলোক জই মহাবলবান॥ হয়গ্রীব হয় রাজা ভুবন ভিতর। অমরের অমঙ্গলে রত নিরন্তর॥ অমরাবতির ন্যায় তাহার আলয়। কুবেরের ন্যায় অর্থ সম্পত্তি বিশয়॥ নন্দন কানন ন্যায় উদ্যান তাহার। পত্নী সহ করে নৃত্য উদ্যানে বিহার॥ নানা ফলবান বৃক্ষ উদ্যান ভিতরে। নানা পুষ্প প্রস্ফুটিত গন্ধে মনোহরে॥ তেজস্বি পুলহ ঋষি ব্রহ্মার কুমার। উদ্যানেব নিকট হইয়ে গতি তাঁর॥ প্রস্ফুটিত কুসুম করিয়ে নিরীক্ষণ। তুলিছেন করিতে ঈশ্বরে সমর্পণ॥ পত্নী সহ হয়গ্রীব আইল তথায়। ঋষি পুষ্প তুলিছে দেখিয়ে ক্রোধে ধায়॥ এক শিলা বৃহদ পড়িয়ে তথাছিল। শিলাঘাতে বিনাসিতে মনেতে ইচ্ছিল॥ দৈত্য বলে দুষ্ট বেটা তপস্বি ব্রাহ্মণ। কি সাহসে করিতেছ কুসুম চয়ন॥ আসিতে এ ফুল বনে ইন্দ্র সক্ষ নয়। হইয়ে দুর্ব্বল দন্য না হইল ভয়॥ এই শিলাঘাতে তোর বধিব জীবন। ইহা বলি করে কর শিলায় অর্পণ॥ পুলহ কহেন ওরে দানব পাপিষ্ঠ। শিলায় লাগিয়ে কর ওই স্থলে তিষ্ঠ॥ অলঙ্ঘ ঋষির বাক্য ফলিল তৎপর। লাগিল শিলায় কর ছাড়ান দুষ্কর॥ ফাঁপরে পড়িল দৈত্য বারম্বার টানি। না পারে তুলিতে শিলা ছাড়াইতে পানি॥ হয়গ্রীব ভাবে এ যে বিপরীত দায়। শরীরে নিকলে ধর্ম্ম বুঝি প্রাণ যায়॥ তাহার বণিতা দেখে বিপদ দুর্ঘট। জানিল দ্বিজের শাঁপে ঘটিল শঙ্কট॥ বণিতা কহিছে পতি কুকর্ম্ম করিলে। কহিয়ে দুর্ব্বাক্য দ্বিজে বিপদে পড়িলে॥ হয়গ্রীব কহে প্রীয়ে উপায় কি করি। অঘটন ঘটিল সঙ্কটে কিসে তরি॥ গুণময়ী নাম তার শুশীল্যা কামিনী। হেরিয়ে পতির কষ্ট অন্তরে দুঃখিনি॥ পুলহ ঋষির পায়ে পড়িল সুন্দরী। সবিনয়ে কহিছে চরণদ্বয়ে ধরি॥ আমার পতির দোষ মার্জ্জনা করিয়ে। প্রস্তর হইতে হস্ত দেহ গো খুলিয়ে॥ পুলহের দয়া হয় নারীর বিনয়ে। কহিছেন হয়গ্রীব

দানব দুর্জ্জয়ে॥ অধর্ম্ম দুর্নীত কর্ম্ম না করিহ আর। প্রস্তর হইতে কর ঘুচিল তোমার॥ ঋষির আজ্ঞায় দায়ে হইল মোচন। কবেন পুলহ ঋষি সকার্য্যে গমন॥ হয়গ্রীব অসুরের দর্পচূর্ণ হয়। আপনা আপনি চিত্তে খেদ করি কয়॥ অব্যর্থ বিপ্রের বাক্য ব্রহ্মতেজ ধনা। সম্প্রতি কি সামর্থ ধরায় ধিক গণ্য॥ মুষ্ট্যাঘাতে পারি চূর্ণ করিতে শিখর। ব্রাহ্মণের বচনে শিলায় লাগে কর॥ পারি আমি মেদিনী সাগরে ডুবাইতে। বিপ্র অভিশাপে শিলা না পারি তুলিতে। যাদৃশী একটি কেশে কন্নী বাহ্মা রয়। তাদৃশী শিলায় মম কর বদ্ধ হয়॥ করিতে অসাধ্য সিদ্ধ পরাক্রমে পারি। যৎসামান্য শিলাটা হইল অতি ভারি॥ বৃথা মম ধন ধনা বৃথা পরাক্রম। থাকিতে বিপ্রের তেজ না রবে সম্ভ্রম॥ বেটারা বেড়ায় বনে ফল মূল খায়। সকলি করিতে পারে কথায় কথায়॥ অপমানে হইতেছে জীবন দাহন। জাথে যায় ব্রহ্মতেজ করিব এক্ষণ॥ বেদ পাঠে বিদ্যায় বিধান সব জানে। সিদ্ধ হয় সাধনায় অশেষ বিধানে॥ করিব এমত জাথে বেদ হয় নয়। তবে বিপ্র বেটাদের তেজ হবে ক্ষয়॥ বিধাতার সন্নিধানে আছে বেদ চারি। পরাক্রমে আনিলে বিবাদ হবে ভারি॥ ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব সহ বিবাদ হইবে। তাহাকেও পারি ঋষি বেটারা রুষিবে॥ অতএব চারি বেদ গোপনে লইয়ে। কিছুকাল পাতালে রহিব লুকাইয়ে॥ বিদীর্ণ করিব বর্ণ বুঝিতে না পারে। ভাষাইব তিল তিল করিয়া পাথারে॥ বেদ ভিন্ন দেব দ্বিজ সামান্য হইবে। জোটে বেটাদের তেজ কিছু না রহিবে॥ হয়গ্রীব ইহা চিত্তে যুক্তি স্থির করে। পাঠাইয়ে দিল নিজ পত্নীকে অন্দরে॥ ছদ্মবেশে ঊর্দ্ধে উঠে ব্রহ্মলোকে যায়। নিশাভোগ রাত্রে দৈত্য উত্তরে তথায়॥ ক্ষুদ্রাকারে বেদাগারে প্রবেশ করিল। চারি বেদ করে করি ত্বরায় ফিরিল॥ রজনী প্রভাত হয় উদয় ভাস্কর। বেদ করে সিন্ধুনীরে ডুবিল তৎপর॥ চলে জলে অন্তলে পাতালে উপনীত। বেদাভাবে ভাব ব্রহ্মা জানিলা নিশ্চিত॥ হয়গ্রীব দৈত্য বেদ করিয়ে হরণ। করিয়াছে বেদ সহ পাতালে গমন॥ অতি অমঙ্গল জানি ভাবিয়ে শঙ্কট। কহেন ক্ষীরদতটে ব্রহ্মের নিকট॥ কোথা হে করুণাকর পরাৎপর হরি। দৈত্যে করে বেদ চুরি উপায় কি করি॥ বেদ ভিন্ন ব্রহ্মাণ্ডের না বুঝি বিহিত। ধর্ম্ম যত হবে হত বাড়িবে কুনীত॥ দিলে এক শ্লোক তাহে চারি বেদ হয়। বহু পরিশ্রমে ক্রমে

সকল নির্ণয়॥ বেদ উদ্ধারিয়ে দিয়ে করহ নিস্তার। তুমি ভিনা একর্ম্ম সাধনে সাধ্য কার॥ কহেন করুণাময় কি চিন্তা তাহার। যাও ব্রহ্মা শীঘ্র বেদ করিব উদ্ধার॥ ঈশ্বরের আজ্ঞায় আনন্দে সৃষ্টিপতি। তৎপর আপন স্থলে করিলেন গতি॥ গেলেন করিতে সন্ধ্যা কস্যপ সুধীর। তুলেন ডুবায়ে কোশা সমুদ্রের নীর॥ চিন্তামণী ক্ষুদ্র মীন হইয়ে ত্বরায়। উঠেন অচ্যুতানন্দ ঋষির কোশায়॥ ক্ষুদ্র মীনে কস্যপ করেন নিরীক্ষণ। শশিসম কান্তি শুভ্র উত্তম গঠন॥ মীন করে কস্যপ আইলা নিজ ঘরে। ক্রমে বাড়ে সে মীন সে কোশায় না ধরে॥ কস্যপ আশ্চর্য্য ভাবি মীনকে লইয়ে। তৎপর ডাবর মধ্যে দিলেন ছাড়িয়ে॥ ডাবরে বাড়েন ব্রহ্মবস্তু পরাৎপর। ফেলেন কস্যপ মীনে কূপের ভিতর॥ ক্রমে মৎস্য অঙ্গ বৃদ্ধি সে কূপে না ধরে। মীনে তুলি কস্যপ ফেলেন সরোবরে॥ সরোবর মধ্যে মৎস বাড়েন তৎপর। সরোবরে না ধরে মীনের কলেবর॥ কস্যপ করেন যুক্তি কি করি উপায়। মীনকে মস্তকে করি চলেন ত্বরায়॥ ফেলিলেন মহামীনে সাগরের নীরে। নিরীক্ষণ করেন কস্যপ থাকি তীরে॥ শূন্য মধ্যে বিধি ইন্দ্র আদি সুরগণ। মহাকায়া মৎসকে করেন নিরীক্ষণ॥ ক্রমে বাড়ে মীন অঙ্গ মুহুর্ত্তে দ্বিগুণ। নানা চিত্র বিচিত্রাঙ্গ গঠন সুক্তন॥ পঞ্চাশ যোজন দীর্ঘ তৎপঞ্চাংশ প্রস্থ। প্রমাণ নেঙ্গুড় পাখা প্রভৃতি সমস্ত॥ ব্রহ্মাদি দেখেন মীন বৃহৎ কায়ায়। সকল শরীর নীর দেখা নাহি যায়॥ ইন্দ্রাদি অমর স্তব করেন বিস্তর। হইলেন জলে মগ্ন মীন কলেবর॥ নানা স্থলে হয়গ্রীবে খুজিয়ে বেড়ান। পাতালে বসিয়ে দৈত্য পর্ব্বত প্রমাণ॥ মৎসরূপে মহাত্মান সন্নিকটে গিয়ে। মুণ্ডু তার ঝটিত ধরেন ঝাপটিয়ে॥ লেজের সাপট মারি দানব দুর্জ্জনে। করিলেন নারায়ণ বিনাশ তৎক্ষণে॥ বদনে ধরিয়ে বেদ উঠেন ভাসিয়ে। মহানন্দে মগ্ন ব্রহ্মা ইন্দ্রাদি হেরিয়ে॥ সকলে করেন স্তব মীন অবতারে। তব মহিমার সীমা কে কহিতে পারে॥ অসাধ্য করণ সিদ্ধ সে সাধ্য তোমার। তদেচ্ছায় সৃষ্টি রক্ষা তুমি মূলাধার॥ বদনের বেদ ব্রহ্মা নিলেন তৎপর। নীরে হইলেন মগ্ন মীন কলেবর॥ গেলেন সকলে স্বস্ব স্থানে আপনার। মীনরূপে ব্রহ্ম করিলেন বেদুদ্ধার॥ বিপদে পড়িলে ব্রহ্ম পদাশ্রয় ধার্য্য। তত্ত্বমতে কহে কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য॥

পয়ার। কহিছেন ভৃগুঋষি শুন অতঃপর। হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকসিপু সহোদর॥ হিরণ্যকসিপু করে তপস্যাচরণ। না জানে হইল হিরণ্যাক্ষের মরণ॥ আহার আলস্য আদি তেজি মহাক্লেশে। করিছে কঠোরতপ ব্রহ্মার উদ্দেসে॥ তপস্যা করিল দুই সহস্র বৎসর। আসিয়ে কহেন ব্রহ্মা মাগি লহ বর॥ দানবের ধ্যান ভঙ্গ ব্রহ্মার বচনে। কহিছে করিয়ে বহু প্রণাম চরণে॥ ক্রিপানিধি যদ্যাপি করিলে অনুগ্রহ। নিজগুণে এ অধীনে অমর করহ॥ সৃষ্টিপতি কহেন এ কথা অনোচিত। জন্মিলে অবশ্য মৃত্যু জানিহ নিশ্চিত॥ আর বর চাহ জাহা তাহা পারি দিতে। তোমারে না পারি আমি অমর করিতে॥ হিরণ্যকসিপু মনে চিন্তিয়ে উপায়। প্রকারে অমরাসয়ে কহে বিধাতায়॥ জলে স্থলে দিবা রাত্রে সৃষ্টিতে তোমার। দেহ বর না হইবে মরণ আমার॥ তথাস্তু বলিয়ে ব্রহ্মা তুষিয়ে ভক্তকে। অন্তর্ধান হইয়ে গেলেন ব্রহ্মলোকে॥ হিরণ্যকসিপু বীর স্বধামে আইল। কোথা মম জেষ্ঠ ভ্রাতা সবে জিজ্ঞাসিল॥ কান্দিয়ে দানব গণ কহে তার পাস। হিরণ্যাক্ষ বীরে বিষ্ণু করিয়াছে নাশ॥ সহোদর বিনাস শুনিয়ে দৈত্যবর। ক্রোধে কম্পবান বীর মহা তেজস্কর॥ মহাবল বন্ত দৈত্য দুরন্ত দুর্জ্জয়। প্রবল দানব দল মধ্যে রাজা হয়॥ ভাই হত শুনিয়ে ব্যথিত কলেবর। বিষ্ণু করে বিনাশ শুনিল পরস্পর॥ ধরিয়ে শুকর রূপ সমুদ্রের নীরে। বিনাসিল দন্তাঘাতে হিরণ্যাক্ষ বীরে॥ কান্দিছে ভ্রাতার শোকে হিরণ্য কসিপু। নিশ্চয় জানিল মনে বিষ্ণু মম রিপু॥ মহা কোপে দম্ভ করি কহিছে সবায়। বিষ্ণুকে মারিব আমি পাইব যথায়॥ স্বসৈন্য করিয়ে সজ্জা মহাকোপে চলে। জনার্দ্দনে খুজিয়ে বেড়ায় ভূমণ্ডলে॥ বিলম্বে মরিবে দৈত্য জানিয়ে নির্য্যাস। ক্ষীরদের মধ্যে বিষ্ণু করিলেন বাস॥ স্বর্গ মর্ত্য পাতাল করিল অন্যাষণ। না পাইয়ে নিজালয়ে করিল গমন॥ জানিল ক্ষীরদে বিষ্ণু ভয়ে লুকাইল। মহাদর্পে রাজ্য ভোগ করিতে লাগিল॥ স্বর্গমর্ত্য পাতাল করিল অধিকার। তার সহ করে দন্দ্ব হেন সাধ্য কার॥ পরিপূর্ণ পরাক্রম প্রবল প্রতাপ। বিষ্ণু সহ বিসম্বাদে উপজিল পাপ॥ ত্রিলোকে সাশন বড় সবার উপরে। মহাভয়ে বিষ্ণু নাম কেহ নাহি করে॥ ভ্রমে যদি কেহ বলে হরি নারায়ণ। হিরণ্য কসিপু তার বিনাশে জীবন॥ পাপে পরিপূর্ণ হয় পাপিষ্ঠের অঙ্গ। নারদ বিষ্ণুর স্থলে করেন প্রসঙ্গ॥ হিরণ্য কসিপু

দৈত্য ত্রিজগৎ নাসে। যে করে তোমার নাম তাহারে বিনাশে॥ তুমি পরাৎ পর বস্তু প্রভূ নারায়ণ। সইচ্ছায় অনাকারে আকার ধারণ॥ ত্রিলোক পালন হেতু উদয় আপনি। তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি দিনমণি॥ না জানে মহিমা তব দুষ্ট দুরাচার। নিরবধি তব নিন্দা কত সব আর॥ দুর্জ্জনের দর্পচুর্ণ করহ শ্রীহরি। ঘুচাও মহির ভার দুষ্টে নাশ করি॥ কহিছেন হৃষিকেশ বিশেষ শুনিয়ে। দেবঋষি পূর্ব্ব কথা না জান জানিয়ে॥ ছিল জয় বিজয় বৈকুণ্ঠে মম দ্বারী। ভৃগুর শাঁপেতে মর্ত্যে দৈত্য মূর্ত্তি ধারি॥ ঐরি ভাবে মম পাশে হইবে নিধন। এক জনে মারিআছি আছে এক জন॥ কিছুকাল পরে দুষ্ট বিনাশ হইবে, ত্রিতীয় জন্মের পরে আমায় পাইবে॥ নারদের চৈতন্য চৈতন্যের বচনে। করেন গমন রত হরি শঙ্কীর্ত্তনে॥ ব্রহ্মতত্ত্ব ভৃগুমুখে সকল নির্য্যাস। কালীকৃষ্ণ আদ্যখণ্ড করয়ে প্রকাশ॥

হিরণ্যকসিপুর পুনঃ তপস্যা।

তাল মং। হরি ধ্যান বিনে মন কেমনে তরিবে ভবে ভব, পারের কাণ্ডারি হরি হরি বিনে কে তারিবে॥ বিরত শ্রীনারায়ণে, অন্য ধ্যানে রত রবে; কোরে, গোড়ায় ছেদন আগায় সেচন করণে কি ফল হবে॥ দুষ্ট তায় প্রাপ্ত কষ্ট, ভিন্ন কৃষ্ণে নিষ্ঠা ভাবেঃ শেষে ইতঃনষ্ট তত ভ্রষ্ট কালীকৃষ্ণ সারা ভেবে॥

পয়ার। কহিছেন ঋষিবর্গে ভৃগু মহাশয়। শুনহ হিরণ্য কসিপুর পরিচয়॥ দেবঋষি ভ্রমিয়ে বেড়ান ভূমণ্ডলে। দৈত্য ভয়ে কৃষ্ণ বিষ্ণু কেহ নাহি বলে॥ নারদের চিত্তে দুঃখ অতিশয় হয়। ভাবিছেন কিসে দুষ্ট দৈত্য হয় ক্ষয়॥ চিন্তিয়ে চলেন দৈত্য পতির নিকটে। মুখে মহেশ্বর নাম কৃষ্ণ নাম ঘটে॥ হিরণ্যকস্পি দিলা বসিতে আসন। কহে কহ কিকারণে হেথায় গমন॥ নারদ কহেন ভাল বাসি হে তোমারে। অন্যায় করিয়ে বিষ্ণু হিরণ্যাক্ষে মারে॥ ব্রহ্মা ইন্দ্র সুর সবে বসিয়ে সভায়। তোমারে নাসিতে সবে ভাবিছে উপায়॥ দৈত্যপতি হাসিয়ে নারদ প্রতি কয়। পাইয়াছি বর যাহা শুন মহাশয়॥ তপস্যার তেজে ব্রহ্মা সাক্ষাৎ হইলা। আমায় অমর বর কদাচ না দিলা॥ মাগিলাম বর মৃত্যু না হবে আমার। জলে স্থলে দিনে রেতে সৃষ্টিতে তোমার॥

না বুঝে এ বর দিল ভাবিতেছি তাই। কেমনে করিল সৃষ্টি কোন বুদ্ধি নাই॥ নারদ কহেন তাই এলাম কহিতে। না জানহ একমন ব্রহ্মাতে বিষ্ণুতে॥ ব্রহ্মা বিষ্ণু সুর সবে একত্র হইয়ে। নাসিবে তোমায় কোন প্রকার করিয়ে॥ ত্বরায় করহ বন্দি সর্ব্ব দেবতায়। করহ বিষ্ণুর তত্ত্ব আছেন যথায়॥ এতেক কহিয়া ঋষি করেন গমন। হিরণ্য কসিপু ভাবে কি করি এখন॥ বহু অন্যাষণ করে অচ্যুতে না পায়। মন্ত্রি সহ যুক্তি করে বসিয়ে সভায়॥ চক্রপাণি অতি চক্রী অব্যাহত গতি। না জানি কখন করে কোথায় বসতি॥ পলকে পাইলে দেখা তারে বন্দি করি। বলে নাশ করী যেন করী নাশে হরি॥ সে দুষ্টকে দৃষ্ট হীনে ভাবনা উৎকৃষ্ট। অদৃষ্টে সে উপবিষ্টে করিবে অনিষ্ট॥ অসময়ে এসে মন্দ করিবারে পারে। সদা সশঙ্কিত তাই বিশ্বাস কি তারে॥ করিব শঙ্করে ধ্যান হইব অমর। অব্রর্থ না হবে কভু শিব দত্ত বর॥ প্রলম্বর নামে মন্ত্রী মন্ত্রীর প্রধান। তারে দিয়ে রাজ্যভার করিল প্রস্থান॥ হিমালয় পর্ব্বতের পশ্চিম গহ্বরে। অরণ্য কাননে বসি মহাধ্যান করে॥ আহার আলস্য নিদ্রা আদি ত্বেজ্য করে। মহা তপ আরম্ভিল একান্ত অন্তরে॥ তপস্যা করিল দুই সহস্র বৎসর। সন্তোষে মহেশ দিতে আইলেন বর॥ হিরণ্যকসিপু প্রতি উমাপতি কন। তেজ ধ্যান লহ বর যাহা তব মন॥ শিবকে প্রণাম করি দানব ঈশ্বর। পুটাঞ্জলি করি কহে করহ অমর॥ মহেশ কহেন দৈত্য নাহি তব জ্ঞান। জন্মিলে পতন আছে ব্রহ্মের বিধান॥ করিয়াছ তপস্যায় কঠোর বিস্তর। আর যাহা যাহা চাহ দিব আমি বর॥ শুনিয়ে দিতির সুত চিন্তিল বিস্তর। প্রকার প্রবন্ধ করি হইব অমর॥ সবিনয়ে শিবে বলে কস্যপ নন্দন। যাহা২ চাহি বর করুণ শ্রবন॥ জলে স্থলে অনলে স্থাবরে অস্ত্রাঘাতে। শূন্য মার্গে রজনীতে দিবসে প্রভাতে॥ পশু পক্ষ নর শুর ফণি অঁগনন। অসুর আদির স্থলে না হবে মরণ॥ ব্রহ্মার সৃষ্টিতে মম মরণ না হবে। না কর অমর এই বর দেহ তবে॥ দিলাম দিলাম বর কহেন শঙ্কর। দানব জানিল আমি প্রকারে অমর॥ বর দিয়ে বাসব হইলা অন্তর্ধ্যান। হিরণ্য কসিপু করে নিবাসে পয়ান॥ পাত্র মিত্র লয়ে দৈত্য বসিল সভায়। প্রকারে অমর বর সকলে শুনায়॥ সবে বলে ভাল ভাল ভাল বুদ্ধিবান। না হেরি গো সুযুক্তিতে তোমার সমান॥ অতিশয় বিষ্ণুদ্রোহি হিরণ্য কসিপু। বর পেয়ে হয় দুষ্ট

শত গুণে ঋপু ॥ বিষ্ণুদ্রোহী স্বর্গ মহী করিল সাশন। সে ভয়ে না কহে কেহ হরি নারায়ণ॥ শক্তি ধ্যানে আসুরক্তি অতি ভক্তি ভবে। শাক্ত সবে সমাদর বিনাশে বৈষ্ণবে॥ কেহ কৃষ্ণ না বলে হেরিয়ে মহাকোপ। বিষ্ণুর অর্চ্চনা হয় ত্রিজগতে লোপ॥ শক্র পক্ষ ইন্দ্র আদি দেবতা সকলে। একথা শুনিয়েছিল নারদের স্থলে॥ লণ্ড ভণ্ড করিল অমরাবতী গিয়ে। পলাইল সুরগণ সস্থান ছাড়িয়ে॥ দৈত্য ভয়ে দেবদল নরলোকে রয়। হিরণ্যকশিপু ক্রমে পাপে পূর্ণ হয়॥ না হেরি নিস্তার বিনা কৃষ্ণ পদে নতি। দ্বিজ কালীকৃষ্ণের কি হবে তবে গতি॥

অথ হরিভক্ত প্রহ্লাদ উৎপত্তি।

তাল তেতালা। যারে সখা নারায়ণ। না রয় বিপদ তার সে হয় হরি ভাজন॥ পরম সাধক, ভুবনে ভাবক, প্রহ্লাদ বালক হরি পরায়ণ। শ্রীকৃষ্ণে স্তাবক, না হবে না হয় এমন॥ কার প্রতি রুষ্ট, কার প্রতি তুষ্ট, কে নহে শ্রীকৃষ্ণ না বুঝি কারণ। দ্বিজ কালীকৃষ্ণে অসন্তুষ্ট কি কারণ॥

দীর্ঘত্রিপদী। ত্রিলোকের নাথ হরি, পালনার্থে অবতরি, মর্ত্ত্যোপরি না হয় অর্চ্চনা। যজ্ঞ হোম ব্রত কর্ম্ম, লোপ পায় সর্ব্ব ধর্ম্ম, ছেদ মর্ম্ম বিষম যন্ত্রণা॥ শ্রীভ্রষ্ট ত্রিলোক ময়, ইন্দ্র আদি দেবচয়, ব্রহ্মায় করেন নিবেদন। ইন্দ্র সহ সৃষ্টিপতি, ক্ষীরোদে করেন গতি, ব্রহ্ম প্রতি নানা স্তবে কন॥ হে প্রভু জগদীশ্বর, তুমি বস্তু পরাৎপর, সৃষ্টিকর আমি তব দৃষ্টে। হিরণ্যকশিপু দুষ্ট বিষ্ণু প্রতি ভাব রুষ্ট, করে নষ্ট দানব পাপিষ্ঠে॥ তপ করে ঘোরতর, না বুঝিয়ে পূর্ব্বাপর, দিয়ে বর শেষে সর্ব্বনাশ। দুষ্ট কৃষ্ণ নামে জলে, কৃয়া যত ভূমণ্ডলে, নিজ বলে করিল নৈরাস। দেখহ সুরের গতি, তেজিয়ে অমারাবতী, সবে স্থিতি মরুত ভুবন। ত্রিলোকে অধর্ম্ম ময়, পৃথিবী না ভার সয়, রক্ষা হয় করহ এমন॥ কহিছেন নিরঞ্জন, না ভাব চতুরানন, সে দুর্জ্জন শীঘ্র হবে নাশ। সবার আনন্দ মন, ব্রহ্মা আর সুর গণ, চলিলেন পাইয়ে আশ্বাস॥ কৃষ্ণদ্রোহি দৈত্যপতি, তাহার বণিতা সতী, গুণবতী কায়াধু আখ্যান। ব্রহ্মের মানষ

অতে, জন্মে কয়াধু গর্ব্ভেতে, এ জগতে অপূর্ব্ব সন্তান॥ সে শিশু ভূমিষ্টকালে, ঈশ্বরের কৃপাবলে, তার স্থলে ষড়রিপু ত্যাগ। গর্ব্ভবাসে যেই মত, মন ছিল কৃষ্ণ গত, সেই মত জন্মিয়ে বিরাগ॥ সদ্যজাত শিশু জ্ঞানি, বদনে না সরে বাণী, মনে ধ্যানি কৃষ্ণের চরণ। তত্ত্বজ্ঞানী সার ভোগি, অন্য বিষয় বিয়োগি, মহা যোগী বিষ্ণু পরায়ণ॥ যে জখন গর্ব্ভে থাকে, সজ্ঞানে ডাকে ব্রহ্মকে, মায়াপাকে পড়ে সে জন্মিয়ে। প্রহ্লাদের তাহা নয়: জ্ঞানযোগ তুল্য রয়, কৃপাময় সদয় হৃদয়ে॥ নয়ন মুদিয়ে রয়: মনে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কয়: অঙ্গুলি ফিরায় পর্ব্বে পর্ব্বে। মন যেন যোগী ভব: শরীর লোমাঞ্চ সব: অসম্ভব নিরখিছে সর্ব্বে॥ রূপ অত্যন্ত গৌরাঙ্গ: দির্ব্ব গঠন সর্ব্বাঙ্গ: হেরি রঙ্গ সবার আহ্লাদ। রাণীর আর রাজার: সন্তোষের নাহি পার: নাম তার রাখিল প্রহ্লাদ॥ ক্রমে মুখে সরে বোল: বলে হরি হরিবোল: এই রোল বিভোল হইয়ে। শুনিয়ে শিশুর বাণী: কয়াধুর কাঁপে প্রাণী; বলে রাণী আশ্চর্য্য ভাবিয়ে। বয়শ অত্যন্ত কাঁচা, পাঁচ বৎসরের বাছা, ননিসেচা অঙ্গটি তাহায়। তুমিরে দুধের ছেলে: হরি নাম কোথা পেলে: কে সিখালে ভজন তোমায়॥ আহা মরি মরি মরি, মধুমাখা হরি হরি: উচ্চারি করিলে অতি তুষ্ট। এই যে ভব সংসারে হরি নাম যে উচ্চারে নাসে তারে ভব তাত দুষ্ট॥ বহু দিন ভবোপরি: নারায়ণ কৃষ্ণ হরি: না শুনি না করি উচ্চারণ। কিবা নাম শুনাইলে: সুখ সাগর সলিলে ভাষাইলে বাছা প্রাণ ধন॥ শিশুর বাক্য অমৃত, তাহে কৃষ্ণ নামামৃত, স্বমিলিত শুধায় শুধায়। শ্রবণে যুড়াল কর্ণ: অমৃতে অমৃতোৎপন্ন সুবর্ণ সুবর্ণ শোহাগায়॥ বল বল বাছাধন: হরে কৃষ্ণ নারায়ণ, কোন জন দিল সিখাইয়ে। ভক্তের ভক্তি উথলে: ভাষে প্রেম ভাবাস্থলে, শিশু বলে সন্তোষ হইয়ে॥ নারায়ণ পরমিষ্ট: সর্ব্বত্রে সদা অদৃষ্ট, উপবিষ্ট ঘটে সবাকার। রূপ তাঁর ঘনশ্যাম, চিন্তা করি অবিশ্রাম, কৃষ্ণ নাম সিখাবে কে আর॥ তাঁর কৃপা প্রতি যার, তার ভক্তি পদে তাঁর, আপনার বুদ্ধে কিবা হয়। বলি জা বলান হরি, জা করান তাই করি: ইচ্ছা তাঁরি নিজ সাধ্যে নয়॥ সর্ব্বঘটে স্থিতি যিনি, সুবুদ্ধি কুবুদ্ধি তিনি, সেই জ্ঞানী যে ডাকে তাঁহাকে। আর কিছু নাহি জানি, কৃষ্ণগত মম প্রাণি সার বাণী কহি মা তোমাকে॥ আশ্চর্য্য ভাবিয়ে মনে, রাণী ডাকে নারায়ণে, কে জানে তোমার ব্যবহার। যে জন তোমায় রুষ্ট, তার পুত্রে তুমি

তুষ্ট, ধন্য কৃষ্ণ চরিত্র তোমার॥ যাহারে তব নিগ্রহ, তার পুত্রে এত স্নেহ, ভাব কেহ না পারে বুঝিতে। উপজে সুখে অসুখ: হেরিয়ে পুত্রের মুখ: মন দুঃখ লাগিল কহিতে॥ বাছাধন শুন কহি, তব পিতা কৃষ্ণ দ্রোহি; প্রীত নাহি কৃষ্ণ নামে তার। সে দুষ্ট তব বদনে, কৃষ্ণ নাম যদি শুনে, তোরে প্রাণে করিবে সংহার॥ না মানে সদর্থ তত্ত্ব, না জানহ পূর্ব্ব সূত্র, কেন পুত্র বিবাদ বাড়াও। পুনর্ব্বার নাম তাঁর, যদ্যপি করহ আর,আমার মাথাটি তবে খাও॥ তুমি ছেলে দুগ্ধপুষ্য, না জানহ দুশ্য দুশ্য এই বিশ্ব রাজার সাশন। বিপদ পড়িলে পরে, কেবা বাঁচাইবে তোরে: কৃষ্ণেরে না ভজ বাছাধন॥ শুনিযে প্রহ্লাদ কয়, শ্রীকৃষ্ণের পদাশ্রয়, নইলে না রয় ভয় তার। হিত উপদেশ দিব হরিনাম লওাইব, ঘুচাইব দুর্ব্বুদ্ধি পিতার॥ যে ভজে শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র, ধন্য সে গুণবন্ত: ব্রহ্মতত্ত্ব চূড়ামণি মতে। কালীকৃষ্ণ মনানন্দে, মত্তভাব মকরন্দে, পদাছন্দে প্রকাশে জগতে॥

অথ প্রহ্লাদের হরিভক্তি প্রকাশ॥

তাল তেওট। প্রহ্লাদরে কি ভাব উঠিল মনে। অতি শিশু কালে হরি বলে নাচ কেনে॥ ডাক শিব বলি, ভজ তারা কালী হরি বনমালি ছাড বদনে, রাজা মহাবলি শুনিলে নাশিবে প্রাণে॥ কহেন প্রহ্লাদ, ভজ হরি পদ, না রবে বিপদ, হরি সাধনে। অন্তে মক্ষপদ কালীকৃষ্ণের বচনে॥

পয়ার। অবৈষ্ণব হিরণ্যকশিপু দুরাচার। পরম বৈষ্ণবপুত্র প্রহ্লাদ তাহার॥ প্রহ্লাদ বালক বড কৃষ্ণ পরায়ণ। হিরণ্যকশিপু তাহা করিল শ্রবণ॥ ক্রোধে দৈত্য পতি অতি গর্জ্জিয়ে উঠিল। জলন্ত অনলে যেন ঘৃত ঢালি দিল॥ রাহুর দশাটা কোন জনার ঘটিল। কে আমার শিশু সুতে বৈষ্ণব করিল॥ পরম বন্ধুর সহ কে দন্দ্ব করিল। রজঃস্বলা সহিত কে রজনি বঞ্চিল॥ জলন্ত অনলে ঝাপ কোন জন দিল। সে দুষ্টের নাম কে প্রহ্লাদে সিখাইল॥ প্রহ্লাদে এক্ষণে আমি নেত্রে না দেখিব। নইলে দুষ্টের নাম ক্রোধে বিনাশিব॥ প্রহ্লাদে পড়িতে দিল সণ্ডামার্কস্থলে। যেন সে শত্রুর নাম কদাচ না বলে॥ জাথে পার বৈষ্ণবের চরিত্রঘুচাও। পডাও উত্তম বিদ্যা সুনীত সিখাও

হর বিশ্বেশ্বর ভব শিব শূলপানি। অপর্ণা অন্নদা আদ্যা শক্তি শিব রাণী॥ এই সর্ব্ব নামেতে সাধনা সিখাইবে। না করে দুষ্টের নাম ভুলাইয়ে দিবে॥ যে সে নাম সিখাইল পশ্চাৎ বুঝিব। আমার পরম শত্রু সবংশে নাশিব॥ মমমত সিখাইবে করিয়ে উত্তম। তুষিব অনেক ধনে বাড়িবে সম্ভ্রম॥ ভাল ভাল বলি সণ্ডামার্ক দিল সায়। আপনার আলয়ে প্রহ্লাদে লয়ে যায়॥ ককারাদি বর্ণ আর সরাদি বিস্তর। এক দিনে সিখিল বালক বিজ্ঞবর॥ যা বলায় তাই সিখে বালক সুন্দর। বিপ্র বলে প্রহ্লাদ অত্যন্ত শ্রুতিধর॥ পূর্ব্ব জন্মাদির কথা শিশুর স্মরণ। এ বৃত্তান্ত কেবল জানেন নারায়ণ॥ যা বলান গুরু তাই বলেন বদনে। ভক্তিভাবে অন্তরে ভাবেন নারায়ণে॥ ব্যুৎপত্তি সতেক দিনে সকল বিদ্যায়। আশ্চর্য্য ভাবিয়ে বিপ্র রাজাকে জানায়॥ রাজা বলে প্রহ্লাদ সুবোধ গুণধাম। কোন দুষ্টে সিখাইয়ে ছিল দুষ্ট নাম॥ শিবোক্তি আগম তন্ত্র দেহ সিখাইয়ে। যেন সে শত্রুকে চিন্তা না করে ভুলিয়ে॥ স্বীকার পাইয়ে মুনি করিল গমন। গৃহের নিকটে গিয়ে করিছে শ্রবণ॥ প্রহ্লাদ পরমানন্দে বলে হরি হরি। ফিরিয়ে ফিরিয়ে নাচে উর্দ্ধবাহু করি॥ নামামৃতে ভক্তের নিবৃত্তি নহে ক্ষুধা। পিয়েমন চকর চরণ চন্দ্রে সুধা॥ সণ্ডামার্ক শুনিয়ে সংম্পূর্ণ ক্রোধানলে। একিরে পাপিষ্ঠ বেটা কৃষ্ণ ভক্তে বলে॥ কৃষ্ণে রত মন কর্ণ না শুনে সে বাণী। কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়ে নাচিছে কৃষ্ণ ধ্যানী॥ শুনি সেই বচন ঠেলিয়ে ফেলে রাগে। চমকি উঠিল ভক্ত ভজন বিয়োগে॥ প্রহ্লাদ বলেন হায় গুরু কি করিলে। মনছিল কৃষ্ণ পদে কেন ঘুচাইলে॥ বিপ্র বলে বহুদিন নাশুনি একথা। আকস্মাৎ এমন মন্ত্রনা পেলিকোথা॥ শিশু কহে মম মন কৃষ্ণ ছাড়া নহে। সলিল ছাড়িয়ে মীন কতক্ষণ রহে॥ দেহ সরোবর তাহে জীবন জীবন। নিল লোহিত কমল কৃষ্ণের চরণ॥ হৃদপদ্ম হরি চিন্তা রবিতে প্রকাশ। মন মকরন্দ পিয়ে না ঘুচে প্রয়াষ॥ এমত চিন্তায় আমি আছি নিরবধি। অদ্যনহে জননীর জঠরে অবধি॥ সণ্ডামার্ক ভাবে এ যে বিষম উৎপাত। পড়ান হইল ব্যর্থ আসলে ব্যাঘাৎ॥ না বুঝিয়ে ঢুকায়েছি নালা কেটে জল। ধন লোভ কারণ পাইব প্রতিফল॥ ভুলাইতে প্রহ্লাদে ব্রাহ্মণ করে মন। ব্রহ্মাণ্ড ভুলাতে পারে বালক এমন॥ সণ্ডামার্ক ক্রোধে কহে শুনরে প্রহ্লাদ। কৃষ্ণ নাম তেজ নহে ঘটিবে প্রমাদ॥ নৃপতি শুনিলে তোরে করিবে বিনাশ।

তোর দোষে আমার হইবে সর্ব্বনাশ ॥ শুপণ্ডিত প্রহ্লাদ গুরুর প্রতি কহে। ভাবিলে কৃষ্ণের পদ বিপদ না রহে ॥ মন রাখ হরি পদে মুখে বল হরি। তরিতে বিপদ সিন্ধু হরি নাম তরি ॥ হরি নাম শঙ্কট কাননে দাবানল। দুর্জ্জনের দর্পহারি দুর্ব্বলের বল ॥ সণ্ডামার্ক প্রহ্লাদে করিছে অনুরোধ। বদনে মধুর বাক্য মন মধ্যে ক্রোধ ॥ বিপ্র কহে হরিধ্যান যদি না ছাড়িবে। অন্তরে রাখিবে ভক্তি মুখে না কহিবে ॥ বিশেষ রাজার কাছে সতর্ক রহিবে। কদাচিৎ কৃষ্ণের প্রসঙ্গ না করিবে ॥ কালী তারা ত্রিগুণা ত্রিপুরা ত্রিণয়নি। বলিবে রাজার কাছে বাছা গুণমনি ॥ শুনিয়ে প্রহ্লাদ কহে যে আজ্ঞা তোমার। পরাৎপর বস্তু ব্রহ্ম একে নানাকার ॥ বিষ্ণু ভব গণেশ দিনেশ ত্রিণয়না। ব্রহ্ম ভিন্ন এ পঞ্চ নহেন অন্য জনা ॥ সর্ব্ব শাস্ত্রে সার কথা সর্ব্বময় হরি। সকলে শ্রীহরি তুষ্ট যারে ধ্যান করি ॥ তাহা শুনি সণ্ডামার্ক মনের আহ্লাদে। শিব উক্তি শক্তি তন্ত্র পড়ায় প্রহ্লাদে ॥ মনে মনে প্রহ্লাদ করেন কৃষ্ণ ধ্যান। শক্তি তন্ত্র পড়েন গুরুর বিদ্যমান ॥ কালীকৃষ্ণ কহে ব্রহ্ম তত্ত্ব অনুসারে। হরিভক্তে হরিধ্যান কে ছাড়াতে পারে ॥

অথ স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে হরি হরি ধ্বনি।

তাল আড়া সুমধুর হরি নাম সুপ্রকাশ ভূমণ্ডলে। সর্ব্বজন বলে হরি হৃদে আনন্দ উথলে ॥ ত্রিজগৎ বাসি যত, সবে হরি ধ্যানে রত; মন প্রাণ হরি গত: ডাকে হরি হরি বলে ॥ কালী কৃষ্ণ দ্বিজ কয়, কিবা শুভো দিনোদয়:হরি হরি ধ্বনি হয় আনন্দ সিন্ধু উথলে ॥

পয়ার। প্রহ্লাদ প্রভৃতি শিষ্যে রাখি পাট স্থলে। এক দিন সণ্ডামার্ক যায় অন্য স্থলে ॥ বিপ্র সুত দৈত্য সুত অনেক তথায়। সকলে একত্র হয় প্রহ্লাদে শুধায় ॥ না শুন গুরুর বাক্য না মান রাজায়। করহ সাধনা কার কিফল তাহায় ॥ শুনিয়ে ভক্তের ভাব তরঙ্গ উথলে। কহেন কৃষ্ণের তত্ত্ব সঙ্গিগণ স্থলে ॥ কহি কিছু সর্ব্বসার প্রস্তের উত্তর। শুনিলে যুড়াবে কর্ণ সুস্থ কলেবর ॥ সর্ব্বআদ্যে অনাকার আদি নিরঞ্জন। পালিতে জীবাত্মা গণে কৃষ্ণরূপ হন ॥ তিনি হরি বেদ কারি সংহার কারক। শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যক্ষ সুখ মক্ষ প্রদায়ক ॥

মন যার রহে তাঁর চরণ কমলে। ভক্তি মার্গে স্বর্গ আদি চতুর্ব্বর্গ ফলে॥ ত্রিলোকের নাথ কৃষ্ণ শ্রীমধুসূদন। উপজে অশেষ সুখ করিলে স্মরণ॥ হরি নামামৃত মিষ্ট অমৃত জিনিয়ে। হরিবোল বল ভাই বদন ভরিয়ে॥ প্রহ্লাদের বাণী কোকিলের ধ্বনি ন্যায়। মধুমাখা হরি নাম শুধাসম তায়॥ প্রবেশ করিল কর্ণ কুহরে সে শুধা। সর্ব্বদা শ্রবণে পিবনের বাড়ে খুধা॥ নাচিছেন প্রহ্লাদ করিয়ে হরিধ্বনি। উন্মত্ত হইল সবে সেই ধ্বনি শুনি॥ শরীর নির্ম্মল শুনে স্নিগ্ধ হয় মন। হরি বোলে বাহু তুলে নাচে সর্ব্বজন॥ সণ্ডামার্ক মুনির অনেক পরিবার। পত্নী পুত্র বধূ কন্যা অন্য আর আর॥ শুনিয়ে উন্মত্ত ভক্তি ভাবোদয় মনে। হরি বোলে নাচে সবে শিশুদের সনে॥ শুনে প্রতিবাসি যত পুরুষ রমণী। লজ্জাভয় তেজি নাচে করে হরিধ্বনি॥ নগর নিবাসি গণ সে ধ্বনি শুনিয়ে। হরিবোল বলে নাচে আনন্দে মজিয়ে॥ ক্রমে ক্রমে গ্রামে গ্রামে ধামে ধামে যত। সবে হরি বলে নাচে ভক্তি ভাবে রত॥ রন্ধনে কি ভোজনে শয়নে যে যে ছিল। শুনে বলে হরি হরি ভাব উপজিল॥ নানাস্থানে হরিধ্বনি হয় মহারোল। শুনে স্বর্গে মর্ত্ত্যে সবে বলে হরিবোল॥ হরির ইচ্ছায় ভক্তি উদয় সবার। ক্রমে ক্রমে হরিনামে পূর্ণ ত্রিসংসার॥ হিরণ্যকশিপু হরি নাম না উচ্চারে। রাজবাটী বাসি ভয়ে বলিতে না পারে॥ ইহা ভিন্য হরি নামে পূর্ণ ত্রিভুবন। হরিধ্বনি করিয়ে পবিত্র সর্ব্বজন॥ তাহা শুনি সণ্ডামার্ক বড় ভয় পায়। উর্দ্ধস্বাষে নিজ বাসে উত্তরে ত্বরায়॥ দেখে হরি বলিয়ে বালক সব নাচে। পত্নী বধূ আদি নাচে সে সবার কাছে॥ হেরিয়ে হইল ক্রোধে অনল সমান। দানব রাজার ভয়ে অঙ্গ কম্পবান॥ আপন পত্নীর প্রতি কহিছে ব্রাহ্মণ। লজ্জা ভয় তেজিয়ে করিস অকরণ॥ কালামুখী কলঙ্কিনী কি কার্য্য করিলি। আপনি মজিলি আর সবে মজাইলি॥ বধূ কন্যা প্রভৃতিকে কহিছে ব্রাহ্মণ। কুলের কামিনী কেন হইলি এমন॥ হরির মায়ায় মুগ্ধ কেহ না শুনিল। প্রেমানন্দে হরি বলে নাচিতে লাগিল॥ শুধায় বালক সবে উত্তর না পায়। বেত্রাঘাত করে বিপ্র ছাত্রদের গায়॥ সবে বলে মনসুখে হরিনাম করি। দিওনা বাধা গো গুরু তব পায়ে ধরি॥ সণ্ডামার্ক সাত পাঁচ চিন্তা করি মনে। কান্দিয়ে চলিল দৈত্য রাজার সদনে॥ হিরণ্যকশিপু বসি নৃপ সিংহাসনে। মহা গোল হরিবোল শুনিছে শ্রবণে॥ কর কামড়ায় ক্রোধে

কড মড দন্ত। কাল যেন চাহে ক্ষিতি এবারে অন্ত॥ আকস্মাৎ হরি নামে পুরিল সংসার। বিনাশ করিব আজি সৃজন ব্রহ্মার॥ কহিতেছে এক দূত নিকটে রাজার। হরি নাম ব্যাপ্ত করে প্রহ্লাদ তোমার॥ তাহা শুনি দৈত্য পতি মহাক্রোধে বলে। সণ্ডামার্কে প্রহ্লাদে আনহ মম স্থলে॥ ভূপতির আজ্ঞামাত্র দশ দূতধায়। হেনকালে সণ্ডামার্ক আইল সভায়॥ রাজার নিকটে পড়ে আছাড় খাইয়ে। কহিতেছে মনদুঃখ কান্দিয়ে কান্দিয়ে॥ করিল বৈষ্ণবী পত্নী আদিকে আমার। হরি বলে নাচিছে সকল পরিবার॥ কি মোহিনী জানে শিশু না জানি কারণ। বোলে বোলে হরি বলে যুড়িয়ে ভুবন॥ কি কুকর্ম্ম করিলাম গিয়া গ্রামান্তরে। আকস্মাৎ প্রহ্লাদ কদর্য্য কাণ্ড করে॥ রাজা বলে তারেশীঘ্র আন মম পাশ। প্রহ্লাদ পাপিষ্ঠে অগ্রে করিব বিনাশ॥ বিশ জনা দূত শীঘ্র আনিল তাহায়। দৈত্যপতি কোপ দৃষ্টে পুত্র পানে চায়॥ দৈত্যরাজ বলে তোর দুর্ম্মতি কেনরে। আমার শত্রুর নাম কে শিখালে তোরে॥ বহু কাল বিষ্টি হীন শিলাবিষ্টি হয়। করিব কিরণ হীন রবি শশী দ্বয়॥ আমার প্রতাপে যার লেশ মাত্র নাই। কোথা পেলি ত্রিলোক পুরালি ভাবি তাই॥ নিশেধিলে না মানহ হরি গত প্রাণ। আপনার শত্রু পক্ষ নাহি তব জ্ঞান॥ সর্ব্বদা তাহার নাম কর কি কারণ। কি ফল পাইবে তায় কোন প্রয়োজন॥ কেমন আকার তার কোন কর্ম্ম করে। কত গুণ তার তাহা কহরে আমারে॥ তাহা শুনি প্রহ্লাদের লোমাঞ্চ শরীর। আনন্দে কহিছে ভক্ত চরিত্র হরির॥ কৃষ্ণ নামে হয় মুক্ত অশেষ বিপদে। কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য কহে কৃষ্ণ পদে॥

অথ প্রহ্লাদ হিরণ্যকশিপুর স্থানে হরিগুণ
কহেন।

তাল যৎ। হরি কি সামান্য ধন মন। হরি নামামৃত পানে ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ॥ যে হরির পদ ধ্যায়, তাহার বিপদ যায়, অন্তে মক্ষ পদ পায় তুচ্ছ রাজ্য পদধন॥ হরিনামে যত গুণ, শুনিতেছে পুনঃ পুনঃ তবু কালীকৃষ্ণ কেন না করে হরি সাধন॥

পয়ার। সভামধ্যে কৃষ্ণ কথা হইল প্রসঙ্গ। উথলে ভক্তের হৃদে সে ভাব তরঙ্গ॥ প্রহ্লাদ কহেন তাত কর হ শ্রবণ। হরির মাহাত্ম্য তত্ত্ব অপূর্ব্ব কথন॥ গুণাদি অপরিমিত জ্ঞানের অতিত। যথা সাধ্য কহি শুন মাহাত্ম্য কিঞ্চিত॥ আদ্য বস্তু ব্রহ্মের আকার অনির্ণয়। লিলা খেলা হেতু ভবে নানা রূপোদয়॥ সকলের শ্রেষ্ঠ বিষ্ণু বস্তু পরাৎপর। আত্মারূপে সর্ব্ব ঘটে স্থিতি নিরন্তর॥ পালন করিতে জীবে বিষ্ণু অবতরি। ঘনশ্রেণী নীলকান্ত যিনি কান্ত ধারি॥ শ্রীঅঙ্গ ত্রিভঙ্গ কোটি যিনি পশুরাজ। ত্রিলোক মোহন রূপ নটবর সাজ॥ যুগল চরণ যিনি প্রফুল্ল কোমল। স্মরণ করণে প্রাপ্ত চতুর্বর্গ ফল॥ দুর্জ্জন দমন কারি সজ্জনে পালক। ভক্তের বাসনা মত বিষ্ণু প্রদায়ক॥ হরে কৃষ্ণ নারায়ণ শ্রীমধুসূদন। হরিনাম ধন্য নরে নিস্তার কারণ॥ সর্ব্ব ব্যাপ্ত হরিতে অব্যাপ্ত সবে হরি। হরির সর্ব্বদা দৃষ্টি হরি ভক্তোপরি॥ হরির চরণে মতি যে জনার রয়। জলে স্থলে ভূমণ্ডলে অনলে নির্ভয়॥ শুন পিতা হরির গুণের কথা কহি। সে চরিত্র লিপি পাত্র যদি হন মহি॥ কলম সুমেরু শৃঙ্গ কালি হন নিধি। মহাদেব কহেন লিখেন যদি বিধি॥ লিখেন সহস্র বর্ষ দেব পরিমাণে। তথাচ হরির গুণ অসক্ত লিখনে॥ হরির মাহাত্ম্য তত্ত্ব কি কহিতে জানি। সিমাদিতে না পারিয়ে যোগী শুলপানি॥ হেন হরি প্রতি পিতা কেনগো বিরত। সভক্তিতে হও সদা হরিধ্যানে রত॥ সচ্চিদা নন্দের প্রতি না হও বৈমুখ। হরি বল উপার্জ্জন হবে মহা সুখ॥ অসার সংসার পিতা কেহো কারো নয়। মহা নিদ্রা হইলে সকল পড়ে রয়॥ গত হইতেছে কাল বিফলে সকল। ভজ হরি পদ কর জনম সফল॥ হিরণ্যকশিপু শুনে ক্রোধানলে জলে। কম্পবান কলেবর মহা দম্ভে বলে॥ দুষ্টমতি বেটা দৈত্য কুলের অঙ্গার। দুরাত্মাকে বলে ব্রহ্ম বস্তু সারাৎসার॥ কুচক্রি কুতর্কি অতি নির্দ্দয় নিষ্ঠুর। ত্রিজগতে বিষ্ণুর সাদৃশ নাস্তি ক্রুর॥ জেষ্ঠ সহদর মম প্রাণের অধিক। মারে তারে মন দুঃখ কর কিম্ধিক॥ শত্রু শ্রেষ্ঠ যে জনা স্মরণাগত তার। হইয়ে আমার পুত্র একি কদাচার॥ বদনে দুগ্ধের গন্ধ বালক সহজে। আমার পরম শত্রু তার পদ ভজে॥ ভক্তি ভাবে কহে বেটা বিষ্ণুর কাহিনী। বালকের আকার বুড়ার মত বাণী॥ বিষ্ণুকে বিনাশ হেতু বেড়াই খুজিয়ে। ভয়ে আছে ক্ষীরদ সাগরে লুকাইয়ে॥ ব্রহ্মজ্ঞানে ভজে বেটা সেই দুরাচারে। একিরে আস্পর্দ্ধা বলে

ভজিতে আমারে ॥ আমার পরম শত্রু সন্তান এ নয়। কুপ্রশ্ন হেরিয়ে ক্রোধে গাত্র দগ্ধ হয় ॥ দূতে কয় ইহারে না রাখ এক দণ্ড। অস্ত্রাঘাতে মশানে করহ খণ্ড খণ্ড ॥ দূত সকলের তাহা সাহস না হয়। না করে পালন আজ্ঞা ক্রোধে রাজা কয় ॥ সম্মত ইহার সবে হইল প্রকাশ। স্বকরে সবারে শীঘ্র করিব বিনাশ ॥ সেইক্ষণে দূত গণ প্রহ্লাদে ধরিয়ে। বিনাশ করিতে যায় মশানে লইয়ে ॥ প্রহ্লাদ কান্দিয়ে বলে এত বড় দায়। ভজিয়ে কৃষ্ণের পদ বুঝি প্রাণ যায় ॥ রাজকুলে জন্ম মম জগৎ অধীন। শ্রীকৃষ্ণ ভজিয়ে আমি যেন দিনহীন ॥ সন্তানের প্রতি স্নেহ যেমন পিতার। হেন স্নেহ কোন জনে কার নাহি আর ॥ মম তাত আজ্ঞা দিলা নাশিতে আমায়। কৃষ্ণ পদ ভজিয়ে ঘটিল ঘোরদায় ॥ হেন কালে সার তত্ত্ব অন্তরে উদয়। আপনা নিন্দিয়ে শিশু মনে মনে কয় ॥ আমি অতি নরাধম অতীব অজ্ঞান। নিন্দা করি কৃষ্ণ নামে রক্ষাহেতু প্রাণ ॥ ত্রিসংসার তুল্য নহে শ্রীকৃষ্ণের কাছে। শ্রীকৃষ্ণের নামাধিক কোথায় কি আছে ॥ হরিনাম ভবসিন্ধু উত্তীর্ণের তরি। না ছাড়িব হরিনাম যা করেন হরি ॥ প্রহ্লাদ শ্রীকৃষ্ণ নাম জপে বারম্বার। বলে যা করহ হরি তব নাম সার ॥ দূত গণ কহে এ কি করণ অদ্ভুত। না ছাড়ে কৃষ্ণের নাম মরিতে প্রস্তুত ॥ দূত বলে কৃষ্ণ নাম ছাড়রে অজ্ঞান। বুঝাইয়ে রাজাকে বাঁচাব তব প্রাণ ॥ প্রহ্লাদ বলেন আমি বরঞ্চ মরিব। তথাচ হরির নাম ছাড়িতে নারিব ॥ হরিনাম ভব সিন্ধু উত্তীর্ণের তরি। কালীকৃষ্ণ বলে সবে বল হরি হরি ॥

দৈত্যেরা প্রহ্লাদকে বিনাশিতে নানা প্রকার তাড়না করে ॥

তাল আড়া। কোথা হে করুণাময় কর কৃপাবলোকন। তোমার প্রহ্লাদ দাসে বিনাশে দানব গণ ॥ হরি বিপদের তরি, ত্রাণ কর ভবে তরি ঐরি করে করে ধরি করীর পদে ক্ষেপণ ॥ মহা কষ্টে উপবিষ্ট, দুষ্টগণে করে নষ্ট; কালীকৃষ্ণ করে কৃষ্ণ কৃপাদৃষ্ট আকিঞ্চন ॥

পয়ার। দূতগণ প্রহ্লাদে করিছে অস্ত্রাঘাত। অস্ত্রাঘাতে হরি ভক্ত না হয় নিপাত ॥ শিশুর কমল দেহ কমল জিনিয়ে। তীক্ষ্ণ অস্ত্র হয় চূর্ণ সে অঙ্গে

ঠেকিয়ে ॥ দূতগণ দ্রুত গিয়ে দৈত্যরাজে কয়। অস্ত্রাঘাতে প্রহ্লাদের মরণ না হয় ॥ রাজা বলে কি আশ্চর্য্য কেন না মরিল। হরি বুঝি অস্ত্রভারা মন্ত্র সিখাইল ॥ না জানি কি মতে চক্রী কখন আইল। বালকে মোহিনী মন্ত্র দিয়ে ভুলাইল ॥ বহু বুদ্ধি ধরে জানে অশেষ মন্ত্রণা। মরিতে গেলেও শিশু না ছাড়ে সাধনা ॥ দূতে কহে দৈত্যপতি ক্রোধিত হইয়ে। প্রহ্লাদে হস্তির পদে ফেলহ বান্ধিয়ে ॥ মাহুত উন্মত্ত হস্তি আনিল ত্বরায়। বান্ধিয়ে হস্তির পদে প্রহ্লাদে ফেলায় ॥ হরি ভক্ত ভয়ে ভীত বলে হরি হরি। হস্তির চরণ চাপে এই বার মরি ॥ হরি ভক্তে হেরি হস্তি শুণ্ডেতে ধরিল। হরির ইচ্ছায় তুলে মস্তকে রাখিল ॥ রাজা বলে কি আশ্চর্য্য কি মন্ত্র শিখিল। না মারিয়ে করীবর মস্তকে রাখিল ॥ ক্রোধে বলে আনরে আমার খড়্গ খান। আমার নিকটে দুষ্টে কর খান খান ॥ চিকুর চিকন খড়্গ দীপ্ত দিবাকর। নিরখিয়ে ভয় পায় সুরাসুর নর ॥ আনিল সে খড়্গ হেরি প্রহ্লাদ কাতর। কহেন করহ রক্ষা হরি কৃপাবর ॥ হরি হরি মরি মরি না হেরি উপায়। কেহ নাই ত্রিসংসারে কব আমি কায় ॥ হরি তব প্রতি রুষ্ট দুষ্ট মম তাত। তোমার অধীন দাসে করে হে নিপাত ॥ না পেলেম সাধনা করিতে তব নাম। রহিল বড়ই খেদ শুন গুণধাম ॥ বাঞ্ছা বড় কিছুদিন জগতে রহিয়ে। মানব করিব পূর্ণ তোমারে ভজিয়ে ॥ ভক্তাধীন ভগবান অনাথের গতি। আমার কামনা পূর্ণ করহে শ্রীপতি ॥ মনে মনে ডাকে শিশু পড়িয়ে প্রমাদে। অদৃষ্টে থাকিয়ে হরি কহেন প্রহ্লাদে ॥ বাপধন বাছারে পরম প্রীয়বর। সর্ব্বক্ষণ আছি আমি তোমার গোচর ॥ অতি শিশুকাল তব ছাড়া তুমি মায়। আমি না রাখিলে আর কে রাখে তোমায় ॥ মম গত প্রাণ তব সদা আছি কাছে। পূর্ণ ভক্ত তুমি তব বিপদ কি আছে ॥ তব অঙ্গে যত অস্ত্র প্রহার করিবে। আমার আজ্ঞায় অস্ত্র অঙ্গে না ফুটিবে ॥ একথা প্রহ্লাদ বিনে কেহ না শুনিল। হরির আজ্ঞায় শিশু সন্তুষ্ট হইল ॥ হরি পদে দৃঢ় ভক্তি দ্বিগুণ উপজে। মধুস্বরে হরি স্মরে ভ্রমর গরজে ॥ শুনি দৈত্য দূত কাঁপে কদলির পাত। শিশুর শরীরে অসি করিল আঘাত ॥ হরির ইচ্ছায় দেহ পাষানের ন্যায়। ভাঙ্গিল তীক্ষ্ণাস্ত্র খান না ফুটিল গায় ॥ হিরণ্যকশিপু হেরি ভাবিতে লাগিল কেমনে কমল দেহ পাষাণ হইল ॥ বয়স অত্যন্ত কাঁচা পাকা পাকা কথা। অঙ্গে অস্ত্র চর্ণ

হয় অস্ত্রাঘাত বৃথা॥ আমার অত্যন্ত দর্প তাহে না ডরায়। আমার শত্রুর নাম আমাকে শুনায়॥ নিকটে প্রধান মন্ত্রী দুরাধ্যক্ষ নাম। দৈত্যপতি প্রতি কহে শুন গুণধাম॥ অস্ত্রাঘাতে না হইবে ইহার মরণ। নিশি উপস্থিত শুন সুযুক্তি কথন॥ এক গৃহে কালসর্প বিস্তর রাখিয়ে। প্রহ্লাদে রাখহ দ্বার সকল রুদ্ধিয়ে॥ দংশনে হইবে মৃত্যু বিষের জ্বালায়। দৈত্যপতি বলে মন্ত্রী এই সত্যোপায়॥ শাপুড়িয়ে গণ আনে বহু সর্পজাল। ফণিগণ গর্জ্জে যেন কামারের সাল॥ রাজার আজ্ঞায় গৃহে সে ফণি ছাড়িল। প্রহ্লাদে রাখিয়ে তথা কপাট রুদ্ধিল॥ কালসর্প নিরখিয়ে ভয়ে ভীত মন। কহেন করহে রক্ষা শ্রীমধুসূদন॥ গর্জ্জন করিছে ফণি দংশিবে আমায়। দরশন দেহ হরি তবে ভয় যায়॥ বারম্বার ডাকে ভক্ত শঙ্কট ভাবিয়ে। কহেন কমলাকান্ত নারদে ডাকিয়ে॥ হিরণ্যকশিপু দৈত্য দুষ্ট দুরাচার। আমার পরম ভক্ত তাহার কুমার॥ রাখিল ফণির গৃহে প্রহ্লাদে মারিতে। করহ শিশুর স্থলে গমন ত্বরিতে॥ ভিন্ন উপনয়ন না দিহে দরশন। দেখা না পাইয়ে তার ব্যাকুল জীবন॥ কি করিব বেদের রাখিতে হয় মান। কৃষ্ণ নাম কর্ণে তার করহ প্রদান॥ তাহা শুনি নারদের আনন্দ বিধান। হরির পরমভক্তে দিব মন্ত্রদান॥ কৃষ্ণগুণ গানে রত বিনাযন্ত্র করে। অন্তরীক্ষে উপনীত প্রহ্লাদ গোচরে॥ হা কৃষ্ণ বলিয়ে শিশু করিছে রোদন। কহেন নারদ মুনি মা ভৈঃ বচন॥ প্রহ্লাদ পবিত্র বড় পরম সুন্দর। রূপের জ্যোতিতে আল আলয় ভিতর॥ দেখিলেন প্রহ্লাদ সম্মুখে মহা যোগী। অনুমানে জানিলেন সংসার বিয়োগি॥ কহিছেন পায়ে ধরি করিয়ে প্রণাম। সিদ্ধ অঙ্গ পরসিয়ে শুদ্ধ হইলাম॥ পিতা শত্রু মহি মধ্যে আত্মা নাহি কেহ। কে তুমি গো আইলে করিয়ে দিনে স্নেহ॥ কহিছেন ঋষিবর শুন বাছাধন। নারদ আমার নাম ব্রহ্মার নন্দন॥ তুমি অতি শিশু তব সুন্দর গঠন। তাহে গুণমণি জ্ঞানী কৃষ্ণ পরায়ণ॥ করে দুষ্ট হেন পুত্রে মারিতে প্রয়াস। হিরণ্যকশিপু হবে ত্বরায় বিনাশ॥ এসো এসো কৃষ্ণ মন্ত্র দিবরে তোমায়। শ্রীকৃষ্ণ পরম ধনে পাইবে ত্বরায়॥ প্রহ্লাদের সুখ সিন্ধু উথলে অন্তরে। নানা স্তুতি করেন নারদ ঋষিবরে॥ কহিছেন জননী জঠরে যদাবধি। হৃদয়ে দেখিতে পাই সে গুণ পয়োধি॥ প্রার্থনা আমার চর্ম্ম চক্ষের গোচর। মানষ করুণ পূর্ণ গুরু গুণবর॥ নারদ কহেন বাছা চিন্তা কি

ইহার। নারায়ণ বশিভূত ভক্তিতে তোমার॥ বারি আদি মানবে সকল আয়োজন। হরিভক্তে হরিমন্ত্র করেন অর্পণ॥ মন্ত্র দিয়া নারদ হইলা অন্তর্ধান। প্রহ্লাদ ডাকেন হরি হরিগত প্রাণ॥ ফণিগণ শ্রীকৃষ্ণের ভক্তে নিরখিয়ে। কুণ্ডলি আকার রহে নিরব হইয়ে॥ ভজিয়ে হরির পদ অশেষ দুর্দ্দশা। তবু কালীকৃষ্ণ করে শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যাশা॥

অথ প্রহ্লাদের নানা বিপদে ত্রাণপ্রাপ্ত।

তাল মধ্যমান। হরিপদ বস্তু সার তাহে মন যার। শত্রু দলে জলে স্থলে অনলে কি ভয়তার॥ প্রহ্লাদে করিতে নাশ, দৈত্যরা করে প্রয়াস, নানা কষ্টে হরিদাস প্রাণে বাঁচে বারম্বার। হরিনাম মহামন্ত্র, মহিমার হীন অন্ত, কালীকৃষ্ণের মনভ্রান্ত না চিন্তে চরণ তাঁর॥

পয়ার। দৈত্যপতি প্রহ্লাদে মারিতে সচেষ্টিত। না জানে কয়াধু রাণী এ সকল রীত॥ সারাদিবা পড়ে শিশু শিক্ষাগুরু স্থলে। আইসে রজনীকালে জননীর কোলে॥ সে দিবস হতে রাত্রি অধিক হইল। রাণী ভাবে কিহেতু প্রহ্লাদ না আইল॥ প্রেসেনী পাঠায় সণ্ডামার্কের সদন। শুনিয়ে আইল দাসী সর্ব্ব বিবরণ॥ দাসী কহে ঠাকুরাণী বিপদ ঘটিল। রাজাকে প্রহ্লাদ কৃষ্ণ ভজিতে কহিল॥ ক্রোধে রাজা আজ্ঞা দিলা মারিতে তাহায়। দূতে অস্ত্রাঘাত করে না ফুটিল গায়॥ ফণির আলয়ে বন্দি করে রাখিয়াছে। তোমার প্রহ্লাদ পুত্র আছে কি না আছে॥ শুনিয়ে মায়ের প্রাণ কম্পিয়ে উঠিল। হা প্রহ্লাদ বলি রাণী কান্দিতে লাগিল॥ সিরে কর হানে ঘন ধূলায় পড়িয়ে। আমার কোলের ছেলে কে নিল কাড়িয়ে॥ মায়ে ছেড়ে কোথা আছ প্রহ্লাদ আমার। সে বিধু বদন বুঝি না হেরিব আর॥ নবনী জিনিয়ে দেহ কোমল বাছার। বিষের জ্বালায় কি সে পাইবে নিস্তার॥ হরি ভক্তে কে মারে বলিতে এই কথা। তোমার সংশয় প্রাণ হরি তব কোথা॥ সকাতরে কয়াধু কান্দিয়ে কৃষ্ণে কয়। অভাগির পুত্রটিকে রাখ দয়াময়॥ সোনার পুতুলি পুত্র অঞ্চলের নিধি। ওহে হরি দিয়ে কেন হোরে নয় বিধি॥ শুনিয়াছি হরি নাম বিপদ ভঞ্জন। শ্রীকৃষ্ণে ভজিয়ে ভক্ত মরে কিকারণ॥ ভজিয়ে হরির

পদ প্রহ্লাদ মরিবে। শ্রীমধুসূদন নামে কলঙ্ক রহিবে ॥ ইহা বলি কান্দে রাণী লোটায়ে ধরণী। গত হয় রজনী উদয় দিনমণি ॥ ক্রোধে দৈত্যপতি আছে সভাতে বসিয়ে। বলে দেখ মরিল কি আছেরে বাঁচিয়ে ॥ দূতগণ দ্বার খুলে দেখিছে সুন্দরে। আনন্দে বসিয়ে শিশু হরিনাম করে ॥ ফণিগণ দূরে আছে কুণ্ডল আকার। দ্রুত আসি নৃপতিকে দিল সমাচার ॥ রাজা বলে সর্প স্থলে না মরিল প্রাণে। মন্ত্রিগণ বলে তবে সর্পবিদ্যা জানে ॥ হিরণ্যকশিপু বলে এতো বড লাজ। না মারিতে পারি যদি বাঁচিয়ে কি কায ॥ মন্ত্রী বলে অতি উচ্চ পর্ব্বতে তুলিয়ে। অবশ্য মরিবে দেহ নিম্নে ফেলাইয়ে ॥ রাজার আজ্ঞায় দূত পর্ব্বতে তুলিল। প্রহ্লাদ পরমেশ্বরে ডাকিতে লাগিল ॥ অচল হইতে স্থলে ফেলিল তৎপর। পড়ে শিশু যেন তুলা রাসির উপর ॥ রাজা বলে এ অঙ্গটা পাশান জিনিয়ে। এই হেতু না মরিল মহীতে পড়িয়ে ॥ এক মন্ত্রী বলে অগ্নি বিস্তার জ্বালিয়ে। বান্ধিয়ে তাহার মধ্যে দেহ ফেলাইয়ে ॥ হিরণ্যকশিপু বলে এই যুক্তি সার। বহু কাষ্ঠ দিয়ে অগ্নি জ্বালরে বিস্তার ॥ আজ্ঞামাত্র দূত দ্রুত অনল জ্বালিল। প্রহ্লাদে বান্ধিয়ে তার মধ্যে ফেলাইল ॥ ভয়ে ভীত হরিভক্ত কহেন কান্দিয়ে। দিনদাসে দয়াময় রাখহে আসিয়ে ॥ ভক্তাধীন ভগবান ভক্তের কারণ। অনলের মধ্যে আসি দিলা দরশন ॥ শঙ্খ চক্র গদাপদ্ম বনমালা গলে। মাভৈ বলিয়ে ভক্তে করিলেন কোলে ॥ প্রহ্লাদ বিনয়েস্কন শুন ভগবান ॥ ও কোলের যগ্য নহি পদে দেহ স্থান ॥ ভগবান কহেন ভক্তের মায়ামোহে। কোলের বয়স তব চরণের নহে ॥ শিশুকালে তোমার পরম তত্ত্ব জ্ঞান। বাপধন বাসি তোরে প্রাণের সমান ॥ বহুদূর ব্যাপে অগ্নি গুরু২ জ্বলে। প্রহ্লাদ পরম সুখে শ্রীপতির কোলে ॥ তরু আদি সেঁছাঁচি দিগের জ্বলে যায়। লহিত বরণ হয় মৃর্ত্তিকা তথায় ॥ শোকে কান্দে কয়াধু কপালে কর হানে। অন্তরে হরিকে কহে চাহিয়ে বিমানে ॥ গুণসিন্ধু দিনবন্ধু পতিত পাবন। সর্ব্বাদ্য সচ্চিদানন্দ অনাথের ধন ॥ পরাৎপর বস্তু ব্রহ্ম পুরুষ প্রধান ॥ পরমাত্মা রূপে সর্ব্ব ঘটে অধিষ্ঠান ॥ সবার অব্যক্ত তুমি সর্ব্ব ব্যক্ত তব। অজ্ঞান অবলা আমি মাহাত্ম্য কি কব ॥ না জানে প্রহ্লাদ তব ধ্যানে দৃশ্যা দৃশ্য। অব্যাচিন বালক অজ্ঞান দুগ্ধপোষ্য ॥ প্রলয় অনল মধ্যে প্রহ্লাদে বাঁচাও। নিজগুনে অধিনীর পুত্রটিকে দাও ॥ হইল আকাশ বাণী

মা কান্দহ আর। হরিভক্ত প্রহ্লাদে বিনাশে সাধ্য কার॥ তিন দিন দিবা রাত্রি জ্বলে সে অনল। দূতগণ নিভাইল ঢালি বহু জল॥ অন্তর্ধ্যান হইলেন হরি গুণধাম। মধ্যে বসি প্রহ্লাদ করেন হরি নাম॥ হিরণ্যকশিপু হেরি কাঁপিতে লাগিল। প্রলয়াগ্নি মধ্যে বেটা কেমনে বাঁচিল॥ সবে মনে করে হরি বড় দয়াময়। দৈত্য নৃপতির ভয়ে প্রকাশে না কয়॥ রাজা বলে প্রহ্লাদে আনহ মম স্থলে। শুধাইব কিপ্রকার বাঁচিল অনলে॥ আজ্ঞামাত্র দূতগণ আনিল সভায়। হৃদে বিষ মুখে মধু ভূপতি শুধায়॥ কহ বাপু কিপ্রকার অনলে বাঁচিলে। এ বিপদে কে তোমায় প্রাণদান দিলে॥ প্রহ্লাদ কহেন যিনি ভবার্ণবে তরি। প্রাণদান দিলেন আমায় কৃপা করি॥ রাজা বলে আমি তারে খুজিয়ে বেড়াই। কেমনে বাঁচায় আসি দেখিতে না পাই॥ দূতে কয় ক্রোধে যেন কালান্তের কাল। বান্ধিয়ে প্রহ্লাদে জলে ফেলরে তৎকাল॥ প্রস্তর সহস্র মোন গলায় বান্ধিয়ে। অগাধ সিন্ধুতে শীঘ্র দেহ ফেলাইয়ে॥ মরুক তরুক বেটা জা হয় হইবে। প্রবেশিবে রসাতলে আসিতে নারিবে॥ রাজার আজ্ঞায় দ্রুত দূত গণ ধায়। বৃহদ প্রস্তর সবে আনিল ত্বরায়॥ প্রহ্লাদে লইয়ে সবে সিন্ধুতটে গিয়ে। ফেলায় শলিলে গলে প্রস্তর বান্ধিয়ে॥ প্রহ্লাদ কৃষ্ণের নাম করেন স্মরণ। নিগুড় বন্ধন হয় তৎকাল মোচন॥ হয় ভব বন্ধন মোচন নামে যার। তথাস্থলে সামান্য বন্ধন কোন ছার॥ বসিলেন প্রস্তরে করিয়ে আরোহণ। নির স্থির সিন্ধুর তুফান নিবারণ॥ অতি দূরে ভাসে শিলা হরির ইচ্ছায়। কৃষ্ণ ধ্যান করে শিশু বসিয়ে শিলায়॥ দূত কহে মহারাজ শিলা ভাসে জলে। শিলায় বসিয়ে শিশু কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে॥ রাজা বলে মন্ত্রীগণ বুঝিতে না পারি। বোধ হয় আমার মনে বিপদ হবে ভারি॥ কোনশত্রু আসি পুত্র হইল আমার। দুগ্ধপুষ্য বালকে বিনাশ করা ভার॥ আজ্ঞা দিল অস্ত্রা ঘাত করহ ত্বরায়। জাঠা শেল গুলাঘাতে ডুবাও শিলায়॥ শুনি সৈন্য সমস্ত সঅস্ত্র শীঘ্র যায়। নানা অস্ত্রাঘাত করে প্রহ্লাদে শিলায়॥ স্পর্শ মাত্র ভস্ম রাশি শেল শুল বান। জলন্ত অনল যেন শলিলে নির্ব্বাণ॥ দূত আসি দৈত্য রাজে সমাচার দিল। না ফুটিল বান অঙ্গে শিলা না ডুবিল॥ হিরণ্যকশিপু বলে করি কি উপায়। প্রহ্লাদ জলধি জলে ভাসিয়ে বেড়ায়॥ সেশে মহতের বুদ্ধি দুষ্ট ক্ষয় পায়। কালীকৃষ্ণ বেচে আছে এই ভরসায়॥

অথ নৃসিংহ মূর্ত্তি প্রকাশ।

তাল আড়া। কৃষ্ণ পদে মন মজে যে ভজে শ্রীকৃষ্ণ নাম। অশেষ আপদ ক্ষয় প্রাপ্ত হয় মক্ষধাম॥ ভক্ত প্রতি কৃপা করি, নবকলে বর ধারি, অর্দ্ধঅঙ্গ হরি হরি, অর্দ্ধ নর ঘনশ্যাম। হরি প্রীতে হীন প্রীত, ভাব হিতে বিপরীত, এই হেতু সচিন্তিত কালী কৃষ্ণ অবিশ্রাম॥

দীর্ঘ ত্রিপদী। এক পক্ষ সিন্ধু জলে, ভাসে শিশু কুতূহলে, শিলা চলে তটের নিকটে॥ শিশু করে অনুমান, যাইব পিতার স্থান, শুজ্ঞান যদ্যপি ঘটে ঘটে। মম প্রতি অসন্তোষ, পিতা করিলেন রোষ, তাঁর দোষ আমি কি ধরিব। পিতা আদি দুষ্ট চয়ে নানামতে সবিনয়ে, বুঝাইয়ে হরি ভজাইব॥ লম্ফ দিয়ে ভূমণ্ডলে, নাম্বিয়ে পিতার স্থলে, শিশু চলে রাজ সভাতলে। হরি ভক্ত উপনীত, হেরি রাজা শশঙ্কিত, সচিন্তিত সভাস্থ সকলে॥ রাজা করে নিরীক্ষণ, যিনিয়ে তপ্তকাঞ্চন, শুচিকন অঙ্গ পূর্ব্বাধিক। মারিলে প্রাণে না মরে, চিত্র মধ্যে জ্ঞান করে, আমারে যেমন স্বভাবিক॥ ইঙ্গিতও ভাবি সার, না বুঝিয়ে দুরাচার; পুনর্ব্বার কৃষ্ণ ভক্তে কয়। না মানহ নিবারণ, ভজিতেছ নারায়ণ, কি কারণ কহরে নিশ্চয়॥ শিশুর দেহ পবিত্র, হরি পদে রত চিত্র, ভাব মিত্র সকলের প্রতি। শুন পিতা বিবরণ, পূর্ণব্রহ্ম সনাতন, নারায়ণ সকলের গতি॥ কোন তুচ্ছ রাজ্য পদ, প্রদায়ক কৃষ্ণ পদ, মক্ষপদ বিপদ নাশিয়ে। মারিতে বাঞ্ছিত তুমি, বারম্বার বাঁচি আমি, সর্ব্ব স্বামী হরিকে ভজিয়ে॥ কৃষ্ণ পদে মতি যার; বিপদ না রহে তার, সবাকার গতি নারায়ণ। ভজ পিতা কৃষ্ণ নাম, পূর্ণ হবে মনস্কাম, মোক্ষধাম প্রাপ্ত অখণ্ডন॥ হিরণ্য কশিপু স্থলে, প্রহ্লাদ শুযুক্তি বলে, ক্রোধে জ্বলে দানবের পতি। বলে দুঃখ কব কত, শত্রু পদে মন গত, নহে পুত্র শত্রু এ দুর্ম্মতি॥ কুচক্রী সে চক্রপাণি আমি তাহা ভাল জানি, মন্দ শনি সে আমার পক্ষে। যদি হয় দৃষ্টিপাত: ঘটাই সব উৎপাত: শুলাঘাত করিতার বক্ষে॥ চেষ্টা করি দুরাচারে, পাই তারে কিপ্রকারে; বলরে প্রহ্লাদ সত্য করি। স্বর্গ মর্ত্য ভূমণ্ডলে, কিম্বা সাগরের জলে, কোন স্থলে আছে তোর হরি॥ অগ্রে স্তম্ভ দৃষ্টি হয়, ভক্তের মনে উদয়, শিশু কয় পিতার গোচর। সর্ব্ব স্থিতি একা যেই, অবশ্য আছেন সেই;

হরি এই স্তম্ভের ভিতর।। রাখিতে ভক্তের বাণী,অপ্রকাশে চক্রপাণি;আপনি সে স্তম্ভে হন স্থিতি। দক্ষে কয় দৈত্য বর, দেখিব স্তম্ভ ভিতর, কৃষ্ণ তোর কেমন আকৃতি॥ প্রহ্লাদ শ্রীকৃষ্ণে কয়, বাক্যটি মিথ্যা না হয়, অতিশয় ভাবিতে লাগিল। দৈত্য লম্ফে ভূমে পড়ে, ক্রোধে চলে মহারড়ে; এক চড়ে স্তম্ভটা ভাঙ্গিল॥ স্তম্ভের ভিতর হরি: নরসিংহ রূপ ধরি, সর্ব্বোপরি হইলা প্রকাশ। নাভিস্থলাবধি নর, উর্দ্ধে সিংহ কলেবর: ভয়ঙ্কর যুড়িয়ে আকাশ॥ নরাকার কৃষ্ণ বর্ণ: সিংহাকার সেতুৎপন্ন: ধন্য ধন্য নৃসিংহ দুর্জ্জয়। চরণে নূপুর বাজে: কটিতে কিঙ্কিনি সাজে, গরজে সঘন ঘন চয়॥ পরিধান পিতা ম্বর, পদদ্বয় দৃঘ তর,চারি কর ফনিবর ফণা। তাহে নখ দশ দ্বয়: ভতুল্য তিক্ষ্ন স্তনয়, পায় ভয় দৈত্য সর্ব্বজনা॥ বক্ষ স্থল সূর্য্যজ্যোতি, গলে গাঁথা গজমতি মত্ত অতি বিস্মিত আপন। হুঙ্কার শব্দ স্বঘন: বর্জ্জাঘাত ন্যায় ঘন, যেন ঘন গর্জ্জে ঘন ঘন॥ ভাস্কর নয়নদ্বয়: বিকট দশন চয়, অতিশয় বিস্তার বদন। জুহ্বা করে লহ লহ, মস্তকে জটা সমুহ, নরসিংহ আকার ধারণ॥ কৃপাবান শুরনাথে, প্রহ্লাদে সদয় তাতে:সাধন্যার্থে ভক্তদেব কার্য্য॥ নরসিংহ মহাবলি: রূপে হরি কুতুহলি, কহে কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য॥

অথ হিরণ্যকশিপু বিনাশ।

তাল আড়া। ভগবান ভক্তে ভয় তুফানে তারিতে তরি। ত্রাতা
হরি হরিরূপে নাশি শত্রু মত্তকরী॥ হিরণ্যকশিপু ভূপে, নাশি
নরসিংহ রূপে: প্রহ্লাদে এ জম্বুদ্বিপে রাজা করিলেন হরি॥
দ্বিজ কালীকৃষ্ণ বলে, হরিনাম মহাফলে, নাশক শত্রু অনলে
কৃপাবারি বিষ্টি করি॥

পয়ার। হইলেন নারায়ণ নরসিংহ রূপ। না হয় না হইবেক সেরূপ স্বরূপ॥ সভামধ্যে ছিল যত দানব দুর্ব্বার। পলাইল নিরখিয়ে ভয়ঙ্করা কার॥ মহা ভয়ে কম্পবান হিরণ্যকশিপু। আকস্মাৎ উপস্থিত ভয়ঙ্কর বিপু॥ ডাকিতেছে দৈত্যপতি করিয়ে চিৎকার। সম্মুখে প্রবল শত্রু করহে সংহার॥ শুনিয়ে অগণ্য সৈন্য মহাকোপে ধায়। প্রহারে প্রচুর অস্ত্র নৃসিংহের গায়॥ শেল শুল শক্তি জাঠা ঝকড ঝঝনা। নৃসিংহে প্রহার করে দৈত্য বহু জনা॥ ঠেকিয়ে নসিংহ অঙ্গে হয় চূর্ণাকার। গাদৃসি বল্লুকা মুষ্টি পাশানে প্রহার॥

অঙ্গ স্পর্শে অগ্নিবান, নির্বিশেষ সকল। সিন্ধু জলে যেন রাশি রাশি দাবানল॥ হতবুদ্ধি হিরণ্যকশিপু নিরখিয়ে। ধরেন নৃসিংহ তারে ক্রোধিত হইয়ে॥ জলে স্থলে না হইবে দুষ্টের মরণ। আপনার উরুদেশে করেন স্থাপন॥ দিবা রাত্রে দৈত্যপতি না হইবে হত। সন্ধ্যার সময় তারে নাশিতে উদ্যত॥ বর আছে না মরিবে সৃজনে ব্রহ্মার। তেকারণে নারায়ণ নরসিংহাকার॥ বক্ষে বসাইলা নখ দশন বিশাল। হৃদয় বিদীর্ণ তার করেন তৎকাল॥ সঅস্থি সহিত তার চিরিলেন বুক। দৈত্যপতি তেজে প্রাণ হেরি হরি মুখ॥ ঘোর শব্দ করি মরে হিরণ্যকশিপু। ঈশ্বর করেন নাশ মহাবল রিপু॥ হেরিয়ে হরির মুখ হরি হস্তে হত। হিরণ্যকশিপু দৈত্য শ্রেষ্ঠস্থল গত॥ শূন্যে থাকি দেখিছেন সকল অমর। পুষ্পবৃষ্টি করিছেন নৃসিংহ উপর॥ আকাশে আনন্দ ধ্বনি হয় জয় জয়। নানাস্তব কেশবে করেন সুরচয়॥ জয় জয় জগদীশ বস্তু সারাৎসার। নাশিতে দুর্জ্জয় দৈত্য নরসিংহাকার॥ কেশব কমলাপতি করুণা নিধান। সর্ব্ব কাল সুরপ্রতি অতি কৃপাবান॥ মন্থন করিয়ে সিন্ধু অমর করিলে। হিরণ্যাক্ষ দৈত্যে মারি মহী উদ্ধারিলে॥ হিরণ্যকশিপু ছিল অত্যন্ত দুর্জ্জয়। বিনাশ করিয়ে ব্রহ্ম বিনাশিলে ভয়॥ দৈত্যবরে বধিলা নৃসিংহ অবতার। মহাক্রোধে কম্পবান ছাড়েন হুঙ্কার॥ নৃসিংহের দম্ভে কম্পে মহীবাসি গণ। ধরা কম্পে অধব ধরণী ধর হন॥ মহা ভয়ে সুরপতি কহেন ব্রহ্মায়। নৃসিংহের দম্ভে মহী তলে চলে প্রায়॥ কহিছেন বিধাতা ঘটিল বড় দায়। চিন্তা করিতেছি তাই করি কি উপায়॥ ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি হেরি হইতেছে ভয়। সন্নিকটে গমনের সাহস না হয়॥ হৃদকম্প হইতেছে নয়নে হেরিয়ে। কেহ যদি পারহ করহ সাম্য গিয়ে॥ ইন্দ্র বায়ু বরুণ কুবের হুতাশন। ভয়ে কেহ না করেন নিকটে গমন॥ বিনয়ে কহেন ব্রহ্মা লক্ষ্মীর সদনে। অজিত বল্লভা সাম্য কর নারায়ণে॥ কমলা কহেন ভয়ে না পারি হেরিতে। না পারিব ও মূর্ত্তির নিকটে যাইতে॥ বিনয়ে বিধাতা কন প্রহ্লাদের প্রতি। নারায়ণে সাম্য তুমি করহ সুগতি॥ প্রহ্লাদ নিকটে গেলা নির্ভীত কায়ায়। পিতার ক্রোধেতে শিশু পুত্র না ডরায়॥ প্রহ্লাদ করেন স্তব নৃসিংহে হেরিয়ে। সুস্থির হইলা হরি ক্রোধাদি ত্যেজিয়ে॥ প্রহ্লাদে করিয়ে কোলে চাটেন জিহ্বায়। বৎস যেন গাভীর নিকটে

ভস্মৎপ্রায় ॥ প্রহ্লাদ কহেন প্রভু মমাদির গতি। সামান্যমূর্ত্তি ধারণ করহ লক্ষ্মী-পতি ॥ তেজিয়ে নৃসিংহ দেহ বিষ্ণু কলেবর। প্রহ্লাদে করেন রাজা পৃথিবী উপর ॥ ভগবানে ভক্ত কহে দুঃখিত হইয়ে। মায়ায় করিবে মুগ্ধ রাজ্য ধন দিয়ে ॥ কেশব কহেন বাছা চিন্তা কি তাহার। পরকালে রবে তুমি নিকটে আমার ॥ অন্তর্ধান নারায়ণ ভক্তকে তুষিয়ে। প্রহ্লাদ পালেন প্রজা আনন্দে মজিয়ে ॥ পিতার সৎকার্য্য করি করে পিণ্ডদান। ত্রিলোকের কষ্ট হত আনন্দ বিধান ॥ করিলেন শ্রীহরি সন্তোষ ভক্তে নিজ। ব্রহ্মতত্ত্ব মতে কহে কালী কৃষ্ণ দ্বিজ ॥

অথ বলিরাজার উৎপত্তি।

তাল আড়া। অবিরত ধ্যানে রত দানে রত অকাতরে। উদয় সদয় ভাবে তার ভবে চারি করে ॥ বলি মহা ধ্যানে রত, পুরন্দর সর্ব্বিব্রত: এই ভয় অবিরত, পাছে পদচ্যুত করে। যার আছে সমস্থান, দানে পায় পরিত্রাণ, হরিহে কি করে দান কালী কৃষ্ণ সন্য করে ॥

পয়ার। প্রহ্লাদ হইলা রাজা পৃথিবী ভিতর। সুপালনে সকলের সুস্থ কলেবর ॥ পরম বৈষ্ণব বিজ্ঞ বিখ্যাত জগতে। চলে পৃথিবীর প্রজা প্রহ্লাদের মতে ॥ দুর্দৈব নাশে শিষ্ট রাজা কৃষ্ণ পরায়ণ। জগতে সকলে হয় শ্রীকৃষ্ণ ভাজন ॥ ফুটে যেন কমল কদর্য্য শরোবরে। মহা ক্রুর বিষধর যেন মণি ধরে ॥ যেন শিলা গণ্ডকী প্রস্তর গণ সনে। চম্পকের বৃক্ষ যেন কণ্টক কাননে। লোহ আদি ধাতু মধ্যে সুবর্ণ যেমন। উদয় দানব কুলে প্রহ্লাদ তেমন ॥ দয়াশীল সত্যবাদী সচ্চরিত্র বান। না হয় না হবে ভবে প্রহ্লাদ সমান। পরাৎ পর বস্তু ব্রহ্ম বিষ্ণু কলেবর। ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ ভক্ত প্রহ্লাদ সুন্দর ॥ ধার্ম্মিক ধবায় রাজা বিষ্ণু গত চিত্ত। নৃপতির গুণে প্রজা সকলে পবিত্র ॥ প্রহ্লাদের রাজ্যে হয় হীন শোক রোগ। বহুকাল প্রহ্লাদ করেন রাজ্য ভোগ ॥ প্রহ্লাদের এক পুত্র বিরচন নাম। সুনীতি সৎব্যবহারি জ্ঞানি গুণধাম॥ রাজ্য দিলা প্রহ্লাদ পুত্রকে কুতুহলে। পরলোকে রহিলেন নারায়ণ স্থলে ॥ বিরচন প্রজা পালে পুত্রের সমান। বহুকাল সুখে রাজ্য করে গুণবান ॥ বিরচন নৃপতির একটি তনয়। মহাবীর পরাক্রম খ্যাত বিশ্বময় ॥ শিশুকালে মর্ত্ত্যে বুলে

বিরভাগ দলি। মহাবল পরাক্রম নাম হয় বলি॥ বিরচন পুণ্যবান বিষ্ণু পরায়ণ। নিজপুত্রে করিলেন রাজ্য সমর্পণ॥ বিরচন পুরলোকে গেলা স্বর্গ বাসে। রাজ্য ভোগ করে বলি অত্যন্ত উল্লাসে॥ নানা শাস্ত্রে বিশারদ পরম পণ্ডিত। বিষ্ণুবর জ্ঞাত সর্ব্ব সুরিত সুনীত॥ বিষ্ণু ভক্ত পিতা পিতামহের সমান। দুর্জ্জনে দমন করি শিষ্টে করি ত্রাণ॥ প্রজার পালন করে পুত্রের সমান। দয়াশীল মহা দাতা অতি পুণ্যবান॥ মহাবল পরাক্রম বলি মহা মতি। দ্বিজ ভক্ত দয়াশীল ধর্ম্মে মতি অতি॥ পৃথিবীর রাজা বলি তেজে আপনার। আসয় অমরাবতী পতি হইবার॥ লইবারে পারে বলে মহা বলবান। অন্যায়ে বিরত মন আছে ধর্ম্মজ্ঞান॥ ধর্ম্মবল সর্ব্ববল প্রধান গণন। নানা ধর্ম্ম আরম্ভিলা ইন্দ্রত্ব কারণ॥ সসাগরা পৃথিবী বলির অধিকার। বহু বিপ্রে বহুদান করে অনিবার॥ যে ব্রাহ্মণ যাহা চাহে তাহা দেয় দান। ত্রিভুবনে দাতা নাই বলির সমান॥ দান ধ্যান আদি ধর্ম্ম কর্ম্ম সদা করে। মহাপুণ্যবান বলি জগত ভিতরে॥ ইন্দ্রত্ব আশয়ে বলি করে দান ধ্যান। হেরিয়ে বলির পুণ্য ইন্দ্র কম্পবান॥ সুরপতি শশঙ্কিত হইলেন প্রাণে। বলি দৈত্য ইন্দ্রত্ব লইতে পারে দানে॥ ভয়ে চলিলেন ইন্দ্র সহ সুরগণ। ক্ষীরোদ সাগরে যথা ব্রহ্ম নিরঞ্জন॥ তটস্থ হইয়ে ইন্দ্র ক্ষিরদের তটে। ডাকেন কোথাহে হরি উদ্ধার শঙ্কটে॥ নানা স্তুতি করেন পাইয়ে অতি ভয়। কালীকৃষ্ণে কৃপাদৃষ্টি কুরু দয়াময়॥

অথ পুরন্দর কৃষ্ণের স্তব করেন।

তাল ঝাপতাল। ভাঙ্গিল ভবের হাট ভবভয়ে ভীত অতি। সঙ্ক ভাবে কৃপালক্ষে রক্ষ রক্ষ লক্ষ্মীপতি॥ যা করাও তাই করি যা বলাও বলি হরি, যদি তরাও তবে তরি শ্রীপতি অগতির গতি॥ ব্রহ্মরন্ধ্রে উপবিষ্ট, তদেচ্ছায় মনাভীষ্ট, তবে কেন এত রুষ্ট কালীকৃষ্ণ দ্বিজ প্রতি॥

পয়ার। সুরপতি ভয় অতি পাইয়ে অন্তরে। করেন হরির স্তব চৌত্রিশ অক্ষরে॥ কমলার কান্ত কৃষ্ণ বিষ্ণু কৃপাময়। খেদাতুরে খিনে ত্রাতা খলে কারি ক্ষয়॥ গুণসিন্ধু গতিশ্বর গিরিজা কুমার। ঘনেশ্যাম ঘোরদায় ঘুচাও আমার॥ ওঁকারে না জানি স্তব ওঁকার আপুনি। চতুর্ভূজ চক্রাস্ত্রি চতুর চড়া

গণি ॥ ছলেতে ছাড়ায় ছত্র ছদ্মের লক্ষণ। জয় জয় জগদীশ রক্ষ জনার্দ্দন ॥ ঝকড়া ঝনঝাটে মন বিরত তাহার। একারে ভজিয়ে যাজা লইবে একার ॥ টেকাও শঙ্কটে যদি টেকি রাজ্যে তবে। ঠকায় হে দৈত্য ঠকে ঠাকুর কি হবে॥ ডাকি ভয়ে ডরাগ্নিতে অভয় করহ। ঢুলে কষ্ট ঢলে পড়ি এঢল ঢাকহ॥ গত্ত্বণ আপুনি গত্ত্বে না জানি মহিমা। ত্রাণ কর্ত্তা তব তত্ত্ব ত্রিলোকে অসীমা॥ থাক কাছে থাকি সুখে নহে থাকা তার। দুঃখ দিতে দৈত্য করে দানাদি অপার॥ ধরে বলাধিক ধনি ধার্ম্মিক ধরায়। নিত্যানন্দ নর্ত্তা রাখ নহে নিরুপায়॥ পতিত পাবন প্রভু পরাৎপর হরি। ফাঁদেতে ফেলেছে ফেরে কি ফিকির করি॥ বরসুর বিষয় বাঞ্ছিত বলি ব্যয়ে। ভক্ত ভাবে ভগবান ভীতে রক্ষ লয়ে॥ মন্মথে মোহিতকারি শ্রীমধুসূদন। যশস্কর যোগে যত্নে ভুলাও যে মন॥ রীত মত রত রাজ্যে রহিয়াছি মানি। লক্ষ্মীপতি কিললাটে লিপিতা না জানি॥ ব্রহ্মবস্তু ব্রহ্মাণ্ডের তুমি বুদ্ধিবল। সর্ব্বদা শ্রীপতি তব স্বেচ্ছায় সকল॥ ষটে সংহারিয়ে শীঘ্র রাখহে সস্থানে। শক্র ভয়ে সদা আমি শশঙ্কিত প্রাণে॥ হীনবল হইয়াছি হতর লক্ষণ। ক্ষেমঙ্কর ক্ষমানাথ ক্ষীরদ সায়ন॥ পরম পুরুষ তুমি পতিত পাবন। বিপদ নাশক নাম শ্রীমধুসূদন॥ অমরা বতির পতি তোমার ইচ্ছায়। কে আছে আপুনি বিনে কব আর কায়॥ প্রহ্লা দের পৌত্রের পুণ্য অসঙ্গত। ইন্দ্রত্বের ইচ্ছায় অধিক দানে রত॥ চিত্র সদা সচঞ্চল অত্যন্ত চিন্তায়। কৃপায় করুণাময় করহ উপায়॥ সুরপতি মিনতি করেন অতিশয়। জানিলেন অন্তরে অচ্যুত দয়াময়॥ প্রবধিতে পুরন্দরে ব্রহ্মের আশয়॥ পদ্যচ্ছন্দে কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য কয়॥

অথ বামন মূর্ত্তি প্রকাশ।

তাল একতালা। নবীন বামন রূপে হরি। সাধিতে সুরের কাজ বিরাজ ভবোপরি॥ কিবা বঙ্কিম নয়ন, তাহে ত্রিভঙ্গ গঠন. নব ঘন যিনি মাধুরি। ষোল কলা নিশা ঐরি রূপে তুলা না করি॥ ব্রহ্মাণ্ড চরণে যার; তিনি অতি খর্ব্বকার, মহিমার সীমা না হেরি। কর কালীকৃষ্ণে কর পার দিয়ে চরণ তরি॥

পয়ার। চিন্তামণি চিন্তিয়ে আকাশ মার্গে থাকি। কহিছেন অমর পতির প্রতি ডাকি॥ বলিরাজে ভয় না করিহ সুরপতি। বলিকে ছলিব আমি গিয়া

বসুমতি॥ শুনি শুষ্ক সুরপতি অমর সকলে। করিয়ে মিনতি স্তুতি গতি নিজ স্থলে॥ অনাকারে সাকার অনাদি নারায়ণ। চিন্তিলেন কলেবর ধারণ কারণ॥ কস্যপের প্রীয় ভার্য্যা অদিতি সুন্দরী। তার গর্ব্ভে আবির্ভাব হইলা শ্রীহরি॥ ইচ্ছাময় জগদীশ জঠরে উদ্ভব। সময়ে অদিতি দেবী হইলা প্রসব॥ ভূমিষ্ট হইলা বিষ্ণু বামন আকার। কালরূপে আলো হয় সূতিকা আগার॥ রক্তোৎপল নিম্নস যুগল পদতল; সুচিকন সুগঠন শ্রীঅঙ্গ সকল॥ বামনের স্বরূপ সে আশয়ে না ধরে। অদিতি আহ্লাদে মগ্ন হেরিয়ে কুওরে॥ লালন পালন্ পুত্রে করেন আনন্দে। ছয় মাসে দেন অন্ন বদনে সচ্ছন্দে॥ কস্যপের কত সুখ কহিতে না পারি। বামনে করিয়ে কোলে সদা গৃহাচারি॥ কস্যপের ত্রিলোক গোচর যোগবলে। না চিনেন মায়াবশে ব্রহ্মে করি কোলে॥ সপ্তম বৎসর ক্রমে বয়স প্রমান। বামনের চূড়াকরণের আয়োজন॥ অদিতি বিনয়ে কন কস্যপ সদনে। করিতে হইবে ঘটা এচূড়াকরণে॥ কস্যপ কহেন আমি কোথা পাব ধন। অদিতি কহেন কেন ভাব অকারণ॥ আমাদের নন্দন দেবতা বহুজনা। অবশ্য দিবেন ধন করিলে প্রার্থনা॥ কস্যপ কহেন করি তপস্যা আচার। সম্প্রাত্য জাচিঞা করা অসাধ্য আমার॥ শুনিয়ে অদিতি অতি অন্তরে দুঃখিত। হেনকালে নারদ আসিয়ে উপস্থিত॥ কস্যপ নারদে দেন প্রেম আলিঙ্গন। কহেন নারদ প্রতি হইয়ে গোপণ॥ কল্য বামনের চূড়াকরণী দ হবে। নিমন্ত্রণ তব অন্যে একথা না কবে॥ সঙ্গোপনে এ কর্ম্মটি করিব সাধন। ব্রাহ্মণীর ঘটা ইচ্ছা কোথা পাব ধন॥ ঋষি কন তুমি আমি বামন বালক। এ কর্ম্মটি কেবল জানিবে তিন লোক॥ না বুঝিয়ে কস্যপ দিলেন অনুমতি। বিবাদে প্রমাদে নারদের তুষ্টি অতি॥ বামনে দেখিতে ঋষি করেন গমন। কি কর অদিতি কোথা তোমার বামন॥ প্রণাম করেন দেবী অত্যন্ত আহ্লাদ। দেবঋষি বামনে কর়গো আসির্ব্বাদ॥ অন্তরে করেন ঋষি প্রণতি বিনয়। বদনে কহেন বামনের হকু জয়॥ উথলে আনন্দ সিন্ধু হেরিয়ে বামনে প্রেমে পুলকিত অঙ্গ সলিল নয়নে॥ অদিতি কহেন কেন আঁখি ছল ছল। নারদ কহেন দুঃখ কি বলিব বল্‌॥ তব কর্ত্তাটির কথা অপ্রীয় শুনিয়ে। উপজে অন্তরে খেদ বামনে হেরিয়ে॥ কহিলেন কস্যপ হইয়ে দুঃখি ভারি। গৃহবাসে কি সুখ মুখরা যার নারী॥ কাল্যি চূড়াকরণ সে দুঃখ কব কটা। অদি

তির মহা রাগ না করিলে ঘটা॥ মিছা মম কষ্ট ভোগ অদিতির তরে। কাল খর্ব্ব ছেলেটার ঘটা কেটা করে॥ বামনে দিতেছে গালি অতিশয় ক্রোধে। মুখে মিছা ভাল বাসা তব অনুরোধে॥ বামনের মুখ হেরি আনন্দ উথলে। এমন ছেলেকে কেন কটু বাক্য বলে॥ অদিতি নিঃশ্বাস ছাড়ে গর্জ্জে যেন ফণি। মনে মনে হাসেন বামন চূড়ামণি॥ চলিলেন নারদ বিবাদ লাগাইয়ে। অদিতি অঙ্গনে বসি উঠিল কান্দিয়ে॥ কস্যপ কহেন আসি কি দুঃখ উদ্ভব। কি কারণ কান্দ কাশি আনন্দ উৎসব॥ অদিতি কহেন হায় খেদে প্রাণ যায়। বামনের কে আছে কহিব আমি কায়॥ কাননে বলহ কাঁচ দুঃখ কব কটা। অপমান ঘটিল করিতে বোলে ঘটা॥ বামনের রূপে হয় অন্ধকার আলো। নিল মণি জিনি শ্রেণী তুমি বল কাল॥ কস্যপ কহেন একি কথা উপগত। না জানি না কারে কিছু মিছা বল কত॥ অদিতি কহেন তব বামনে আদর। হই য়াছি নারদের মুখে সুগোচর॥ কস্যপ কহেন প্রিয়ে না কর বিবাদ। নারদ কহিয়ে গিছে ঘটায় প্রমাদ॥ নারদ কলহ প্রিয় বিবাদ লাগায়। শুনিয়ে তোমার কথা দুঃখে হাসি পায়॥ আঁখির পুতলি মম প্রাণের সোশর। এাকে কথা বামনে করিব অনাদর॥ থাকিলে সংসার ধর্ম্মে মিছা দন্দ্ব ঘটে। দ্বিজ কালীকৃষ্ণ কহে পড়িয়ে শঙ্কটে॥

অথ বামনদেবের চূড়াকরণাদি।

তাল মধ্যমান। চিত্র চিন্তা কর চিত্ত মুনির চরণ। তিনি অগ্র কটে স্থিতি ঘটে সঙ্কটে ত্রাণ কারণ॥ কস্যপ সৌভাগ্যবান, সাক্ষাৎ শ্রী ভগবান তিন লোকে ভোজন করান ভিন্ন আহরণ, মতি যার হরিপদে, সে তরে বহু বিপদে কালীকৃষ্ণ নিজপদে পদচ্যুত কি কারণ॥

পয়ার। ভৃগুঋষি কহিছেন শুন ঋষিগণ। শ্রীহরি বামন রূপে কস্যপ নন্দন॥ বামনের উপনয়নের দিনস্থির। চিন্তা করিছেন মনে নারদ শুধীর॥ আজি আমি ত্রিলোক করিব নিমন্ত্রণ। কি ভয় উদয় যথা ব্রহ্মসনাতন॥ প্রথমে বৈকুণ্ঠ ধামে করিলেন গতি। বসিয়ে সঙ্গিনী সহ লক্ষ্মী সরস্বতী॥ চতুর্ভুজ বৈকুণ্ঠ ধামেতে নারায়ণ। উদয় কস্যপালয়ে দ্বিভূজ বামন॥ নারদ করিয়ে স্তুতি কহিছেন সবে। বামনের কল্য চূড়াকরণাদি হবে॥ স্ত্রীপুংস বৈকুণ্ঠধামে সবে

নিমন্ত্রণ। সর্ব্বজন কল্য তথা করিবে গমন॥ শুনিয়ে কনসাদির আনন্দ উথলে। স্মরণ হরির আজি আমাদি সকলে॥ অপ্রকটে বৈকুণ্ঠে আছেন নারায়ণ। দেখিব কস্যপালয়ে শ্রীমূর্ত্তি বামন॥ কৈলাসে কহেন ঋষি শঙ্করী শঙ্করে। ব্রহ্মলোকে কহিলেন ব্রহ্মার গোচরে॥ ইন্দ্রাদি তেত্রিশকোটি দেবে নিমন্ত্রণ। দেবঋষি ব্রহ্মঋষি আদি মুনিগণ॥ বামনের কল্য চূড়াকরণ হইবে। আত্মা বন্ধু পুরবাসি সহিত যাইবে॥ স্বর্গবাসি সকলে কহিয়ে বিবরণ। মহীতলে সকলে করেন নিমন্ত্রণ॥ পাতালে বাসুকী সহ নাগে নিমন্ত্রসা। বামন কস্যপ-গৃহে পৈরিয়া ছিলা॥ ক্রমে ক্রমে ত্রিলোক সকলে নিমন্ত্রিয়ে। আইলা আপন স্থানে আনন্দে মজিয়ে॥ পরদিনে প্রত্যূষে কস্যপ ধামে গতি। করিছেন ক্রিয়ার উদ্যোগ হয়্যা ব্রতী॥ লক্ষ্মী সরস্বতী আর শক্তি সহ ভব। ব্রহ্মা আদি সবণিতা সহ সুর সব॥ দেবঋষি ব্রহ্মঋষি যত মুনিগণ। দ্বিজ আদি চারি বর্ণ নর অগণন॥ স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালি নিবাসি গণ যত। কস্যপ আলয়ে সবে চলিলেন দ্রুত॥ উর্দ্ধে অধে মধ্যে চারিদিকে কলরব। উথলিয়ে এসে যেন সুমদ্র অর্ণব॥ আবাহুত অনাহুত ভিক্ষুক বিস্তর। ধন লোভে নর্ত্তক নর্ত্তকী বাদ্যকর॥ কস্যপের আলয়ে সকলে গতি করে। চারি ধারে মেঘ যেন চলে বাউভরে॥ নারদ কস্যপ ক্রিয়া সম্পায় করিল। লক্ষ্মী সরস্বতী আদি উদয় হইলা॥ বৈকুণ্ঠ নিবাসি সবে আইলা সহিত। কসাপ হেরিয়ে কহে একি বিপরীত॥ হেন কালে শক্তি শিব কৈলাস নিবাসি। কস্যপের সন্নিধানে উপনীত আসি॥ কস্যপ চমকি উঠে আশ্চর্য্য ভাবিয়ে। বসায় সন্ত্রাস করি বিপদে পড়িয়ে॥ সহ ভার্য্যা ব্রহ্মা আদি দেবতা সকলে। আসি উপনীত হন কস্যপের স্থলে॥ নিরখিয়ে কস্যপ করেন হায় হায়। ত্রাণের উপায় নাই আজি বড় দায়॥ কসাপ কহেন সবে যাইবে কোথায়। অসময় কিকারণ আইলে হেথায়॥ ইন্দ্র আদি দেব গণ অবাক শুনিয়ে। প্রণমিয়ে বৃক্ষতলে ভাবেন বসিয়ে॥ ত্রিলোকের বসতি উদয় তথা স্থলে। দেখিয়ে কস্যপ ঋষি কোপানলে জ্বলে॥ প্রণাম করিছে সবে করিয়ে বিনয়। কস্যপ না কহে কথা হেঁট মাথে রয়॥ সবে বলে আনিলে করিয়ে নিমন্ত্রণ। দেখিয়ে না কহ কথা কিসের কারণ॥ ঋষি কন কি ক্রিয়া কিসের নিমন্ত্রণ। সবে বলে বামনের পবিত্র ধারণ॥ ঋষি কন যে বলিল সে পাগর বোই। সবে বলে নারদ নিকটে বসে ওই॥ কস্যপ

কহেন একি করিলে নারদ। ঘটাইলে আকস্মাৎ বিষম বিপদ।। কখন না মন্দ করি কি বাদ সাধিলি। হইয়ে পরম শত্রু দায় ঘটাইলি।। নারদ বলেন মন্দ বল অকারণ। কহিয়াছে অদিতি করিতে নিমন্ত্রণ।। কস্যপ যাইয়া দ্রুত অদিতি নিকটে। ক্রোধে কন পাপিঅসি ফেলিলি শঙ্কটে।। নারদেকে কহিলি করিতে নিমন্ত্রণ। দেখ গিয়ে ত্রিলোক আইল সর্ব্বজন।। কি আছে কি খাওয়াইব হায় কি করিব। এই পাপে চিরকাল নরকে মজিব।। সবার নিকটে মুখ দেখাই কেমনে। চির স্থায়ি রহিল কলঙ্ক ত্রিভুবনে॥ অদিতি কান্দিয়ে কয় ধরিয়ে চরণে। নারদে না কহি আমি এ কর্ম্ম করণে॥ মিথ্যা যদি কহি পতি তোমার নিকটে। ত্রিলোকের পাপ যেন মম ভাগ্যে ঘটে॥ নারদ শত্রুতা করে এদায় ঘটায়। হায় হায় প্রাণনাথ কি হয় উপায়॥ কস্যপ অদিতি দোঁহে কান্দিয়ে কাতর। বামন কহেন পিতা মাতার গোচর॥ শঙ্করের শক্তি আর বিষ্ণুর কমলা। আসিয়াছে নিমন্ত্রণে না হও উতলা।। আমারে লইয়ে চল সবার নিকটে। হইবে উপায় পিতা তরিবে শঙ্কটে।। ভাবেন বসিয়ে সবে নানা-বৃক্ষ তলে। কস্যপ করেন গতি গতি পতি কোলে।। উপস্থিত সভা মধ্যে বামন সুধীর। যাদৃশী তেজিতে মেঘ উদয় মিহির।। নবীন নীল কমল উদয় বামন। সে শ্রীঅঙ্গে কমলাদ্বয়ের মগ্ন মন।। বিধি ভব প্রভৃতি করেন স্তুতি নতি। সুর নর প্রধান ঈশ্বর দ্বয় প্রতি।। তোমাদের তুল্য কেবা আছে ত্রিজগতে। করিলে প্রণতি স্তুতি শিশুকে কি মতে।। সবাকারে বিধাতা দিলেন পরিচয়। বামন রূপেতে ব্রহ্ম কস্যপ তনয়।। না জানহ সুরপতি সর্ব্ব সুর গণ। তোমাদের কারণ উদয় নিরঞ্জন।। বলিসদা বাঞ্ছিত ইন্দ্রত্ব লইবার। বামন হইতে ভয়ে পাইবে নিস্তার।। শুনি সুরপতি সর্ব্ব সুরনর গণে। অষ্টাঙ্গে করেন নতি বামন চরণে।। ঈশ্বরের চরিত্র বুঝিবে সাধ্য কার। বিষ্ণু ব্রহ্ম পরাৎপর বামন আকার।। শিব সূর্য্য গণপতি শক্তি মূর্ত্তি ধারি। বসিয়ে বৃক্ষের তলে ব্রহ্মরূপ চারি।। বিষ্ণু নাম কৃষ্ণরূপ ব্রহ্ম সারাৎসার। হইলা কস্যপালয়ে বামন প্রচার।। পিতার নাসিতে চিন্তা চিন্তিলা বামন। মাহেশ্বরী সন্নিধানে দাণ্ডাইয়ে কন।। ভবতি ভিক্ষাংদেহি কহেন মায়ায়। কার্য্যদা বলেন ভিক্ষা কিদিব তোমায়।। বামন কহেন চল রন্ধন আলয়ে। মাতা পিতা কাতর কাতরা অতি ভয়ে।। ঈশ্বরী বামন দেবে করিলেন কোলে। উপস্থিত

মহামায়া রন্ধনের স্থলে ॥ অদিতি করিয়াছিল কিঞ্চিত রন্ধন। অন্নপূর্ণা বসিয়ে করেন নিরীক্ষণ ॥ স্তুবাকার সে অন্ন বেঞ্জন নানামত। পায়স পিষ্টক আদি নাম কব কত ॥ কহিছেন কস্যপে যাহার জাথে মন। সর্ব্বজনে বসাইয়ে করাও ভোজন ॥ নিরখিয়ে কস্যপের আনন্দিত মন। প্রণমিয়ে তারায় ত্বরায় সর্ব্বে কন ॥ ভোজনে বসুন সবে কানন ভিতর। কি করিব আমার অধিক নাই ঘর ॥ সবে কন যথা দিবে তথা খাব অন্ন। বামন তোমার পুত্র সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্য ॥ না পারেন ঋষিবর চিনিতে মায়ায়। বসাইলা কাননের ভিতরে সবায় ॥ স্বজাতি মিলিয়ে বনে নানা বৃক্ষতলে। বনপত্র পাত্র করি বসিল সকলে ॥ করেন পারস লক্ষ ব্রাহ্মণ মিলিয়ে। ত্রিলোক ভোজন করে আনন্দে বসিয়ে ॥ যাহার যাহাতে তৃপ্ত তৎক্ষণাৎ পায়। সকল সম্পূর্ণ অন্নপূর্ণার কৃপায় ॥ ভোজনান্তে আচমন করেন সকলে। গমন করেন সবে নিজ নিজ স্থলে ॥ লক্ষ্মী সরস্বতী আর শঙ্করী শঙ্কর। ব্রহ্মা স্বাহা ইন্দ্র শচি সকল অমর ॥ নর আদি স্বস্ব স্থানে সবার গমন। দ্বিজ কালীকৃষ্ণ রচে বন্দিয়ে বামন ॥

অথ বলির নিকটে ভিক্ষা হেতু গমন কারণ অদিতির স্থলে বামনের বিদায় প্রার্থনা।

তাল মধ্যমান। নবীন নিরদ বামন হরি বামন। বলিকে ছলনা হেতু মনে মনে আকিঞ্চন ॥ অদিতি জননী প্রতি, কন অখিলের পতি, ভিক্ষার্থে করিব গতি দৈত্যপতি সদন ॥ মায়ায় ভুলায়ে মায়ঃবামন হন বিদায়,কিসাধ্য তেজে মায়ায় কালীকৃষ্ণের মন ॥

পয়ার। ধরিয়ে বামন রূপ স্থিতি নারায়ণ। শুন বলি বলি দৈত্যপতির কথন ॥ মহাবল পরাক্রম বলি মহাশয়। অতি দাতা কুবের সম্পত্তে সম নয় ॥ পুণ্যবলে সুরপতি হইতে আশয়। নানা ধর্ম্ম কর্ম্ম করে সংখ্যা নাহি হয় ॥ বাঞ্ছামত সবার করিছে পুরস্কার। নৃপ পাশে ব্রাহ্মণের অবারিত দ্বার ॥ অনেক দেশের দ্বিজ ভিক্ষা হেতু যায়। বলির নিকটে সবে নানাধন পায় ॥ মহাঋষি কস্যপের নিবাস যে স্থলে। তথাকার দ্বিজগণ ভিক্ষাহেতু চলে ॥ বামন কহেন বসি জননীর কোলে। ভিক্ষা করিবারে জান ব্রাহ্মণ সকলে ॥ দৈত্যপতি বলি রাজা করিতেছে দান। আজ্ঞা কর যাব আমি বলি বিদ্যমান

তোমারে আনিয়ে দিব বহু রত্ন ধন। অদিতি কহিছে বাছা তুমি যে বামন॥ বয়স বালক তব তাহে খর্ব্বাকার। কি সাধ্য তোমার বলি পুরে যাইবার॥ এক হস্ত ভূমিতে চলহ অষ্টপদ। যাইতে অনেক দূর ঘটিবে বিপদ॥ বামন কহেন ভয় করহ কি হেতু। ঈশ্বরে থাকিলে মতি পার হয় সেতু॥ বিহঙ্গের পাখা বন্ধ কারক ঈশ্বর। সে ইচ্ছায় পঙ্গুতে লঙ্ঘয়ে গিরীবর॥ পরমেশ্বরের প্রতি থাকে যদি মন। অবশ্য তরিব তুমি ভাব কিকারণ॥ অদিতি কহেন তুমি বিগত প্রমাণ। অল্প বয়ক্রম প্রাচীনের ন্যায় জ্ঞান॥ পাকা পাকা কথা বাছা কহিলে কি হবে। বল দেখি বলিপুরে কত দিনে যাবে॥ স্তন পান করহ দিবসে বহুবার। বাঞ্ছামত বামনরে কে দিবে আহার॥ রজনী হইলে বাছা কোথায় থাকিবে। হিংস্রক জন্তুতে তোরে আহার করিবে॥ গোষ্পদগহ্বর তুমি অক্ষম পারেতে। ছোট বড় নদ নদী আছেরে পথেতে॥ তাহে পার হইতে হইবে ভাব তব। কেমনে মানস কর কর্ম্ম অসম্ভব॥ যদ্যপি বলহ তাহে আছয়ে কাণ্ডারি। ক্ষুদ্র নদী তরী হীন তব পক্ষে ভারি॥ বামন কহেন মাতা করি নিবেদন। আছেন সচ্চিদানন্দ সবার কারণ॥ যে নাম স্মরণে হয় যে বিপদ ক্ষয়। সুগোচর করি তাহা শুনহ নিশ্চয়॥ করিবে গমন কালে শ্রীহরি স্মরণ। দুশ্চরিত্রে স্মরিবে শ্রীপতিত পাবন॥ স্মরিবে বারীর মধ্যে বরাহ বলিয়ে। স্মরিবে তারকনাথে তরীতে চাপিয়ে॥ ডাকিবে অনল ভয়ে ব্রহ্ম সনাতনে। ডাকিবে শ্রীবিষ্ণুদেবে ঔষধ সেবনে॥ কাননে গগনে দেব নৃসিংহে ডাকিবে। পদ্মলাভ শয়নের সময়ে স্মরিবে॥ ভজিবে বিপত্ত্যে কালে শ্রীমধুসূদনে। প্রাণ ত্যাগ সময়ে স্মরিবে নারায়ণে॥ আপদ উদ্ধার নাম অশেষ প্রকার। ডাকিলে পাইব ত্রাণ ভাব্য কি তোমার॥ অদিতি কহিছে তুমি যে বাপের বেটা। কথায় যিনিতে তোরে পারিবেক কেটা॥ তর্কসিরোমণি চক্রী বামন সুন্দর। ছলক্রমে কন কথা মায়ের গোচর॥ কহ মাতা পিতা কি তোমার পিতা হন। জানিলাম তব মুখে শুনি উচ্চারণ॥ চারি জনা বিপ্র পত্নী ছিল সেই ঘরে। শুনিয়ে সবার মুখে হাসি না সম্বরে॥ সলজ্জীতা অদিতি শুনিয়ে সেই বানি। একথায় দোষ হয় এমত না জানি॥ কৌশলের পরে পুনঃ কহেন বামন। বলির যজ্ঞেতে মাতা করিব গমন॥ অদিতি কান্দিয়ে কন কভু না পারিব। তোরে পাঠাইয়ে প্রাণ কেমনে ধরিব॥ শুনিয়ে মায়ার সিন্ধু ভগবান মায়ায়।

ধন লোভ দর্শাইয়ে ভুলাইলা মায় ॥ বা... মাতা কান্দ কি কারণ।
আনিব গো ভারে ভারে বহু রত্ন ধন ॥ ব্রহ্ম... হন যাহার মায়ায়।
অদিতিকে ভুলাইতে বড় নহে দায় ॥ বাম... দিতে যুক্তি স্থির মনে।
কালীকৃষ্ণ কহে আর না পাবে বামনে ॥

অথ বলির নিকটে বামনের গমন।

তাল মধ্যমান। নবীন বয়স বামন নব সন্যাসী। পথে যেন পূর্ণ শশী বদনে মৃদু হাসি ॥ কেশ করেছে মুণ্ডন: করেতে দণ্ড ধারণ: কার অঞ্চলের ধন, হইয়াছে উদাসী ॥ নবীন নীল রতন, যিনি এ রূপ চিকন, এ কালীকৃষ্ণের মন দরশন প্রয়াসি ॥

লঘু ত্রিপদী। বলির ভবন, ভিক্ষায় বামন, যাইবেন ত্বরা করি। লহিত বরণ, বসন পরেন, নিলেন এক উত্তরী ॥ চূড়াকরণের: ত্রিতীয় দিনের, পরে গমনের দিন। ব্রহ্মচারি বেশ, মুণ্ডন সুকেশ: বয়স অতি নবীন। করে দণ্ড ছত্র, গলে যজ্ঞ সূত্র, ব্রাহ্মণ পবিত্র অতি ॥ ছলনা কারণ, বলির সদন, করেন বামন গতি ॥ পর্বত নিবাসি: বিদেশী স্বদেশী: প্রতিবাসি দ্বিজ সভে। মহা দাতা বলি, শুনে কুতুহলি, বেগে চলি যায় লোভে ॥ অদিতি কহেন: শুন দ্বিজ গন: বামন আমার যায়। এ যে শিশুমতি:লইয়ে সংহতি, করহ গতি সভায় ॥ ধর্ম্মিষ্ঠ যে ছিল: স্বীকার করিল, চলিল পথে সকলে ॥ সুরূপ বামন, করি নিরীক্ষণ: দুজ্জন সকলে বলে ॥ হেন রূপ ভবে: না হয় না হবে, ভুলিবে রাজার মন। না দিয়ে সবারে: দিবেন ইহারে, বাঞ্ছা পুরে নানা ধন ॥ কশ্য পের পুত্র: সুচতুর ধূর্ত্ত: শত্রু আমা সভাকার। ফেলিয়ে উহায়, চলহ ত্বরায়: সভায় অগ্রে রাজার ॥ সকলে মিলিযে: বামনে ফেলিয়ে: চলিয়ে গিয়ে ত্বরায়। যোজন গমন, দেখে সর্ব্ব জন: বামন সম্মুখে যায় ॥ কহে দ্বিজ সব: একি অসম্ভব: এনব শিশু বামন। পাছু ভাগে ছিল, অগ্রে কে আনিল: আইল কুরে কেমন ॥ পথে শুন রঙ্গ, নদীর তরঙ্গ. আতঙ্ক হয় দেখিয়ে। কিন্তু সে প্রমাণ, উরত সমান: গমন করে মিলিয়ে ॥ ব্যাধ এক জন, হেরিয়ে বামন: করেন স্কন্ধেতে স্নেহে। কমল চরণ, করে নিরীক্ষণ: চিহ্ন অপরূপ তাহে ॥ জনম সফল, যুগল কমল: নির্ম্মল চরণ হেরি। উদয় জ্ঞানের: মিনতি বিস্তর: করে করপুট করি ॥ কহেন শ্রীপতি, অন্তে পাবে গতি, তব প্রতি তুষ্ট আমি।

ভক্তকে ভুষিয়ে, গেলেন চলিয়ে, হইয়ে সর্ব্বাগ্র গামি॥ মথুরা নগরে, বলি বাস করে, উত্তরেন তথা হরি। পুরবাসি গণ, সহিত তৎক্ষণ, বামন সুন্দরে হেরি॥ বদন নির্ম্মল, পূর্ণ নিশাচল, সকল রমণী বলে। আহা মরি মরি, ওরূপ মাধুরি, হেরি আঁখি মন ভুলে॥ কাহার বাছনি: শ্রেণী নীলমণি, নবনী সেচন অঙ্গ। নিরখিয়ে মুখ, উপজিল সুখ, মন দুঃখ দিল ভঙ্গ॥ নবীন বামন নবীন গঠন, নবীন বয়স তায়। কেহনা আনিল; একোক আইল, ছাড়িল কেমনে মায়॥ বালক উদাসী, নবীন সন্যাসী, প্রবাসি নিবাস ছাড়ি। মুড়ায়েছে চুলি, কক্ষে ঝুলে ঝুলি, জায় চলি ধরি বাড়ি॥ এমন সুন্দরে, ধরেছে জঠরে, তাহারে কি প্রসংসিব। ধন্য পুণ্য ফলে, এ শুফল ফলে, বিল্বদলে পুজে শিব॥ তাহার জীবন, অত্যন্ত কঠিন, কারণ বুঝিতে নারি। প্রাণাধিক জনে, ছাড়িয়ে অঙ্গণে, কেমনে আছে সে নারী॥ অপুর্ব্ব গঠন, বয়ান নয়ন, বাছা ধন রূপ নিধি। স্তন দিয়ে মুখে, রাখিতাম বুকে: আমাকে না দিল বিধি॥ মথুরা নগরে, বামন সুন্দরে, দৃষ্ট করে যত জন। স্নেহোদয় যত, কহে মন মত; সদত শ্রীপুংস গণ॥ বলির কারণ, শ্রীহরি বামন, এমন সৌভাগ্য কার। কালী কৃষ্ণ দ্বিজ, কহে জ্ঞানে নিজ: হরি পদাম্বুজ সার॥

অথ বামনদেবের সহিত বলির কথোপকথন।

তাল ঠুঙ্গরি। বলি ধন্য কি পুণ্য করিল ভবে। হরিকে পাইল ভবে; তরি শ্রীহরির নাম ভব অর্ণবে॥ ধ্যায়ে যারে ভব বিধি, যোগি ধ্যায় নিরবধি; হেন গুণের পয়ধি; ধনে কি ধন দিবে॥ কালীকৃষ্ণ কহে সার, ইন্দ্র পদ কোন ছার- মতি রতি আছে যার হরির পদ পল্লবে॥

পয়ার। মথুরা নগর অতি মনরম্য স্থান। অমরা বতির ন্যায় অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ॥ পরিসর পথোপরি শ্রীহরি বামন। রাজপুরী শুশোভা করেন নিরীক্ষণ॥ নানা চিত্র বিচিত্র শুভব্য সিংহদ্বার। শত শত দ্বারপাল ভয়ংঙ্করা কার॥ ব্রাহ্মণ গমনে দ্বারে নাহি নিবারণ। যাতায়াত করিতেছে অশংখ্য ব্রাহ্মণ॥ দ্বারে আসি উদয় বামন চূড়ামণি। কহে দ্বারপাল গণ কেবট আপনি॥ নীলকান্ত মনি যিনি শুশ্রেণী তোমার। জ্যোতি জল ধর যিনি অতি চমৎকার॥ শ্রীবামন চন্দ্র নাম কহেন বামন। বলির সভায় শীঘ্র করেন গমন॥ মহা বলি বলি

বলি সে সভার শোভা। কোটি কোটি রবি শশি জিনি সর্ব্ব প্রভা॥ সুরপতি সম বলি বসিয়ে সভায়। শত শত অনুচর চামর ঢুলায়॥ বহু দ্বিজে দীনজনো করিতেছে দান। না হয় না হবে দাতা বলির সমান॥ হইলা বামন দেব সভাতে উদয়। শ্রীঅঙ্গের জ্যোতিতে সে সভা দীপ্তি ময়॥ মহিত হইল বলি বামনে হেরিয়ে। সভাসদ সকলে উঠিল চমকিয়ে॥ আহা কিবা অপরূপ বামনের রূপ। না হয় না হবে কভু এরূপ স্বরূপ॥ নব দ্বিজ বামন নবীন বয়ক্রম। প্রণাম করিয়ে বলি রাখেন সম্ভ্রম॥ বসাইয়ে সিংহাসনে করেন জিজ্ঞাসা। কহ প্রভু কি আশয়ে মমালয়ে আশা॥ ভুলিল নয়ন মন তোমারে হেরিয়ে। গড়িয়াছে কোন বিধি বিরলে বসিয়ে॥ কোথা ধাম কিবা নাম কাহার তনয়। বাঞ্ছা যাহা দিব তাহা কহ কি আশয়॥ মুখে মৃদু মৃদু হাসা বসিলা বামন। নিজ পরিচয় দেন বলির সদন॥ নিবাস কাঞ্চনাপুরে কস্যপ ব্রাহ্মণ। আমি সেই কস্যপের কণিষ্ঠ নন্দন॥ শ্রীবামন চন্দ্র দেবশর্ম্মা মম নাম। ভিক্ষার কারণ তব স্থলে আইলাম॥ জনরবে খ্যাত তুমি বড় পুণ্যবান। যে জাহা চাহিছে তাহা দিতেছ হে দান॥ তুমি শ্রেষ্ট নৃপতি সম্পত্যা মম সেতু। কষ্ট শ্রেষ্ঠে আইলাম কষ্ট নষ্ট হেতু॥ ইন্দ্র তুল্য মহিতলে করিছ বিরাজ। আমার মানস পুর্ণ কর মহারাজ॥ ধরায় ধার্ম্মিক ধনি ধন্য তুমি ভবে। উপকার কর কিছু বাঞ্ছা পুর্ণ হবে॥ বলি বলে আহা মরি কিবা মিষ্ট কথা। শিশুকালে রীত নীত শিখিয়াছ কোথা॥ তব প্রতি আমার অত্যন্ত মন প্রীত। যাহা চাবে তাহা দিব কহি গো নিশ্চিত॥ কোন ছার কিছু ধন শুন সুকুমার। তোমারে সর্ব্বস্ব দিতে বাসনা আমার॥ বহু দ্বিজ বসিয়াছে সভার ভিতরে। শুনি উভয়ের বাক্য বলাবলি করে॥ এ ছেলেটা কার বেটা হেথায় এলোরে। আমাদের আশা যত ঘুচায়ে দিলরে॥ কলে ছলে বোলে বলিরাজে ভুলালোরে। নানা পরিশ্রমে আশা বিফল হলোরে॥ রাজাকে ভুলায়েবুঝি রাজ্যটা নিলরে। বোধ করি বলি রাজা সর্ব্বস্ব দিলরে॥ ধন লোভে বিপ্রবর্গ না চিনে ঈশ্বরে। আশায় নৈরাশ ভাবি নানা খেদ করে॥ জানিলা জগদীশ্বর দ্বিজদের মন। কহেন মধুরস্বরে বলির সদন॥ বহু বিপ্র আসিয়াছে তোমার সদন। সম্পাদে করহ তুষ্ট সকলের মন॥ রাজা কহে কর্ম্মচারিদের বিদ্যমান। দ্বিজে দিনে রত্ন আদি করহ প্রদান॥ রাজার আজ্ঞায় দৈত্যগণ কুতুহলে। নানা বিধ

ধন দিল ব্রাহ্মণ সকলে॥ সম্পদ পাইয়ে মনে অত্যন্ত আহ্লাদ। বলিকে করিল সবে বহু আশির্ব্বাদ॥ নিজ নিজ ধামে সবে করিলেন গতি। বাঞ্ছা করে কালীকৃষ্ণ ধর্ম্মে রতি মতি॥

অথ বলির নিকট বামনের ভিক্ষা।

তাল মধ্যমান। যার স্থলে শ্রীহরি উদয় বেদে ধন্য কয়। নিদয় সদয় ভাব বিচারে কি ফলোদয়॥ অপকর্ম্ম প্রতি দণ্ডে, হরি যদি দণ্ডে দণ্ডে, নির্ভয় শমন দণ্ডে সর্ব্ব দণ্ড হত হয়॥ হেতু দেবতার হিত, বলিকে দণ্ডিলে যত, দণ্ডনীয় সেই মতঃ কালীকৃষ্ণের আশয়॥

দীর্ঘ ত্রিপদী। বলি রাজা বিপ্র গণ, তুষিয়ে অনেক ধনে, বামনে করেন নিবেদন। শিশু বলনা২ কি অর্থ কর প্রার্থনাঃ বাসনা পুরিয়ে দিব ধন॥ কহিছেন গুণেশ্বর, শুন শুন দৈত্যবর, তোমার অভাব কিবা আছে। বাঞ্ছা করি যে সম্পত্ত্যঃ পরে কহিব সে তত্ত্ব, অগ্রে সত্য কর মম কাছে। কহিছেন মহা দানি, সত্য সত্য সত্যবানিঃ গঙ্গাপাণি পাণিতে করিয়ে। প্রার্থনা যাহা করহ, তাহা তুমি শীঘ্র লহ, শুদ্ধ দেহ করি দান দিয়ে॥ কহেন ত্রিলোক স্বামী, সম্পত্ত্যি না চাহি আমিঃ দেহ তুমি ভূমি পদ তিন। কি ফল লয়্যা বৈভব, ব্রাহ্মণ কুলে উদ্ভব, করিব তপস্যা চিরদিন॥ হাসি কহে দৈত্যপতি, তোমার বালক মতি, তব অতি যৎসামান্য জ্ঞান॥ তিন পদ কোন ছার, মহি মম অধিকার, ইহার অর্দ্ধেক দিব দান॥ গজ বাজি ধেনু যতঃ রত্ন মণি নানামত, চাহ যত এইক্ষণে দিব। না রহিতে হবে ক্লেশে, সুখে রবে রাজবেশে, এক দেশে নৃপতি করিব॥ শুনিয়ে বামন কনঃ ব্রাহ্মণের নহে ধন, আচরণ তপস্যা কেবল দেহ তিন পদ ভূমি, তপস্যা করিব আমি, বহু ভূমি লইয়ে কি ফল॥ পুরোহিত শুক্রাচার্য্য, সাধক দৈত্যের কার্য্যঃ অতি পুজ্য বলির সদন। শুনি বামনের বানি, জানিলেন মনি জ্ঞানী, ইনি যে আপনি নারায়ণ॥ অমরাবতির পতিঃ ছইতে বলির মতি, ব্রহ্মগতি করিলেন তাই। বলিকে ছলিতে হরি, শ্রীবামন অবতরি, কি করি উপায় দেখি নাই॥ চিন্তিয়ে আপন মনে, বলেন বলির কর্ণে, বামনে না চিনিলে ভূপতি। সাধিতে সুরের কার্য্য, নাসিতে তোমার রাজ্যঃ সর্ব্বপূজ্য শ্রীপতি উৎপত্তি॥ দান তিন পদ ভূমি, কদাচ না দিও তুমিঃ

বলি আমি হিতার্থে তোমার, কহিছে দানব পতি, বৈকুণ্ঠ নাথের গতি, এতো অতি সৌভাগ্য আমার॥ ইন্দ্র আদি দেবগণ, ধ্যান করি অনুক্ষণ, চরণ পায় কি না পায়। হেন প্রভু সারাৎসার, মম হেতু অবতার, গতি তাঁর ভিক্ষার্থে হেথায়॥ ইনি চতুবর্গ দাতা, দুষ্টে হন্তা শিষ্টে ত্রাতা, পরমাত্মা ভূতে সবাকার। দিতে তিন পদ ভূমি, নিশেধ কি কর তুমি; দিব আমি যা ইচ্ছা এঁহার॥ শুক্রাচার্য্য বলে হায়, প্রধান শিষ্যটা যায়, এবেটায় বুঝাতে না পারি। লাগিল বিষম লেঠা, সর্ব্বনাশ করে বেটা, বিপত্যটা দেখিতেছি ভারি॥ দান না করিতে দিব, ভৃঙ্গারেতে প্রবেশিব, রহিব করিয়া বদ্ধ দ্বার। ভার্গব অপ্রকটেতে, রহিলেন ভৃঙ্গারেতে, যেমতে না পড়ে জলধার॥ শ্রীবামন দেব প্রতি, কহিছেন দৈত্যপতি, সংপ্রতি কে মন্ত্র পড়াইবে। কহেন ত্রিলোক স্বামী, মন্ত্র পডাইব আমি, দেহ ভূমি যদি দান দিবে॥ রাজা পরে কুশাঙ্গুরী, শকরে ভৃঙ্গার ধরি, ঢালে বারি নহে বিন্দুপাত। অব্যাপ্ত কি হরি কেশে, জানিলেন ক্ষুদ্রবেশে, শুক্র বসে করিছে ব্যাঘাত॥ কহেন বামন বেশ, কুশ করাহ প্রবেশ, বিশেষ যাইবে সব জানা। রাজা তাহে কুশ দিল, ভার্গব চাহিয়াছিল, হইল একটি চক্ষু কানা॥ যাতনা প্রাপ্ত অন্তরে, শুক্র পলাইল ডরে, বারী করে নিল দৈত্যপতি। তিন পদ ভূমি দান, লইলেন ভগবান, হইলেন আনন্দিত অতি॥ কে বুঝিবে ব্রহ্মমায়া, বামন বিরাট কায়া, মহা ভয়ালক কলেবর। সূর্য্য সম চক্ষু ঘুরে, মহা ভয় দৈত্যপুরে, অঙ্গে স্ফুরে অসংখ্য ভাস্কর॥ অতি স্থূল পদদ্বয়, এক পদ উর্দ্ধময়, বেড়ি রয় মর্ত্যে পদ এক। যথা করে নিরীক্ষণ, তথা স্থলে সে চরণ; দৈত্যগণ দেখিছে প্রত্যেক॥ কহেন বিরাটাকার, বিরচনের কুমার, দেহ আর ভূমি এক পদ। বলি ভয়ে কম্পবান, ভাবে বুঝি জায় প্রাণ, নাহি ত্রাণ বিষম বিপদ॥ রাজ সভাচয়; ভয়ে কিছু দূরে রয়; বলি কয় ঈশ্বরের প্রতি। সাধনে সুরের কার্য্য; আইলে আমার রাজ্য; মহাপূজ্য ত্রিলোকের গতি॥ স্বর্গ আর মহিতল, দুই পদে দুই স্থল: এসকল পরিপূর্ণ হয়। আর স্থান কোথা পাই: এদায়ে নিস্তার নাই, ভাবি তাই না পাই নির্ণয়॥ তুমি অখিলের পতি, তুমি অগতির গতি, লক্ষ্মীপতি রক্ষ কৃপাময়। ত্রিলোকের নাথ কৃষ্ণ, করহ করুণা দৃষ্ট, কালীকৃষ্ণ তবে ত্রাণ পায়॥

অথ বলিরাজাকে বামনের ছলনা রূপাদি।

তাল কয়ালি। কেন বল শ্রীহরি বলিকে ছলিল। দানে ছলে বলি হরি পদ শিরে ধরিল॥ ভুলাইতে অবতার আপনি ভুলিলা হরি বলির দ্বারে গদা ধরি, দ্বারী হোতে হইল। সুরেন্দ্র দৈত্যেন্দ্র পাশে, পাঠাইল হৃষিকেশে, বলিকে ভুলাল কিসে আপনি সে ভুলিল॥ কালীকৃষ্ণ কহে সার ইন্দ্র পদ কোন ছার সকলের মূলাধার হরিকে যে পাইল॥

পয়ার। বিষ্ণু প্রতি বলিরাজা বলে বারম্বার। কহ প্রভু কি উপায় হইবে আমার॥ কহেন বিরাট রূপি ত্রিবিশ্ব পালক। না দিবে করিছ সত্য হইবে নরক॥ আর এক পদ ভূমি শীঘ্র দেহ দান। নতুবা করিব দণ্ড যেমত বিধান॥ বলি বলে আর আমি কোথা পাব ভূমি। দুই পদে স্বর্গ মর্ত্ত্য ব্যাপিয়াছ তুমি॥ কেশব কহেন তাহে আমি কি করিব। আর এক পদ ভূমি অবশ্য লইব॥ মহাকোপে কৃপানিধি করেন স্মরণ। বিষ্ণু দূত তৎকাল আইল দুই জন॥ কহেন পরমেশ্বর দূত দুই জনে। বলিরাজে বন্ধন করহ এইক্ষণে॥ দুই জন দৃঢ় করি বলিকে বান্ধিল। হরির নিকটে বলি কান্দিতে লাগিল॥ মথুরা নগর বাসি করে হাহাকার। অন্দরে বলির পত্নী পায় সমাচার॥ প্রধানা মহিষী বিন্ধাবলি নাম তার। শুনিল দাসীরমুখে দুর্দ্দশা রাজার॥ বামন প্রথমে আসি দিলা দরশন। তিন পদ ভূমি দান করেন রাজন॥ সে বামন ভয়ঙ্কর আকার হইল। স্বর্গ মর্ত্ত্য দুই স্থল দুই পদে নিল॥ এক পদ ভূমি রাজা না পারেন দিতে। মহারাজে আসিয়ে বান্ধিল দুই দূতে॥ মহারাজা কান্দিছেন শুন মহারাণী। এতক্ষণ কি হইল সে কথা না জানি॥ শুনি রাণী পাগলিনী বেশে দ্রুত জায়। সভাতে বিরাট মূর্ত্তি দেখে মহাকায়॥ বলির যেমন মন রাণীর তেমন। সর্ব্বস্থলে দেখিতেছে যুগল চরণ॥ বিন্ধাবলি জানিল আইলা হৃষিকেশ। হেরিতে হইল বাঞ্ছা শ্রীবামন বেশ॥ মনে মনে রাণী স্তুতি করে বার বার। কৃপাময় বাঞ্ছাপূর্ণ করহ আমার॥ প্রথমে বামন মূর্ত্তি ছিলেহে যেমন। কৃপা করি সেই রূপ দেহ দরশন॥ আসিয়ে বামন রূপে বলিকে ছলিলে। দাসীকে না দিয়ে দেখা সে রূপ লুকালে॥ যদি মম পতির চরণে মতি থাকে। অবশ্য বামন রূপ হেরিব তোমাকে॥ পতি পরায়ণা সতী বিন্ধাবলি রাণী।

দরশন দিলেন বামন দণ্ডপানি॥ নীলকান্ত মণি শ্রেণী কমল শরীর। হস্ত পদ কোকনদ নাভি সুগোভীর॥ কক্ষেতে ভিক্ষার ঝুলি মুণ্ডন সুকেশ। রক্ত বস্ত্র পরিধান ব্রহ্মচারি বেশ॥ সাত বৎসরের শিশু তাহাতে বামন। মহিষ হইল রাণী হেরিয়ে বদন॥ রাণী করে মানস করিয়ে নিরীক্ষণ। এমত হইত যদি আমার নন্দন॥ অনিমিখে হেরিতাম সদা ও বয়ান। হইতাম কৃতার্থ করায়ে স্তন পান॥ সেই রূপ রাণী না দেখিতে পায় আর। নিরীক্ষণ করে পুনঃ বিরাট আকার॥ কিছু মাত্র নাই ভয় রাণীর অন্তরে। কহিতেছে বিন্ধাবলি বলির গোচরে॥ অনাদির আদি ব্রহ্ম শ্রীমধুসূদন। স্মরণ করিলে হয় বিপদ ভঞ্জন॥ তোমার সম্মুখে ব্রহ্ম আপনি উদয়। ঈশ্বরে দেখিয়ে কেন পাইয়াছ ভয়॥ প্রাণনাথ কি লাগিয়ে করিছ ক্রন্দন। বলি কহে বিন্ধাবলি শুনহ কারণ॥ বামন সুন্দর রূপে প্রথম আইলা। তিন পদ ভূমি মাত্র প্রার্থনা করিলা॥ দিতে বাঞ্ছা নানা দেশ অশেষ সম্পদ। না লইয়ে লইলেন ভূমি তিন পদ॥ নিশেধিলা শুক্রাচার্য্য তাহা না শুনিয়ে। পড়িয়াছি বিপদে ত্রিপদ ভূমি দিয়ে॥ তেজিয়ে বামন মূর্ত্তি হইলা বিরাট। দুই পদে যুড়ে স্বর্গ মর্ত্ত্য সম্রাট॥ আর এক পদ ভূমি পাইব কোথায়। আজ্ঞায় আসিয়ে দূত বান্ধিল আমায়॥ হাসিয়ে কহেন রাণী চিন্তা কি তাহার। অতি ভয়ে বুদ্ধি হত নাথ হে তোমার॥ পরমেশ্বরের প্রতি কহ নাথ তুমি। আর এক পদ কোই কি করিরে ভূমি॥ শুনি কহিছেন বলি ঈশ্বরের প্রতি। আর এক পদ তব কই হে শ্রীপতি॥ শ্রীচরণ আর এক দেখাও আমায়। সে পদের দিব স্থান অন্যথা কি তায়॥ তাহা শুনি অন্তরে চিন্তিলা নারায়ণ। নাভিপদ্মে এক পদ বাহির তৎক্ষণ॥ কমল লোহিত বর্ণ যিনি পদতল। অকলঙ্ক দশ শশী নখর উজ্জ্বল॥ সাল তরু যিনি উরু হেরি সে চরণ। করিছেন জয় জয়ধ্বনি সুরগণ॥ আশ্চর্য্য হেরিয়ে বলি হইল বিস্ময়। কোথায় পাইব স্থান ভাবে অতিশয়॥ মহাক্রোধে বলিকে বলেন নারায়ণ। শীঘ্র কহ কোথা রাখি ত্রিতীয় চরণ॥ বিন্ধাবলি বলে নাথ কি ভাবিছ আর। শীঘ্র দেহ ওপদে মস্তক আপনার॥ রাখুন চরণ হরি মস্তকে তোমার। হও ধন্য ত্রিলোকে ইন্দ্রত্ব কোনছার॥ ধর্ম্মবলে সজ্ঞো দয় বলির অন্তরে। ব্রহ্মপদ তুচ্ছ জ্ঞান ইন্দ্রত্বে কি করে॥ বলি বলে ধন্য তুমি

গৃহিনী আমার। তব পুণ্যে মম ধামে বস্তু সারাৎসার ॥ এমন শুযুক্তি হেথা কে দেয় আমায়। জন্মে জন্মে পাই যেন ঘরণী তোমায় ॥ ধন্য বলি বিন্ধ্যাবলি ধন্য ধর্ম্ম বল। প্রার্থনীয় কালীকৃষ্ণ সেই মত ফল ॥

বলির মস্তকে ব্রহ্মের পদার্পণ এবং বলির পাতালে গমন।

তাল খং। ভজ মন পরম ব্রহ্মের শ্রীপদ। সেপদ পরম পদ, যে পদে উদ্ভব গঙ্গে স্মরণে নিরাপদ॥ কোন ছার সম্পদঃ কোন ছার ইন্দ্রপদ,না রহে বিপদ হরিপদ সাধনায়, অনায়াসে মক্ষ আদি চতুষ্পদ পায়, সে পদ তরিতে তুল্য ভববারি গোষ্পদ। ধন্য সে দৈত্য বলিরে, হরিপদ ধরে সিরে,কৃপা করি গদা ধরি দ্বারী হরি তার, বলি সম ভাগ্য বান ত্রিলোকে কে আর, সে পদ ভাব্য অভাবে কালীকৃষ্ণের বিপদ ॥

পয়ার। কহিছেন ভৃগু সর্ব্ব ঋষি বিদ্যমান। বলিকে সদয় ব্রহ্ম কুর্ত্তির প্রধান ॥ বলি সম পুণ্যবান আছে কোনজন। ঈশ্বরের তিনপদ বলির কারণ ॥ দৈত্যপতি বলে মম ধন্য পুণ্যবল। উৎপন্ন আমার জন্য চরণ কমল ॥ ওপদ রাখিতে স্থল পাইব কোথায়। রাখহ সদয় ভাবে আমার মাথায় ॥ যে শবে করিল বলি শির সমর্পণ। আমার মস্তকে প্রভু রাখহ চরণ ॥ বলির ভাগ্যের কথা না যায় লিখন। করেন মস্তকে হরি চরণ অর্পণ ॥ না হয় না হবে হেন ভাগ্যবান জন। মস্তকে ধারণ করে হরির চরণ ॥ দেবতারা বলিকে প্রসংশে বারম্বার। বলির পুণ্যেতে নাই তুলনা দিবার ॥ বলি আর বিন্ধ্যাবলি করে নানা স্তব। সদয়ে বলির প্রতি কহেন মাধব ॥ দশ মুর্খ লইয়ে করহ স্বর্গে বাস ॥ কি পণ্ডিত দশ সহ পাতালে প্রয়াস ॥ বলি রাজা বিনয়ে ব্রহ্মের প্রতি কয়। মুর্খ সহ বস বাসে দোষ অতিশয় ॥ নানাগুণ উপজে পণ্ডিত সহ বাসে। অতএব রব গিয়ে পাতাল নিবাসে ॥ করেন কেশব বিশ্বকর্ম্মায় স্মরণ। বিশ্বকর্ম্মা উপস্থিত হরির সদন ॥ হরি কন স্বর্ণ পুরী পাতালে করহ। বলি করিবেক বাস পরিবার সহ ॥ হরির আজ্ঞায় বিশ্বকর্ম্মার গমন। সুবর্ণের দিব্য পুরী করেন গঠন ॥ কহেন কুবেরে ডাকি প্রভু নারায়ণ। বলির সোনার পুরে দেহ নানাধন ॥ যক্ষ গণ বহে ধন পাতাল ভিতর। নানা মণি মাণিক্যাদি সম্পত্ত্যা বিস্তর ॥ আর এক রূপ হরি করিয়ে ধারণ। গদা করে করিলেন

পাতালে গমন॥ বলির সম্পূর্ণ পুন্য ভাগ্য অগনন। গদা ধরি হন দ্বারী শ্রীমধুসূদন॥ তেজিয়ে বিরাট দেহ শ্রীবিষ্ণু আকারে। কহেন করুণাময় দানব রাজারে॥ সহ পরিবার যাও পাতাল ভুবনে। সংহতি করিয়ে লও নিজ সঙ্গি গণে॥ ডাকিয়ে কহেন হরি নারদ গোচরে। বলিরাজে রাখ গিয়ে পাতাল নগরে॥ অন্তর্ধান হইলেন দেব নারায়ণ। ধন জন সহ বলি করেন গমন॥ নারদের সহ বলি সহ পরিবার। চলিলা পাতালে যথা সোনার আগার॥ বিন্ধ্যাবলি বলে নাথ কি হইল হায়। দেখা দিয়ে দয়াময় গেলেন কোথায়॥ মনে ছিল চাহি লব অন্তের উপায়। অন্তর্ধান হইলেন ছলিয়ে তোমায়॥ কহিতে কহিতে পুরী দ্বারে উত্তরিল। গদা ধরি হরী দ্বারী দ্বারে নিরখিল॥ তেজঃপুঞ্জ অঙ্গ স্থূল বর্ণ জলধর। বীর ধটি পরিধান দীর্ঘ চারি কর॥ পদ্ম চক্ষু আরক্ত আকর্ণাবধি টান। লহিত পাগড়ি সিরে বিচিত্র নির্ম্মান॥ বলি বিন্ধ্যাবলি আদি দেখে চমৎকার। অখিল ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর রাখিছেন দ্বার॥ প্রেমে পুলোকিত অঙ্গ উভয়ের হয়। ধরে দ্রুত দোঁহায় হরির পদদ্বয়॥ প্রেম নীরে ধৌত করে যুগল চরণ। করযোড়ে কহে বলি কৃষ্ণের সদন॥ অনাদির আদি ব্রহ্ম সৃষ্টির কারণ। অনাকারে নানাকার নৃত্য নিরঞ্জন॥ পরম পুরুষ প্রভু প্রধান সবার। বেদাগমে অগোচর মহিমা তোমার॥ এত কেন ক্ষুন্ন তাহে হরি দয়াময়। নাথ অনাথের দ্বারে দেখে লাগে ভয়॥ ঈশ্বর বলেন বলি তুমি ভাগ্যধর। তব তুল্য দাতা নাই ত্রিলোক ভিতর॥ ভক্তি ভাবে পতি পত্নী উভয়ে সমান। আমি ভক্তাধীন মম ভক্তগত প্রাণ॥ না পাই উপায় তব ধার শুধি বারে। দ্বারীবেশে চিরকাল রহিলাম দ্বারে॥ পাতাল ভুবনে তুমি থাক মহারাজা। হইয়াছে সকলি যেমত ছিল প্রজা॥ সহ পরিবার বলি পুরী মধ্যে যায়। শ্রীহরি পণ্ডিত দশ হইলা ইচ্ছায়॥ পূর্ব্বের স্বীকারে পূর্ণ করিতে কামনা। বিষ্ণু অংশে উদয় পণ্ডিত দশজনা॥ স্বর্ণপুরী হেরিয়ে বলির তুষ্ট মন। নৃপাসনে বসিলেন আমাত্য বেষ্ঠন॥ দশ জনা পণ্ডিত আইলা তথাস্থলে। প্রণমিয়ে বসাইয়ে বলি রাজা বলে॥ কোথা বাস কিহেতু গমন মমালয়। কে তোমারা কিবা নাম দেহ পরিচয়॥ বিপ্রেরা কহেন বাস বিভাণ্ডজ দেশে। কাননে ছিলাম ধ্যানে তপস্বির বেশে॥ শুনিলাম বলি তব পাতালে গমন। থাকিব নিকটে এই সবার মনন॥ উদ্ভিজ্জ অণ্ডজ তজ্জ

বিরজ মধ্যজ। ৮ অজ এজ শুভজ সাম্বজ ॥ এই দশ নাম এই দশ সহো দর। ইষ্টাল। রাজা তোমার গোচর ॥ তোমার সৌভাগ্য কত কহিতে কে পারে। ত্রিলোকের নাথ হরি দ্বারী তব দ্বারে ॥ বলি কহে আমার ভাগ্যের সীমা নাই। আপনাদিগকে দেখা পাইলাম তাই ॥ দ্বারে কৃষ্ণ বলি নাম রাখে গদাধর। সে নাম প্রকাশ হয় ত্রিলোক ভিতর ॥ বলি সম পুণ্যবান না হবে না হয়। শ্রেষ্ঠ সুধগণ সহ ইষ্টালাপে রয় ॥ ব্রহ্মতত্ত্ব চূড়ামণি গ্রন্থেতে লিখন। অধিকারি হয় বলি পাতাল ভুবন ॥ একথা শ্রবণে পুণ্য উপার্জ্জন নানা। কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য করিল রচনা ॥

অথ কৈলাসে শিব শক্তিতে বিবাদ।

তাল মধ্যমান। কৈলাসে পরম পুরুষ শিব ত্রিলোচন। ইন্দ্রে দাতা রত্নপুরী আপনি বাসি কানন ॥ ভাণ্ডারি ধনাধিকারী, হর নর অস্থি ধারি; জায়া অন্নপূর্ণেশ্বরী, ভিক্ষা করিয়ে ভরণ ॥ ঈশ ত্রিলোকের ইষ্ট, সিদ্ধকারি মনাভীষ্ট, কালীকৃষ্ণে কৃপাদৃষ্ট কর হর পঞ্চানন ॥

পয়ার। মরিচী অঙ্গিরা অত্রি পুলস্ত্য পুলহ। প্রচেতা নারদ আদি ঋষিরা সমুহ ॥ শঙ্কর সাধক তথা ঋষিবহু জন। ভৃগুঋষি সমীপে করেন নিবেদন ॥ শিব ব্রহ্ম সার মর্ম্ম শঙ্করের কীর্ত্তি। কহিয়ে করুণাময় জন্মাহ প্রবৃত্তি ॥ তাহা শুনি ভৃগুর আনন্দে মগ্ন মন। কহেন শিবের কীর্ত্তি করহ শ্রবণ, আশুতোষ উমাপতি দেব মহেশ্বর। অনাদি অনন্ত আদ্যে শ্বেত কলেবর ॥ কাত্যায়নী সহ শিব কৈলাস শিখরে। আছেন ত্রিলোকেশ্বর আনন্দ অন্তরে ॥ হেনকালে উপনীত লোমস আসিয়ে। করিছেন নানা স্তব প্রণতি করিয়ে ॥ ঋষি প্রতি জিজ্ঞাসা করেন ত্রিলোচন। কহ কৈলাসের শোভা দেখিছ কেমন ॥ লোমস কহেন মনে না ভাবিহ ব্যথা। দোষাবাচা গুরোরপি কহি সত্য কথা ॥ আদ্য নিরাকার ব্রহ্ম বেদাগমে উক্তি। অনাকারে সাকার কৈলাসে শিবশক্তি ॥ সত্য সত্য ব্রহ্ম তুমি বস্তু সারাৎসার। প্রধানত্ব চিহ্ন প্রভু কি আছে তোমার ॥ তাহা শুনি শিবানী কহেন লমসেরে। কি হবে ও কথা বাপু বলিলে শিবেরে ॥ বিরিঞ্চি কেশবে দেখি নাহি হয় লজ্জা। হইয়ে দেবাদি দেব ভিখারির সজ্জা ॥ বিষ্ণুর বৈকুণ্ঠ পুরী সকল সুসাজ। অশেষ সুখ সম্ভোগী জিনে মহারাজ ॥

কৈলাস শিখরে শিব শ্মশান নিবাসি। অতি দনা চিরদিন পরের প্রত্যাশি॥ পিতাম্বর বিষ্ণুর কস্তুভ মণি গলে। ব্যাঘ্রচর্ম্ম শিবের হাড়ের মালা দোলে॥ বিষ্ণুর মস্তকে কেশ চিকন চাচর। সিরে ঝুলে জটা গুলা ভোলা মহেশ্বর॥ উত্তম আহারি বিষ্ণু অগেরাদি অঙ্গে। সহবাস সদা বহু চতুর্ভূজ সঙ্গে॥ পাই লজ্জা শঙ্করের চরিত্র প্রসঙ্গে। ভস্ম ভূষা ভাঙ্গাহারি ভূত প্রেত সঙ্গে॥ কত কব বিষ্ণুর বৈভব অসম্ভব। ভিক্ষুক অগ্রাহ্য দ্রব্য ব্যবহারি সব॥ ব্রহ্মার সৃজন বিষ্ণু করেন পালন। সকলে বিনাশ করা শিবের করণ॥ উদ্ভব বিষ্ণুর পদে দ্রবময়ি গঙ্গে। পাপী মুক্ত হয় স্পর্শে দর্শনে প্রসঙ্গে॥ বিষ্ণুর মাহাত্ম্য কৃর্ত্তি ত্রিজগতে পুর্ণ। সিরে ধরি গঙ্গায় বলেন আমি ধন্য॥ সর্ব্বদা আনন্দে শিব যোগে আপনার। মাহাত্ম্য চরিত্র কৃর্ত্তি কোথায় প্রচার॥ যে হয় জগতে অতি বিষ্ণু পরায়ণ। অন্তকালে হয় তার বৈকুণ্ঠে গমন॥ হইয়ে বিষ্ণুর মুর্ত্তি বিষ্ণুর গোচরে। চব্য চস্য লেহ্য পেয় আদি ভোগ করে॥ ভূত প্রেত দানা দক্ষ কৈলাসে সকল। ভস্ম মাখে ভাং খায় উন্মত্ত পাগল॥ তাহা শুনি লজ্জিত হইয়ে ত্রিলোচন। কহেন সক্রোধে কাত্যায়নীর সদন॥ হরির আশ্চর্য্য তাঁর নিজ সাধ্যে নয়। শ্রীলক্ষ্মী হইতে সেই শ্রীসকল হয়॥ বিষ্ণু যাহা দেন আনি কমলার করে। না কমে লক্ষ্মীর পয়ে উথলে ভাণ্ডারে॥ নানাদ্রব্য আনি আমি নিত্য ভিক্ষা করি। সকল করহ গ্রাস ব্রহ্মাণ্ড উদরী॥ যাহা আনি পরদিনে কিছুই না থাকে। মন যত মনস্তাপ তাহা কব কাকে॥ সংসারির স্ত্রী যদ্যপি শুলক্ষণা হয়। সে সংসারে পুরুষ সকল সুখে রয়॥ মিষ্ট ভাষি শিষ্টা লক্ষ্মী শিলতা অত্যন্ত। এই সে কারণ বিষ্ণু অত্যন্ত শ্রীমন্ত॥ প্রবলা প্রকৃত্যা তুমি বচন কর্কষ। তব দোষে পাই কষ্ট আমার কুজশ॥ এ ঘরে থাকায় আর প্রয়োজন নাই! থাকহ কৈলাসে আমি স্থানান্তরে জাই॥ শিবানি কহেন যদি কুলক্ষণা আমি। না রব কৈলাসে হব স্থানান্তর গামি॥ আমি হে মাখাই ভস্ম ধুস্তুরা খাওয়াই দি জটা বান্ধিয়ে চর্ম্ম আমি হে পরাই॥ আমারে আনিয়ে ঘরে ঘটিয়াছে বন। আনিয়ে দিয়েছি আমি ভূত প্রেত গন॥ আমি কুলক্ষণা হেতু পাও কষ্ট যত। আমি গৃহ তেজিলে দুর্দ্দশা হবে হত॥ চলিলাম কৈলাস তেজিয়ে অতঃপর। দেখিব কেমন তুমি সুখে কর ঘর॥ শঙ্কর কহেন ইহা শুবিধান নহে। গৃহ তেজি কামিনী না স্থানান্তরে রহে॥ আমার

থাকার আর নাহি প্রয়োজন। বৃষব আনহ নন্দি করিব গমন॥ তৎকাল আসিয়ে নন্দি সাজাইয়ে বৃষ। বৃষে আরোহণ করি চলিলেন ঈশ॥ নন্দি চলিলেন সঙ্গে কৈলাস তেজিযে। মন দুঃখে মহেশ্বর বেড়ান ভ্রমিয়ে॥ যোগী বেশে দেশে দেশে করেন ভ্রমণ। ভিক্ষায় নির্ব্বাহ বৃক্ষ তলায় শয়ন॥ কুবের ভাণ্ডারী শিব ভিক্ষায় প্রবর্ত্ত। কালীকৃষ্ণ কি বুঝিবে শঙ্করের তত্ত্ব॥

অথ কাশীধাম প্রকাশ।

তাল যৎ। কাশীধাম মোক্ষধাম বামদেব প্রকাশিলা। পাপী পরিত্রাণ হেতু হরের অপূর্ব্ব লীলা॥ কেশব চতুরানন,ইন্দ্র আদি সুর গণ, কাশীধামে অগণন শিব স্থাপন করিলা। ব্রহ্মতত্ত্বের প্রবন্ধে, যথা জ্ঞান পদ্যচ্ছন্দে, শিব কীর্ত্তি সদানন্দে কালীকৃষ্ণ প্রকাশিলা॥

পয়ার। ভ্রমণ করেন শিব কৈলাস তেজিয়ে। শঙ্করে কহেন নন্দি অন্তরে চিন্তিয়ে॥ করহ কিঞ্চিৎ নিজ মাহাত্ম্য প্রকাশ। করহ যাহাতে হয জগৎ উল্লাশ॥ বৈকুণ্ঠের মাহাত্ম্য কহিলা মহেশ্বরী। না হইলে ধার্ম্মিক না স্থান দেন হরি॥ স্থানের মাহাত্ম্যে পাপী তাপি মুক্ত হয়। হেন স্থান উদয় করহ কৃপাময়॥ মহেশ্বর স্বমাহাত্ম্য প্রকাশ কারণ। শূন্য মধ্যে এক পুরী করেন স্থাপন॥ নিম্ন ভাগে স্থাপন ত্রিশূল মাত্র তার। ত্রিশূল উপরে পুরী অতিচমৎকার॥ হরের ইচ্ছায় হয় অশেষ আলয়। অতুল্য অমরাবতী সর্ব্ব স্বর্ণময়॥ নিজ কীর্ত্তি প্রকাশিতে শিব অভিলাসি। অপূর্ব্ব ধামের নাম রাখিলেন কাশী॥ বিধি বিষ্ণু ইন্দ্র আর সর্ব্ব সুরগণ। হেরিতে শিবের কীর্ত্তি করেন গমন॥ মহিত সকলে হেরি পুরী চমৎকার। ইচ্ছিলেন সে কীর্ত্তি প্রকাশ করিবার॥ প্রতি জনে শিবলিঙ্গ করেন স্থাপন॥ নিজ নিজ নামে সর্ব্ব সে নাম করণ॥ ব্রহ্মেশ্বর বিষ্ণুশ্বর পুরন্দরেশ্বর। সূর্য্যেশ্বর চন্দ্রেশ্বর সর্ব্বেশ্বর হর॥ সকল অমরে লিঙ্গ করিয়া স্থাপনা। সচন্দন বিল্বদলে করেন অর্চ্চনা॥ সুরগণ শিবলিঙ্গ প্রকাশ করিয়ে। সস্থানে করেন গতি শিবে সম্ভাষিয়ে॥ কোপিল লোমস অত্রি কৃতু বিশ্বামিত্র। দধিচি মার্কণ্ড মুনি নারদ পবিত্র॥ দেবঋষি ব্রহ্মঋষি প্রভৃতি আসিয়ে। আনন্দে আবৃত কাশী ধাম নিরখিয়ে॥ শঙ্করে সকলে স্তুতি করেন বিস্তর। অনাদির আদি শিব বস্তু পরাৎপর॥ আদ্যে অনা

কার তুমি ব্রহ্ম নিরঞ্জন। ইচ্ছায় আকার হর সংহার কারণ॥ আপনি হইলে যোগী আপনার নামে। যোগাচারে নরে করে গতি মক্ষধামে॥ আশুতোশে প্রণমিয়ে সর্ব্ব ঋষিগণ। কাশীধামে শিবলিঙ্গ করেন স্থাপন॥ বিশ্বেশ্বর স্বয়ং প্রধান শ্রীমন্দিরে। আবির্ভাব আর আর স্থাপিত শরীরে॥ স আগারে রত্নাকরে রত্নাদি লইয়ে। সাজাইলা কাশীধাম কুবের আসিয়ে॥ ত্রিলোকের সম্পত্ত্য জিনিয়ে স্তবাকাব॥ কাশীর সাদৃশ স্থল না হইবে আর॥ কাশী প্রকাশিতে শিব উন্মত্ত সর্ব্বদা। শিবের বিচ্ছেদে সদা চিন্তিত কার্ম্মা॥ অপর্ন্না কহেন পদ্মা করি কি উপায়। শিব ভিন্য সর্ব্ব শূন্য অন্ধকার প্রায়॥ আলয়ে অসমস্থান অচল সংসার। ভব ছাড়া ভূবন ভাবনা অনিবার॥ পদ্মা কহিছেন মাতা অন্নপূর্ণা তুমি॥ তোমার কৃপায় অন্ন পায় তিন ভূমি॥ এত আপ্ত বিস্মৃতি হইলে কি কারণ। অন্নদা সকল অন্ন করহ হরণ॥ ত্রিলোকের জন গণ নিরান্ন হইবে। ভিক্ষা না পাইবে হর ত্বরায় আসিবে॥ ত্রিণয়নী শুনি সখী পদ্মার বচন। ত্রিলোকের অন্ন মাতা করেন হরণ॥ অন্নদার ইচ্ছায় নিরান্ন ত্রিসংসার। অন্ন বিনা ত্রিলোকে উঠিল হাহাকার॥ হেথায় শঙ্কর কাশী কারণ বিব্রত। ক্রমে ক্রমে সকল হইল মনমত॥ কহেন নন্দির প্রতি দেব ত্রিলোচন। সত্য কহ কাশীপুরী হইল কেমন॥ কর যোড়ে কহে নন্দি শঙ্কর গোচর। না হেরি কাশীর সম ত্রিলোক ভিতর॥ কিন্তু এক ভিন্য ব্যর্থ শুশোভা সকল। কি হবে এ সবে এজে অন্নহীন স্থল॥ এমত করহ জাতে অন্ন পূর্ণ হয়। মহেশ কহেন নন্দি কহিলে নিশ্চয়॥ আদ্যা সিদ্ধ্যা অন্নপূর্ণা আছেন কৈলাসে। না জানি কি করিছেন আমার নৈরাশে॥ না কহিব অন্নদায় অন্নের কারণ। ভিক্ষায় করিব অন্ন পূর্ণ আয়োজন॥ বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীর স্থলে কহিব যাইয়ে। কমলা থাকুন স্থির কাশীতে আশিয়ে॥ নন্দীর সহিত যুক্তি করেন শঙ্কর। কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য কহে অতঃপর॥

অথ অন্নপূর্ণা ত্রিলোকের অন্ন হরণ করাতে বিষ্ণু আদির কৈলাসে গমন।

তাল আড়া। ত্রিলোকের মা অন্নপূর্ণা মা আমি নিরান্ন কেনে।
অকৃতি পুত্রের ক্লেশ নাশ ক্রিপাবিলোকনে॥ পিতা কাশীতে
নিবাসে মা তব বাস কৈলাসে যেন শমনের বাসে পাঠাইও না

নন্দনে ॥ কুপুত্র অনেক হয় কুমাতা কথন নয় কালীকৃষ্ণ পুত্রে নিদয় মা হয়ে হলে কেমনে ॥

ত্রিপদী। বৈকুণ্ঠে গমনঃ উমেশ করেন; নারায়ণ লক্ষ্মীস্থলে। দিলা সিংহাসন, শিব নারায়ণ, বসিলেন কুতূহলে ॥ ব্রহ্ম পরাৎপর, দুই কলেবর, মহেশ্বর আর হরি। তথা গুণত্রয়, শ্রীহরির জায়া, মায়া কায়া ভিন্ন ধরি ॥ লক্ষ্মীর গোচরঃ কহেন শঙ্কর, আসার শুন আশয়। বহু যত্নে পরা, কাশীধাম করিঃ সে পুরী সুবর্ণ ময় ॥ যে সকলে আসিঃ হবে কাশী বাসি, উপবাসি তারা রবে ॥ ভিন্ন অন্নজল, রহিবে সকল, কি ফল কাশীতে ভবে। কহেন কমলাঃ কেনগো উথলা, প্রকাশিলা যদি কাশী। অন্নপূর্ণা ঘরেঃ কহনা তাঁহারে মন্দিরে বসুন আসি ॥ শুন মৃত্যু স্বামী, অন্নহীন আমি, নজানামি কিকারণ। কি কহিব বাড়া, লক্ষ্মী লক্ষ্মীছাড়াঃ এভাঁড়া ছাড়া সৃজন ॥ বৈকুণ্ঠেতে অন্নঃ হইয়াছে শূন্যঃ অন্য আর কিবা কব। কৈলাস অচল, অন্নদার স্থল, চল চল যাই সব ॥ কহেন শঙ্কর; শক্তির গোচর, আমার জাওয়া না হবে। রাখিব মহত্ত্ব, কোরে অন্ন তত্ত্ব, স্বর্গ মর্ত্ত্য সর্ব্ব ভবে ॥ ব্রহ্ম লোকে আর, ইন্দ্রের আগারেঃ আর আর সুর স্থলে। অন্নেরকারণ, করেন ভ্রমণঃ হীন অন্ন ভূমণ্ডলে ॥ কারণ অন্নেরঃ ভ্রমিছেন হর, ত্রীসংসার তিন দিনে। ব্যাকুল অন্তরেঃ সভে ঘরে ঘরে, চিন্তা করে অন্ন বিনে ॥ নন্দির সহিতে, লাগিলা ভাবিতে, কাশীতে আসিয়ে পুন। শঙ্করের জায়াঃ প্রকাশিলা, মায়া অভয়ার কীর্ত্তি শুন ॥ নিরান্ন ত্রীলোক, ছাড়িয়ে গোলোক, পালক নাথ শ্রীহরি। হইয়ে উথলা, সহিত কমলা, আইলা কৈলাস পুরী ॥ স্বাহা প্রজাপতি, করিলেন গতিঃ শুরপতি সচি সহ। দেব দেবী গণ, করেন গমন, ব্রাহ্মণ গণ সমূহ ॥ সবে অন্ন আশে, অঙ্করীর পাসে, কৈলাসে আসি উদয় ॥ দেখেন প্রসন্না, রূপ অন্নপূর্ণাঃ পুন্নার্ণ কৈলাস ময় ॥ কন বিধি হরিঃ কেন শুভঙ্করী; হরিযাছ সব অন্ন। কিসের কারণ, গেলা ত্রিলোচন, এ ভুবন করি শূন্য ॥ লজ্জায় শিবানী, না কহেন বানী, চক্রপানি জানি মনে। এবড বিপদ, কারণ সম্পদ, বিবাদ শিবের সনে ॥ সম্পত্ত্য আমার, এ সর্ব্ব তোমার, ইহার লাগি রারাগি। কহিলে বিস্তর, খেদে মহেশ্বর তোমার, নিকট ত্যাগি ॥ অম্বিকা কহেন, পুনঃ পুনঃ কেন, বাক্যবান হান আর। গত কর্ম্মে পিছে, অনুযোগ মিছে, হইয়াছে যা হবার ॥ মহেশে ত্বরায়, আনিতে

হেথায়, উপায় করহ হরি। হইয়ে প্রসন্ন, সবাকারে অন্নঃ বিতরণ তবে করি॥ কেশব চিন্তিয়ে, নারদে ডাকিয়ে, পাঠাইয়া দিলা দ্রুত। ব্রহ্মতত্ত্ব শ্রেষ্ঠ, কহে কালীকৃষ্ণঃ চিত্রে তুষ্ট অসঙ্গত॥

অথ কাশীতে অন্নপূর্ণা উদয়।

তাল কয়ালি। চল মন বারাণসী কাশীধামে যাই। ভব ভয় না রয় যে হয়তথা স্থাই॥ ব্রহ্মতত্ত্বে এবিধান,অন্তে গতি মুক্তিস্থান, অন্নপূর্ণা অধিষ্ঠান, অন্নাভাব নাই॥ মহেশ কাশীতে রাজা; রাণী অচল অনুজা, বাঞ্ছিত হইতে প্রজা, কালীকৃষ্ণ তাই॥

পয়ার। নারদ ঋষির প্রতি কহেন শ্রীধর। জাও হে ত্বরায় তথা যথা মহেশ্বর॥ কহিবে বিধাতা বিষ্ণু আর সুরগণ। কৈলাসে বসিয়ে সবে তোমার কারণ॥ পাঠাইলা মাহেশ্বরী লইতে তোমায়। কৈলাস শিখরে শিব চলহে ত্বরায়॥ ভাল বুদ্ধিমান তুমি বিশেষ কহিয়ে। যে প্রকারে পারহ আনিবে ভুলাইয়ে॥ শুনিয়ে নারদ ঋষি চলিলা তুরিত। কাশীধামে শিবের নিকটে উপনীত॥ প্রণমিয়ে ঋষিবর করিছেন স্তব। ভূতনাথ বোম ভোলা ভুবনেশ্বর ভব॥ মীশ ঈশ মহেশ মনিশ শুরেশ্বর। পতিত পাবন প্রভু বস্তু পরাৎপর॥ আশুতোশ আদ্যাপতি অপার মহিমা। সক্ষ নহি দিতে তব মহিমার সীমা॥ স্তবে তুষ্ট ত্রিলোচন সদয় হৃদয়। কহিছেন নারদ কহহে তদাশয়॥ নারদ কহেন কর কৈলাসে গমন। ত্রিণয়না চিন্তান্বিত তোমার কারণ॥ ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্র আদি দেবতা আসিয়ে। আছেন তোমার হেতু কৈলাসে বসিয়ে॥ বেগ্রবেশা ব্রহ্মময়ই তোমার কারণ। কৈলাসে করুণাময় করহ গমন॥ কহিছেন মহেশ করিয়ে অনুযোগ। না যাইব যদি হয় জীবন বিয়োগ। নারদ কহেন প্রভু সব হবে ছন্ন। তুমি না করিলে গতি না দিবেন অন্ন॥ শঙ্কর কহেন আমি কাশীধাম করি। অন্নপূর্ণা রূপে যদি থাকেন শঙ্করী॥ কহ গিয়ে তবে তথা করিব গমন। না যাইব নতুবা জীবনা বধি পণ॥ কহ সবে শক্তি সহ আসিতে হেথায়। রাখিলে আমার পণ যাইব তথায়॥ শুনিয়ে নারদ আসি কহেন শ্রীধরে। কেশব কহেন তাহা শক্তির গোচরে॥ ওমা শর্ব্ব শক্তি সিদ্ধ্যা সিদ্ধেশ্বর জায়া। আমা সবা প্রতি কৃপাঙ্কুর মা অভয়া॥ কাশীধাম মুক্তি স্থান

করিলা ঈশান। অন্নপূর্ণা রূপে তথা রবে অধিষ্ঠান। ইহা ভিন্ন শঙ্কর না করিবেন গতি। নবকূর্ত্তি দরশনে চল গো জগতি॥ কার্ম্মদা কহেন একি কহহে কেশব। আমি অগ্রে যাব ভবে না আইলে ভব॥ প্রবলা উতলা নহে অবলার রীত। এবড় লজ্জার কথা হিতে বিপরীত॥ শঙ্করীর সমীপে কহেন জনার্দ্দন। আদ্যাশক্তি আদ্য কথা করহ স্মরণ॥ কহিয়ে ছিলেন হর আপনার স্থান। গৃহীর নারীর স্থলে না রহে সম্মান॥ প্রাণ পোনে হবে মন যোগাইতে সদা। কিঞ্চিৎ করিলে দোষ না রবে মর্য্যাদা॥ হইলে মহেশ রত তৎকালে কহিয়ে। রাখিব সর্ব্বদা মান সন্তুষ্টা করিয়ে॥ শঙ্করী কহেন আছি পূর্ব্বেতে স্বীকার। বিশেষ কর্ত্তব্য রক্ষা বচন তোমার॥ কাশীধাম দেখিতে আমার হয় মন। কেশব ব্রহ্মাদি সহ করেন গমন॥ দেখিছেন কাশীধাম ত্রিশূল উপর। সর্ব্বাধিক সর্ব্ব শোভা পুরী মনোহর॥ ত্রিলোক বিনিয়ে রত্ন সম্পূর্ণ কাশীতে। ব্রহ্মা না পারেন শোভা সকল বর্ণিতে॥ আনন্দময়ীর মনে আনন্দ বিস্তর। কহিছেন ধন্য প্রভু ভোলা মহেশ্বর॥ শঙ্কর সমীপে শক্তি উদয় আসিয়ে। উভয়ের তুষ্ট মন উভয়ে হেরিয়ে॥ শিব শক্তি অভেদ প্রভেদ মাত্র দেহ। চরিত্রাদি বুঝিতে নহেন সক্ষ কেহ॥ শিবানী শঙ্কর ছাড়া তিলার্দ্ধ না হন। কূর্ত্তি লীলা প্রকাশিতে এসর্ব্ব করণ॥ শিবের কামনা শক্তি তৎকাল বুঝিয়ে। বসিলেন অন্নপূর্ণা আকার হইয়ে॥ অন্নক্ষেত্র হয় অন্নপূর্ণার ইচ্ছায়। কাশীতে সম্পূর্ণ অন্ন মায়ার মায়ায়॥ উপদয় ব্যঞ্জন মিষ্টান্ন আর সর্ব্ব। চব্য চষ্য লেহ্য পেয় চাতুর্ব্বিধ দ্রব্য॥ বিষ্ণু বিধি ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ পবন। সকল দেবতা যত ঋষি মুনি গণ॥ করেন ভোজন সবে কার সাধ্য গনি। করেন পরিবেশন কমলা আপনি॥ লক্ষ্মী সরস্বতী স্বাহা আদি দেবিগণ। অন্ন আদি উপহার করেন ভোজন॥ অন্নহীন ত্রিলোক নিবাসি সর্ব্বজনা। কাশীধামে অন্নময় হইল ঘোষণা॥ ক্রমে কাশীধামে সবে করিতেছে গতি। অন্নাদি ভোজনে অতি আনন্দিত মতি॥ শূন্য মধ্যে কাশীধাম ত্রিশূল উপর। উঠিতে অশক্ত যত হীন বীর্য্য নর॥ অন্ধ খঞ্জ স্ত্রী জাতি বালক আদি করি। উঠিতে অশক্ত হয় কাশীর উপরী॥ দাণ্ডাইয়ে মনঃদুখে উদ্ধমুখে কয়। কোথা হে দেবাদি দেব শিব দয়াময়॥ আসিয়াছি অন্নআসে খুদাতুর ভারি। ভব নবকাশীধামে উঠিতে না পারি॥ আশুতোশ সদানন্দ সরল হৃদয়। লহ প্রভু নিজ ধামে হইয়ে সদয়॥ সে সকল বার্ত্তা শিব

জানিলেন মনে। সদয়ে নন্দির প্রতি কহেন তৎক্ষণে॥ ত্রিশুল ঘুচায়ে কাশী দেহ নামাইয়ে। করুক ভোজন অন্ন সকলে আসিয়ে॥ টানিয়ে নিলেন নন্দি ত্রিশুল তৎপর। কাশী নাম্বাইলা এই মহীর উপর॥ আনন্দে কাশীতে সবে করিয়ে গমন। ছত্রিশ বর্ণেতে অন্ন করিছে ভোজন॥ শিবের কৃপায় অন্নপূর্ণার ইচ্ছায়। কাশীধামে যে যায় অবশ্য অন্ন পায়॥ গলৎকুষ্ঠি পাপীষ্ঠ দুর্ম্মতি দুষ্ট গণ। কাশীধামে যায়সবে নাহি নিবারণ॥ ভিন্ন পূর্ব্ব কর্ম্মসূত্র ভিন্ন পুণ্য বল। কেহ না যাইতে পারে অন্য তীর্থ স্থল॥ অনিশেধএস্থলে শিবের কৃপা বলে। মহা পাপী কাশীধামে ভ্রমে কুতুহলে॥ ব্রহ্মতত্ত্বে কাশীর মাহাত্ম্য পরিচয়। পদ্যচ্ছন্দে কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যে কয়॥

অথ কাশীর মাহাত্ম্য প্রকাশ॥

তাল তেওট। পঞ্চানন প্রকাশিলা কাশী। অন্নদা উদয় জীব হীন উপবাসি॥ মহামহা পাপীগণে, মুক্ত পাপ বিমোচনে, হইলে হত জীবনে কাশীধামে আসি। নাশ হেতু পাপ রাসি, বল মন শিব কাশী কালীকৃষ্ণ বারাণসী নিবাসি প্রয়াসি॥

পয়ার। কহিছেন ভৃগুঋষি শুন ঋষিগণ। শিবব্রহ্ম মাহাত্ম্য প্রকাশ বিবরণ॥ কাশীধাম শিবের পরম পরমার্থ। শ্রীমন্দিরে বিশ্বেশ্বর পরম পদার্থ॥ অন্ন পূর্ণা সাক্ষাৎ শ্রীমন্দিরে উদয়। কাশীধামে অনসন কেহ নাহি রয়॥ ত্রিলোক বসতি অন্ন আহার কারণ। বারাণসী করিয়াছে সকলে গমন॥ সাম্বু নামে চণ্ডাল কাশীতে উপনীত। নরাধম পাপিষ্ঠ অত্যন্ত দুষ্টরীত॥ অলঙ্কার বস্ত্রে নিজ স্ত্রীকে সাজাইয়ে। চলিআছে পথে তারে স্কন্ধেতে করিয়ে॥ প্রাচীনা জননী তার আছয়ে সহিতে। অন্ত দন্ত হীন বুড়ি অশক্ত চলিতে॥ ভগ্ন বস্ত্র পরিধান শত ঠাই গিরে। জঠর জ্বালায় দগ্ধ ধূলা উড়ে সিরে॥ সাম্বু বান্ধি য়াছে রজ্জু তাহার গলায়। চলিবারে না পারে টানিয়ে লয়ে যায়॥ ঘর্ষণে শরীরে রক্ত পড়ে ঝর ঝর। কান্দিয়ে বলিছে বুড়ি সাম্বু রক্ষা কর॥ স্কন্ধে বসেবধূ করে তর্জ্জন গর্জ্জন। আপুদে মাগির কেন না হয় মরণ॥ শিব দূত ভূত সব ভ্রমিয়ে বেড়ায়। সে কুনীত নিরখিয়ে মহাকোপে ধায়॥ শত ভুত বেগে গিয়ে পড়িল উপরে। তিন জনে ভূতের চাপানে প্রাণে মরে॥ অনাদির আদি ব্রহ্ম শিবের ইচ্ছায়। কাশীতে মরিয়ে তিনে মক্ষধামে যায়॥

সুরাসুর নর আদি দেখেন সকলে। পাপী তিনে চলিল বিমানে মক্ষস্থলে॥ সবে বলে ধন্য ধন্য শিবের মহিমা। হরের মাহাত্ম্য কত না নিরখি সীমা॥ অত্যন্ত পাপিষ্ঠ ছিল গবাসন গণ। কাশীতে মরিয়ে করে স্বর্গে আরোহণ॥ কাশীর মাহাত্ম্য কত না পারি কহিতে। ধন্য ধন্য মহেশ্বর উদয় কাশীতে॥ অসম্ভব হেরিয়ে লোমস তপোধন। যোড়করে শঙ্করে করেন নিবেদন॥ ধন্য ধন্য হর বস্তু পরাৎপর তুমি। পরম পবিত্র স্থান ধন্য কাশী ভূমি॥ মহা পাপী মরিয়ে চলিল স্বর্গস্থল। কহ প্রভু শুনিব কাশীর কত ফল॥ ব্রহ্মা বিষ্ণু আর সর্ব্ব দেব দেবী তথা। শুনিছেন কাশীর মাহাত্ম্য তত্ত্ব কথা॥ বহু মুনি ঋষি আদি করেন শ্রবণ। মহেশ্বর কাশীর মাহাত্ম্য কথা কন॥ নর পশু পক্ষ আদি আসিবে যে কাশী। কদাচিৎ কেহ না রহিবে উপবাসি॥ গোহত্যা স্ত্রী হত্যা আর বিশ্বাস ঘাতকী। এই আদি যে সকল অত্যন্ত পাতকি॥ অতিনীচ জাতি মহাব্যাধি আদি গণ। কাশীধামে গমনের নাহি নিবারণ॥ যখন কাশীতে পাপী প্রবেশ করিবে। পাপ রবে প্রান্তভাগে দেহে না রহিবে॥ সে জন তেজিয়ে কাশী যাইবে বাহিরে। পুনঃ পাপ প্রবেশিবে তাহার শরীরে॥ অন্ত কালে সেই পাপ ভুঞ্জিবে প্রবল। ভুঞ্জিবে সে কাশী আদি দর্শনের ফল॥ যে জন এ কাশীধামে জীবন তেজিবে। মোচন হইবে পাপ মুক্ত সে হইবে॥ প্রাতঃকালে শিব কাশী যে জন স্মরিবে। সে দিন পরম সুখে তাহার যাইবে যাত্রাকালে যে জন বলিবে কাশীশ্বর। শুল হাতে রব আমি তাহার গোচর॥ এই আদি কাশীর মাহাত্ম্য অসঙ্গত। কহিলাম কিঞ্চিৎ বিস্তার কব কত॥ সুরাসুর নর আদি আশ্চর্য্য শুনিয়ে। হরে স্তুতি করে ধূলি লুণ্ঠিত হইয়ে॥ বিধি বিষ্ণু সুর নর ঋষি মুনি গণ। নিজ নিজ স্থলে সবে করেন গমন॥ শিব ব্রহ্ম কাশীর মাহাত্ম্য প্রকাশিলা। ধন্য ধন্য মহেশ্বর আশ্চর্য্য এ লিলা॥ তদা বধি বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণা নামে। রহেন প্রত্যক্ষ পুণ্যস্থল কাশীধামে॥ আর দুই মূর্ত্তি দোঁহে কৈলাসে উদয়। কাশীর মাহাত্ম্য দ্বিজ কালীকৃষ্ণ কয়॥

অথ শুম্ভ নিশুম্ভের জন্ম ও তপস্যা।

তাল আঁড়া। ভাবনা না রবে ভবে ভাবনা ভবানী পতে। কি ফল ভ্রমণে ভব স্থিতি দেহ ভুবনেতে॥ বম্ বম্ বাজাও গাল, মুখে বল মহাকাল, হত হবে কষ্ট কাল তৎকাল কালের প্রিতে।

সাধনা বিধান যত, ভক্তি ভিন্ন সব হত, কালীকৃষ্ণ সচিন্তিত
হীন ভক্তি শক্তিনাথে ॥

পয়ার। মহর্ষি ভৃগুর উক্তি ব্রহ্মতত্ত্ব সার। কহিলাম কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ কহি আর ॥ অসীমা ব্রহ্মের গুণ মহিমা অপার। অসক্ষ কহিতে ব্রহ্মা কি সাধ্য আমার ॥ পরাৎপর ব্রহ্ম নিরাকারে পঞ্চাকার। পঞ্চ অংশে অবতীর্ণ অশেষ প্রকার ॥ সকলের সর্ব্ব কথা সাগর অকূল। কহিতেছি যৎকিঞ্চিৎ কৃর্ত্তি তত্ত্ব স্থূল ॥ বিষ্ণু শিব শক্তি সূর্য্য গণ পতি আর। কহিয়াছি বারম্বার ব্রহ্ম পঞ্চাকার ॥ প্রকাশ্য শক্তির মূর্ত্তি কীর্ত্তি নানামত। তার মধ্যে সারতত্ত্ব কহি সাধ্যমত ॥ পুরন্দর বাউ আদি অদিতি নন্দন। বিষ্ণু শিব অংশে জন্ম সুনিতাচরণ ॥ দিতি পুত্র দৈত্যগণ দুষ্ট তায় নাশ। মহেশের অংশে পুত্র দিতির প্রয়াশ ॥ স্তবে বশ মহেশ দিতিকে দিলা বর। জন্মিল শিবের অংশে যুগল কোঙর ॥ দিতি রাখে নাম শুম্ভ নিশুম্ভ দোঁহার। বিশাল শরীর মহা ভয়ঙ্করাকার ॥ দুই জন বলবন্ত দুরন্ত অধিক। গর্ব্ব দোষে দয়াহীন বুদ্ধি আশুরীক ॥ ইন্দ্রের ঐশ্চর্য্য শুনি হিংসা উপজিল। ইন্দ্রত্ব লইতে চিত্রে আশয় করিল ॥ শিব মন্ত্রে দীক্ষা হয় শুক্রের সদন। উপদেশ দিলা শুক্র ধর্ম্ম বড় ধন ॥ দৈব বল স্থলে ব্রথা বাহুবল যত। শুনিয়ে নিশুম্ভ শুম্ভ তপস্যায় রত ॥ হিমালয়ে শিবলিঙ্গ করিল স্থাপনা। কায়মনে করে দোঁহে শিব আরাধনা ॥ ভক্তি হেতু সেই লিঙ্গে আবির্ভাব বাম। শুম্ভর স্থাপিত লিঙ্গ শম্ভুনাথ নাম ॥ দুই জনে কঠোর তপস্যা আরম্ভিল। আহার আলস্য নিদ্রা প্রভৃতি তেজিল ॥ স্থাপিত লিঙ্গের অগ্রে দুই বল ধর। বৃদ্ধাঙ্গুলে দাণ্ডাইয়ে যুড়ি দুই কর ॥ গৃষ্মকালে চারি দিকে জ্বালিয়ে অনল। তার মধ্যে করে ধ্যান হীনবিন্দু জল ॥ শীতকালে সর্ব্ব অঙ্গ জলে ডুবাইয়ে। করিতেছে মহা ধ্যান নাশিকা তুলিয়ে ॥ বরিসায় মহাবৃষ্টি হিমালয়ে হয়। বিনা আচ্ছাদনে মহা ধ্যানে রত রয় ॥ এমত করিলা দশ সহস্র বৎসর। তপস্যায় বশিভূত হইলা শঙ্কর ॥ শুম্ভ নিশুম্ভর স্থলে মহেশ আসিয়ে। কর বর গ্রহণ কহেন আশ্বাসিয়ে ॥ দুই বীর সম্মুখে মহেশে নিরখিয়ে। কহিতেছে সবিনয়ে প্রণতি করিয়ে ॥ কৃপাময় যদ্যপি করিলে অনুগ্রহ। অন্যবর অপ্রয়াস অমর করহ ॥ ভক্ত প্রতি মিষ্টভাষে কহিছেন শিব। কদাচ অমর বর দিতে না পারিব ॥ না হইবে অমর এ বর

ভিন্ন যাহা। কহ কহ প্রার্থনা করিব পূর্ণ তাহা॥ শুনিয়ে নিশুম্ভ শুম্ভ অন্তরে চিন্তিল। প্রকারে অমর বর প্রার্থনা করিল। সতী পতিব্রতা নারী বয়সে নবীনা। ত্রিলোকে জীবাত্মা যত সবার প্রাচীনা॥ ধন্যা মান্যা বরাঙ্গনা সগর পূয়াশা। খেচরী আচারি হবে উলঙ্গিনী বেশা॥ অতি বুদ্ধি বতী কিন্তু পাগলিনী সজ্জা। চাপিতে পতির বক্ষে না করিবে লজ্জা॥ হেন নারী অশি করে সমরে নাসিবে। ইহা ভিন্ন আমাদের মৃত্যু না হইবে॥ তথাস্তু দিলাম বর কহেন শঙ্কর। দোঁহে বলে হইলাম প্রকারে অমর॥ ত্রিলোকে এমত নারী হইবার নয়। হইব ত্রিলোক জয়ী আর কারে ভয়॥ বর দিয়ে অন্তর্ধান শিব দয়াময়। আইলা নিশুম্ভ শুম্ভ আপন আলয়॥ শুম্ভ নিশুম্ভ দৈত্য মহা বলধর। রাজা হয় শুম্ভ সর্ব্ব দৈত্যের উপর॥ সুর ভয়ে স্থান ভ্রষ্ট অসুর সকলে। মিলিল শুম্ভের স্থলে আপনার দলে॥ রক্তবীজ চণ্ডমুণ্ড শ্রেষ্ঠ সেনাপতি। ধূম্রবিধান্তিকি ধূম্রলোচন প্রভৃতি॥ শুম্ভের বিস্তর সৈন্য সবে বলবান। নানা অস্ত্র শিক্ষা জানে অশেষ সন্ধান॥ ত্রিলোক জিনিতে শুম্ভ বীরের আশয়। ব্রহ্মতত্ত্ব মত দ্বিজ কালীকৃষ্ণ কয়॥

অথ হিমালয় পর্ব্বতে ভগবতীর মোহিনী রূপ ধারণ।

তাল তাড়া। অচলে হর ঘরণী মোহিনীরূপে উদিত। অকালে স্থলে কমল ফুলবনে প্রস্ফুটিত॥ চরণ শরজ ন্যায়, নখ দশ শশী তায়, মধু আশে অলি ধায় চকর শুধা বাঞ্ছিত॥ সুরের কার্য্য সাধিতে, উদয় আদ্যা মোহিতে; কালীকৃষ্ণকে কষ্টেতে তারিতে আশা উচিত॥

পয়ার। মহাবীর শুম্ভ রাজা দানবের দলে। স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল জিনিতে শুম্ভ চলে॥ সর্ব্বস্থানে হয় জই পৃথিবী ভিতর। আশুমুদ্র কর গ্রাহি হয় দৈত্যবর॥ রক্তবীজ চণ্ডমুণ্ড প্রচণ্ড দানব। হয়ে গজে রথে পদব্রজে দৈত্য সব॥ রথারূঢ় বীর শুম্ভ নিশুম্ভ দুর্জ্জয়। দেবলোকে করে গতি দক্ষে অতিশয়॥ হয় হস্তি রথচক্র দৈত্যদের রোল। এক যোগে শব্দ করে সমুদ্র কল্লোল॥ অমরাবতীর প্রান্তে ত্বরায় উত্তরে। সুর দূত কহে পুরন্দরের গোচরে॥ উপস্থিত শক্র শুম্ভ নিশুম্ভ দুর্জ্জয়। আইল অশেষ মহা বল দৈত্যচয়॥ শুনিয়ে সুরেন্দ্র দ্রুত সর্ব্ব সুর সনে। দেব দল চলিল অসুর সহ রণে॥ সুরাসুরে সাক্ষাৎ সগ্রাম ঘোর

তর। শব্দে স্তব্ধ ত্রিলোক সঙ্কীত কলেবর ॥ দেব দৈত্যে দন্দ্ব দশ দিবানিশি হয়। দৈত্য সহ সমরে অসঙ্ক সুরচয় ॥ মদ্য মাংসাহারি দৈত্য কঠিন শরীর। সারগ্রাহি সব্য ভব্য দেবদল থির ॥ পরাজয় পরস্পর দেবতা সকল। লুটিল অমরাবতী শুম্ভ মহাবল ॥ দৈত্য ভয়ে ছদ্মবেশে বাস মর্ত্যোপরে। কহেন দেবতা গণ ব্রহ্মার গোচরে ॥ লইল অমরাবতী দৈত্য দুরাচার। কহ কিসে হয় শুম্ভ নিশুম্ভ সংহার ॥ ব্রহ্মা কন দিয়াছেন শঙ্কর যে বর। শক্তি ভিন্ন নাশ করা অন্যের দুষ্কর ॥ চিত্রে চিন্তি চতুর্মুখ দেবতা সংহতি। কৈলাসে কার্ম্মদা স্থলে করিলেন গতি ॥ পদ্মাসহ পরাৎপরা বিরলে বসিয়ে। পদ্মযোনি পুরন্দর প্রণমেন গিয়ে ॥ আদ্যাশক্তি অন্নপূর্ণা আশুতোশ জায়া। জগদ্ধাত্রি মনাভীষ্ট দাত্রি মহামায়া ॥ শিষ্টে ত্রাতা দুষ্টে হন্তা ত্রিলোকের মাতা। ভবিস্বত বর্ত্তমান ভূত তিন জ্ঞাতা ॥ দৈত্য ভয়ে দুর্দ্দশা দেখমা দেবতার। শুম্ভ নিশুম্ভ আদিকে কর মা সংহার ॥ দেবতা দিগের দশা দেখি ব্রহ্মময়ী। মায়ার উপজে মায়া বলেন মাভই ॥ চিত্র স্থির কর সবে রহ অচিন্তায়। বিপদ বিনাশ আমি করিব ত্বরায় ॥ স্বয়ং ব্রহ্ম নিরাকারে প্রকৃতি আকার। ইচ্ছিলা কিঞ্চিৎ কৃর্ত্তি করিতে প্রচার ॥ হিমালয়ে উদয় শিবানী সেইক্ষণ। শুবেশের শেষ বেশ করেন ধারণ ॥ মীশ মন মোহিনী মোহিনী রূপ হন। মণ্ডিত সিন্দুর যিনি সুন্দর বরণ ॥ কমলাঙ্গি কমল যিনিয়ে শুকোমল। পদ কর বদন কমল শত দল ॥ চরণে নখর দশ দশ চন্দ্রোদয়। সে জ্যোতিতে রবির কিরণ ক্ষয় হয় ॥ মধু আশে পদ পাসে ভ্রময়ে ভ্রমর। বৃক্ষেতে বসিয়ে শুধা প্রয়াসি চকর ॥ কটি খীণা নবীনা কঠিন পয়োধর। হসমুখী রক্তোৎপল দল ওষ্ঠাধর ॥ না পাই তুলনা দিতে সে ভূরূ নয়নে। কন্দর্পের গর্ব্ব খর্ব্ব ধনুশরাসনে ॥ দশন শ্রবণ নাশা চিকণ শোভন। মেঘ শ্রেণী যিনি বেণী মস্তকে বন্ধন ॥ স্বর্ণ জল ঢল ঢল নির্ম্মল বদন। শুস্থির চপলা যিনি শ্রেণী শুচিকন ॥ মুকুতা মাণিক্য মণি অশেষ প্রকার। কুবেরের অর্থ যিনি অঙ্গে অলঙ্কার ॥ পর্ব্বতে কুসুম বন শোভা অতিশয়। শিবানী মোহিনী রূপে তথায় উদয় ॥ বিকশিত নানা পুষ্প বসন্ত সময়। মধুপানে মহানন্দ মধুব্রত চয় ॥ পরাৎপরা তারা পুষ্প পাত্র করি করে। করেন চয়ন পুষ্প উদ্যান ভিতরে ॥ কর্ম্মদার কমলাঙ্গে কমলকে ধিক। শ্রীঅঙ্গের সৌরভে কানন আমোদিত ॥ শুম্ভ নৃপতির সেনা চণ্ডমুণ্ড নাম।

দুই জনে সে বনে বেড়ায় অবিশ্রাম ॥ পাইয়ে পদ্মের গন্ধ চণ্ডমুণ্ড বলে। প্রস্ফুটিত অকালে কমল বুঝি স্থলে ॥ কুসুম কাননে দেখে কমল কামিনী। কমলের গন্ধ গায় শুকমলাঙ্গিনী ॥ পদ্মিনীর পদ যেন পদ্ম প্রস্ফুটিত। অকালে কমল হেরি ভৃঙ্গ হরসিত ॥ মকরন্দ লোভে মহা মত্ত অলিধায়। পদ পদ্ম বেড়ি বেড়ি উড়িয়ে বেড়ায় ॥ চাহিয়ে চণ্ডের চিত্ত চমকি উঠিল। অপ রূপ রূপ হেরি মহিত হইল ॥ রাজভয়ে চণ্ডমুণ্ড কিছু না বলিল। দুই জন দ্রুত গিয়ে শুম্ভকে কহিল ॥ কুসুম কাননে এক অপূর্ব্ব অঙ্গনা। সুরাসুর নরে হীন তাহার তুলনা ॥ নবীন যুবতী তার কেহ নাহি সঙ্গে। শত কুবেরের ধন অভরণ অঙ্গে ॥ না জানি সে কে কাননে কিহেতু বেড়ায়। আইলাম সমাচার দিতে আপনায় ॥ শুনিয়ে শুম্ভর চিত্র উচাটন হয়। ব্রহ্মতত্ত্ব মতে দ্বিজ কালীকৃষ্ণ কয়।

অথ ধূম্রলোচন দৈত্য বিনাশ।

তাল ঝাপ্‌তাল। তত্ত্বময়ীর তত্ত্ব তত্ত্বে কে বুঝিতে পারে। মন হরা বেশে হরাউদয় শিখরোপরে ॥ দেহে কমল লজ্জি তত্ত্বঙ্কারে দানব হতঃ হেতু দৈত্যকুল গত, ভূবনেশ্বরী শিখরে। জন্মিলে অবশ্য ক্ষয়, এহতে বিমুক্ত হয়ঃ কালীকৃষ্ণের আশয়, নিহত কালীর করে ॥

পয়ার। শুনিয়ে চণ্ডের কথা শুম্ভ মহাবল। মনসিজে মত্ত মন চিত্র সচঞ্চল ॥ ডাকিয়ে সুগ্রীব দূতে কহে দৈত্যপতি। শিখরে এসেছে এক নবীন যুবতী ॥ কেবটে সে পরিচয় তাহার লইয়ে। দিয়ে মম পরিচয় আন বুঝাইয়ে ॥ নৃপ তির আজ্ঞায় সুগ্রীব দৈত্য চলে। দেখে কোটি চন্দ্রোদয় হিমালয়াচলে ॥ মোহিত হইয়ে বীর আদ্যায় শুধায়। কাহার বণিতা তুমি কিহেতু হেথায় ॥ ভবানী কহেন আমি ভাঙ্গড়ের জায়া। মনঃদুখে ভ্রমি বনে তেজি গৃহ মায়া ॥ বিনয়ে সুগ্রীব কয় শুন গুণবতী। শুনিয়ে থাকিবে শুম্ভ ত্রিলোকের পতি ॥ আসিয়াছি লইতে চলহ তার ভবে। হইবে প্রধানা রাণী সদানন্দে রবে ॥ সর্ব্বাণী সে বাণী শুনি কন হাস্য করি। শুম্ভকে কীটানুকীট সম গণ্য করি ॥ শুন পণ যদি রণ করে মম সহ। জিনিলে হইবে ভর্ত্তা তারে বার্ত্তা কহ ॥ সুগ্রীব শক্তির কথা শুম্ভকে শুনায়। মহারাজ নারীর কথায় হাসি পায় ॥

ধন্যা কন্যা শুলক্ষণা নবীনা যুবতী। কহে যে জিনিবে রণে সেহ হবে পতি॥ শুম্ভ ক্রোধানলে জ্বলে বলে দম্ভ করি। আনরে ধূম্রলোচন তার কেশে ধরি॥ রথারূঢ় সহিত বিস্তর অনুচর। ধূম করি চলে ধূম্রলোচন তৎপর॥ দেখে বীর কামিনী কাননে আনন্দিত। অচল চপলা হেরি চিত্র চমকিত॥ কামিনীর কমলাঙ্গে কমলের গন্ধ। অলী বুলে উড়িয়ে আশয় মকরন্দ॥ ধরায় নাম্বিয়ে ধূম্রলোচন শুধায়। কে তুমি কাহার জায়া কিহেতু হেথায়॥ সতী কন পতি বুড়া গায়ে মাখে ছাই। মনদুঃখে গৃহত্যাগী কাননে বেড়াই॥ ধূম্র কয় দৈত্য পুরে চলহ কামিনী। বশীভূত রবে শুম্ভ হবে পাটরাণী॥ আদ্যা কন রণে জয়ী হইবে যে জন। শুন বার্ত্তা সেই ভর্ত্তা করিয়াছি পণ॥ দৈত্য কহে চল নহে করিব বন্ধন। তোরে জোরে দৈত্যবরে করিব অর্পণ॥ কাত্যায়নী কন তোর চন্দ্রের লক্ষণ। শমন ভুবন বুঝি গমনের মন॥ শুনি ক্রোধে অধর অধর কাম ডায়। ধায় ধূম্র ধরায় ধারণে অধরায়॥ কোপদৃষ্ট করি শক্তি ছাড়েন হুঙ্কার। হয় ধূম্রলোচন সসৈন্য ভস্মাকার॥ দেখি ভগ্নদূত দ্রুত শুম্ভবীরে কয়। সে নারীর হুঙ্কারে ধূম্রাদি ভস্ম হয়॥ শুনিয়ে শুম্ভর মনে হইল বিস্ময়। সকলেরি ঐ দশা কালীকৃষ্ণ কয়॥

অথ শক্তিসহ সমরে চণ্ডমুণ্ড বিনাশ ও রক্তবীজের যুদ্ধ।

তাল আড়া। মায়ার মায়ায় মন মায়ায় চিনিলে না। রিপুবসে জ্ঞান নাসে জেনেও জানিলে না॥ কারি অসাধ্য সাধনা, সে নহে সামান্য জনা, তেজ অনিত্য বাসনা, ছলনায় ভুলোনা। সদা অনিত্য প্রয়াসে, সত্য ধর্ম্ম কর্ম্ম নাসে, কালীকৃষ্ণ রিপুবসে, বুঝেও বুঝিল না॥

পয়ার। নারীর হুঙ্কারে ধূম্রলোচন মরিল। আশুরীক যুদ্ধে শুম্ভ ভাব না বুঝিল॥ চণ্ডমুণ্ডে ডাকি কয় করহ গমন। শীঘ্র আন কামিনীকে করিয়ে বন্ধন॥ শুনি চণ্ডমুণ্ড চলে দোর্দ্দণ্ড প্রবল। উপস্থিত হিমালয়ে সহ দলবল॥ পর্ব্বত উপরে হেরে পরম সুন্দরী। অতুল্য কমলদ্বয় কোটি বিদ্যাধরি॥ অনিমিকে নিরখে মোহিত হয় মন। চণ্ড কহে কে তুমি হেথায় কিকারণ॥ পার্ব্বতী কহেন পতি বুড়া ভাং খায়। তাই আমি বনবাসি ছাড়িয়ে তাহায়॥ চণ্ড কহে

চল শুম্ভ রাজার সদনে। অঙ্গনে প্রধানাঙ্গনা হবে চন্দ্রাননে॥ আদ্যা কন না বুঝি বিধাতা হর্ত্তা কর্ত্তা। যে আমারে হবে জয়ী সেই মম ভর্ত্তা॥ চণ্ডমুণ্ড কয় হৈমবতীর কথায়। রমণী তোমার বাণী শুনে হাসি পায়॥ চূর্ণ হয় শিখর শুম্ভুর মুষ্টিকেতে। তার সহ রণ ইচ্ছা কমল দেহেতে॥ সক্রোধে সর্ব্বানী কন শুম্ভকে কি ভয়। বাম পদের কণিষ্ঠাঙ্গুলির তুল্য নয়॥ চণ্ডমুণ্ড শুনিয়ে কম্পিত ক্রোধভরে। করে ধনুর্ব্বাণ ধরি প্রবর্ত্ত সমরে॥ সিদ্ধদাত্রী স্মরণ করেন পশুবরে। তৎকাল আইল সিংহ শক্তির গোচরে॥ শক্তি বিশ্বধাত্রী সিংহ-বাহিনী হইলা। ক্রোধাত্মা ত্রিণেত্রা ফণি পবিত্র পরিলা॥ হাস্যমুখী ষোড়শী তেজস্বী বেদ করা। রূপ ধন্যা রক্তবর্ণা রক্তবস্ত্র পরা॥ অসিচক্র গদা শূল আদি অস্ত্র ধরা। শিরে শোভে শশধর সালঙ্কারা বরা॥ হেরিয়ে মাতার মায়া দৈত্যগণ কয়। এ রমণী মায়াবিনি নানারূপ হয়॥ সৈন্যগণ শক্তির সম্মুখে দাণ্ডাইল। অম্বিকা উপর সবে বাণ প্রহারিল॥ আদ্যার হুঙ্কারে বাণ সকল নির্ব্বাণ। বিস্ময় হইয়ে সবে পুনঃ হানে বাণ॥ করিয়ে সকল সৈন্যে তীক্ষ্ণাসি আঘাত। মুহূর্ত্তেক মধ্যে শক্তি করেন নিপাত॥ হেরি চণ্ডমুণ্ড ক্রোধে জ্বলন্ত অনল। নানা অস্ত্র শ্রীঅঙ্গে প্রহারে অনর্গল॥ পাশঅস্ত্রে সর্ব্বঅস্ত্র নিষ্ফল তৎক্ষণে। ঘোরতর যুদ্ধ হয় চণ্ডমুণ্ড সনে॥ মহাবল পরাক্রম চণ্ডমুণ্ড বীর। দেখিয়ে ধরিলা শক্তি চামুণ্ডা শরীর॥ লোহবর্ণা লোলোজ্জিহ্বা লোহিত লোচনা। ভীষণ বৃহদাকার বিকট দশনা॥ মহাঘোরা ভয়ঙ্করা চামুণ্ডা আকার। চণ্ডমুণ্ড নির্ভয় দুর্ব্বার দুরাচার॥ শেল শূল সঘন প্রহারে দুই জন। কাত্যায়নী খড়্গাঘাতে করেন ছেদন॥ চণ্ডমুণ্ড সহিত শক্তির মহারণ। স্থূলমাত্র করিলাম কিঞ্চিৎ বর্ণন॥ মহাক্রোধে চামুণ্ডা করিয়ে খড়্গাঘাত। ক্রমে ক্রমে চণ্ডমুণ্ডে করেন নিপাত॥ চণ্ডমুণ্ডে বিনাশ করিয়ে নিস্তারিনী। তেজিয়ে চামুণ্ডা বেশ হইলা মোহিনী॥ দৈত্যরাজে কহে দূত ছাড়িয়ে নিশ্বাস। নারী করে চণ্ডমুণ্ডে স্বসৈন্যে বিনাশ॥ শুনি শুম্ভ শোকে ছাড়ে সঘন নিশ্বাস। কি কথা কহিলি দূত চণ্ডমুণ্ড নাশ॥ ইন্দ্র মানে দমন শমন করে ভয়। হেন দুই মহাবীরে নারী করে ক্ষয়॥ কহিতে কহিতে চিত্তে ক্রোধ বাড়ে অতি। রক্তবীজ বীর প্রতি কহে দৈত্যপতি॥ মায়াবিনি কামিনীকে আনহ বান্ধিয়ে। আমারে করহ তুষ্ট তারে দেখাইয়ে॥ শুম্ভের আজ্ঞায় বীর রক্তবীজ যায়।

একক ত্রিলোক জই শমনের ন্যায়॥ কলরব করি সব সৈনাগন চলে। রক্তবীজ উত্তরিল হিমালয়াচলে॥ পুষ্পবনে কামিনীকে করে নিরীক্ষণ। শুম্ভির চপলা যিনি শ্রেণী সুচিকন॥ অঙ্গ ভঙ্গি অনিন্দিত প্রসন্ন বদনা। রক্তবীজ পরিচয় করিল প্রার্থনা॥ শক্তি কন গৃহবাসে মনঃপীড়া পাই। নানাখেদে অভিমানে বনবাসি তাই॥ রক্তবীজ কহে চল শুম্ভর সদনে। সমাদরে মনসুখে রবে বরাঙ্গণে॥ শক্তি কন আমারে যে সমরে যিনিবে। করিয়াছি পণ ভর্ত্তা সে জন হইবে॥ এই কথা কহ গিয়ে শুম্ভ বিদ্যমান। নতুবা আমার করে হারাইবি প্রাণ॥ শুনি রক্তবীজ চলে কালান্তের কাল। হইলা শিবানী সিংহবাহিনী তৎকাল॥ দেখি সেনাপতি গণ ঘেরিল মায়ায়। ছেদন করেন শক্তি স্বসৈন্য সবায়॥ ক্রোধে রক্তবীজ বীর সম্মুখে দাণ্ডায়। ছেদন করেন শক্তি তৎক্ষণাৎ তায়॥ শিব বরে হয় হীন রক্তবীজ বীর। পড়ে যদি এক বিন্দু মহিতে রুধির॥ এক শত রক্তবীজ হয় সেইক্ষণে। তদাবধি নির্ভয় ত্রিলোকবাসি গণে॥ শত মূর্ত্তি হয় যে পতনে পড়ে লহু। হেন জনে ছেদনে পতিত রক্ত বহু॥ রক্তবীজ জলে স্থলে শিখরে স্থাবরে। রক্তবীজ ভিন্ন অন্য অদৃষ্ট ভূপরে॥ ব্রহ্মসনাতনী শক্তি জানেন সকল। চরিত্র প্রকাশ হেতু এ কীর্ত্তি প্রবল॥ শূন্য পরে সুর সবে ভয়ে শশঙ্কিত। এককালে সর্ব্ব হত হিতে বিপরীত॥ এক রক্তবীজের শাসনে ছিল ভয়। না হেরি নিস্তার রক্তবীজ মহিময়॥ সুর আদি শঙ্কায় করেন হায় হায়। কালীকৃষ্ণ কহে কালী ভিন্ন অনুপায়॥

অথ রক্তবীজ বিনাশ ও নিশুম্ভ বধ।

তাল মধ্যমান। কার বামা কুসুম কাননে আসি বিহরে। কে নারী চিনিতে নারী অশেষ মায়াবীরে॥ কভু নবীনা রূপসি, কভু নগ্নঃ মুক্তকেশি; বামকরে ধরে অসী,দৈত্য কুল সংহারে॥ রমণী মহা মায়াতে, মুগ্ধ করে ভোলানাথে, মায়াপিনিকে চিনিতে কালী কৃষ্ণ কি পারে॥

পয়ার। রক্তবীজে মহি পূর্ণ করি নিরীক্ষণ। অতি স্তুতি আরম্ভ করেন দেব গণ॥ শক্তি সর্ব্ব শক্তি ভক্তি মুক্তি প্রদাইনি। দীনে ক্ষীণে দয়ান্বিতা দুর্জ্জন নাসিনী॥ ত্রিগুণা ত্রিলোক সর্ব্ব তদেচ্ছায় হয়। সুরে স্থল ছাড়াইল দানব দুর্জ্জয়॥ ত্রান হেতু ত্রাণ কর্ত্রী তব স্থলে কহি। মহাভয় উপস্থিত ক্ষয় হয়

আছি॥ এক রক্তবীজ ভয়ে সদা শশঙ্কিত। রক্তবীজ হইল অসংখ্যা উপস্থিত॥
এ সর্ব্বে নাশিতে তব বড ভার নহে। উপায় করহ মহী ভার নাহি সহে॥
ব্রহ্মময়ী চিত্তে চিন্তা করিলা বিশেষ। হইলেন করাল বদনা কালী বেশ॥ উল
ঙ্গিনী উগ্রচণ্ডা অতি ভয়ঙ্কর। হস্ত পদ দীর্ঘ তরু হৃদয় শিখর॥ বিশাল দশন
সর্ব্ব লহ লহ জুহ্বা। বিস্তার বদন অতি দৈত্য লহুস্পৃহা॥ মহিতে অধর ওষ্ঠ
আকাশ উপর। গহ্বর সাগর ন্যায় বৃহদ উদর॥ চারি কর বাগূর্দ্ধে তীক্ষ্ণাসী
ভয়ঙ্কর। ভয়ঙ্করা শুষ্ক মাংস কৃষ্ণা ঘোরতর॥ ধারণ করিলা আদ্যা দেহ বিপ
রীত। সকল দেবের শক্তি আসি উপস্থিত॥ যে মূর্ত্তি যে দেবতার সেই রূপ
ধরি। উদয় আদ্যার কাছে অসি করে করি॥ সবে রক্তবীজগণে করিয়ে ধারণ।
কালীর বদন মধ্যে করেন ছেদন॥ স্বরক্ত সহিত দেহ করেন ভক্ষণ। ভুনগুলে
রক্তবিন্দু না হয় পতন॥ সর্ব্ব রক্তবীজে শক্তি করিলেন গ্রাস। সংখ্যাহীন
রক্তবীজ হইল বিনাশ॥ বুঝহ শক্তির ভাব ভক্তবিন্দু গণে। দৈত্যে গ্রাস
করিলেন না করিহ মনে॥ মহাকৃর্ত্তি প্রকাশিতে কালী উপবিষ্ট। গ্রাস করি
ছেন যেন সবে করে দৃষ্ট॥ সর্ব্বাদ্যার ইচ্ছায় দানব সর্ব্বক্ষয়। কার সাধ্য ব্রহ্ম
তত্ত্ব বুঝিবে নিশ্চয়॥ আদ্যার আশ্চর্য্য কৃর্ত্তি অমর হেরিয়ে। করেন কুসুম
বিষ্টি সন্তোষ হইয়ে॥ দ্রুত গিয়ে ভগ্নদূত শুম্ভকে কহিল। রক্তবীজ মহা রণে
নিপাত হইল॥ শুনি শুম্ভ মহাশোকে করে হায় হায়। মহাবীর রক্তবীজ
রহিলে কোথায়॥ শনির দৃষ্টিতে যেন গিরী চূর্ণ হয়। বিন্দু মাত্র বিষে যেন
জীবের সংশয়॥ অগোস্ত গোণ্ডুষে যেন খাইল সাগর। একা নারী নাশে
বড বড বীরবর॥ কে পাররে আন তারে করিয়ে বন্ধন। করহ জলন্তানলে
বারীবরিষণ॥ সভামধ্যে বসিয়ে নিশুম্ভ বীর ছিল। ভাবিতে ভাবিতে ক্রোধে
গর্জ্জিয়ে উঠিল॥ শুম্ভ আজ্ঞা দিল ভ্রাতা করহ গমন। ক্রোধে কয় নিশুম্ভ
সাজরে সৈন্যগণ॥ সজ্জা করে লক্ষকোটি সেনা সেনাপতি। পদাতিক গজা
রূঢ় অশ্বারূঢ় রথি॥ শুসজ্জা করিয়ে দিব্য রথে আরোহণ। স্বসৈন্যে নিশুম্ভ
বীর করিল গমন॥ সৈন্যগণ চলিল করিযে কলরব। উথলিয়ে যায় যেন সমুদ্র
অর্ণব। নিশুম্ভ যাইয়ে দেখে ভয়ঙ্করা বেশ। নানারূপা অস্ত্রধরা সঙ্গিনী অশেষ
রুধির খাইয়ে মত্ত এলো থেলো কেশ। বিবশনা লজ্জাহীনা পাগলিনী বেশ॥
না দেখি না শুনি কভু রমণী এমন। একা ছিল সঙ্গিনী আইল বহুজন॥ শক্তি

প্রতি নিশুম্ভ শুধায় পরিচয়। কহ তব কোথা বাস হেথা কি আশয়॥ ধরিয়ে মোহিনী বেশ কিহেতু আইলি। ভয়ংঙ্করা রূপে বহু দানবে নাশিলি॥ সর্ব্বাণী কহেন মম মণিপুরে বাস। ভালবাসি সজ্জনে দুর্জ্জনে করি নাশ॥ কহিতেং ক্রোধে ছাড়েন হুঙ্কার। শব্দে হৃদকম্প হয় দানব সবার॥ নানা বাণ ক্ষেপণ করিছে দৈত্যচয়। ঠেকিয়ে আদ্যার অঙ্গে ভস্মরাশি হয়॥ নানা মূর্ত্তি শক্তি সবে মত্ত মহা রণে। অসিঘাতে নিপাত করেন সৈন্যগণে॥ ক্রমে ক্রমে সর্ব্ব সেনা সেনাপতি ক্ষয়। রণস্থলে কেবল নিশুম্ভ মাত্র রয়॥ নিশুম্ভ অশেষ অস্ত্র করিছে ক্ষেপণ। মুখমেলি মহামায়া করিছে ভোজন॥ দেখিয়ে নিশুম্ভ বলে এত বড় দায়। অনায়াসে নারী সর্ব্ব অস্ত্র গুলা খায়॥ অসি করে দ্রুত চলে দানব দুর্জ্জয়। নিশুম্ভর প্রতাপে শক্তির ক্রোধোদয়॥ নিশুম্ভকে শক্তি অসি করেন আঘাৎ। নিশুম্ভর তৎকাল ভূতলে মুণ্ডপাত॥ দানবের দেহ যেন দ্বিতীয় শিখর। ধড় পড়ে ধরায় অস্থির ধরাধর॥ দূত মুখে শুনে শুম্ভ নিশুম্ভ নিধন। শোকে পড়ে ভূতলে হইয়ে অচেতন॥ ক্ষণেক্ষণে দৈত্যরাজে চেতন করায়॥ নিশুম্ভর শোকে শুম্ভ করে হায় হায়॥ সর্ব্ব শূন্যকার হেরি হায় কোথা যাই। কোথারে নিশুম্ভ মম প্রাণাধিক ভাই॥ এক ক্ষোণে আজন্ম নিকট ছাড়া নই। কালীকৃষ্ণ কহে দেখা হবে তার সহ॥

অথ শুম্ভের সমরে গমনাদি।

তাল মধ্যমান। কারসনে রণে গতি হে দৈত্যপতি। সে যে হর মনহরা, পরাৎপরা প্রকৃতি॥ মহারাজ ধৈর্য্য ধর, রণ সজ্জা তেজ্য কর, যে নারী করে সমরঃ সে যে অগতির গতি॥ দ্বিজ কালীকৃষ্ণ কয়ঃ সে করে হইলে ক্ষয়, নিকটে আসিতে ভয়, পাইবে প্রেতপতি॥

দীর্ঘদিপদী। শুম্ভ বীর খেদে বলে, এক নারী রণস্থলেঃ দৈত্যদলে শৃগালে শার্দ্দুল। নারী নহে পরাজয়ঃ সমরে নিশুম্ভ ক্ষয়ঃ শোকে হয় জীবন ব্যাকুল॥ যত সৈন্য সেনাপতি, সজ্জা কর শীঘ্রগতিঃ কর গতি সংহতি আমার। হত যত দৈত্যগণ, সকলের এইক্ষণ, তর্পণ করিব রক্তে তার॥ অঙ্গ কম্পে থর থরঃ ক্রোধে কামড়ায় কর, অধর চাপিয়ে ধরে দন্ত। বীরের দেহ বিশাল, আঁখি যেন করতাল, যেন কাল রতক্ষিতি অন্তে॥ শুনি দাসী দ্রুত চলে, শুম্ভর

পত্নীর স্থলে, খেদে বলে ওগো পাটরাণী। বনে মায়াবিনী সনে, রাজা চলি লেন রণে: ভাগ্যে মেনে কি আছে না জানি॥ রাণী গাগমিনী প্রায়: পতির নিকটে যায়, ধরে পায় বলে বিনয়ে। যার সহ রণে গতি, সে যে সকলের গতি: পুন গতি না হবে আলয়ে॥ শুনে বড পায় ত্রাশ, রক্তবীজ হয় নাশ, প্রকাশ অসংখ্য রক্তবীজ। ভয়ঙ্করাকার ধরে: সে সকলে গ্রাস করে, মন্ত্রপরে রক্তবীজা বীজ॥ রাজা বলে শুন রাণী: নারী তুমি অল্পজ্ঞানী, হররাণী সে রমণী যদি। যদি মরি তার করে, শুখে রব চারিকরে: ভয় কারে পারে ভব নদী॥ ভয়ে না যাইলে রণে: কুচ্ছ রবে ত্রিভুবনে, অপমানে কি সুখ বাঁচিয়ে। শুনে রাণী খেদ করে: ভালে করাঘাত করে, যায় ঘরে কান্দিয়ে কান্দিযে॥ শুম্ভবীর সজ্জা করে, ধনুর্ব্বাণ নিল করে, রথোপরে করে আরোহণ। সৈনাগণ রণে সাজে, বহু রথে অশ্বে গজে, পদব্রজে সেনা অগণন॥ আকার সর্ব্ব বিপুল অকুল দানব কুল, নির্ম্মুল হইতে কুলে চলে। ধ্বজ পতকাদি সাজে, নানাশব্দে বাদ্য বাজে, যেন গর্জ্জে ঘন নানাস্থলে॥ সহ সৈন্য শুম্ভ চলে, উপস্থিত রণ স্থলে: দেবদলে হইলা চিন্তিত। ধ্যান করে জগতির: দেবের শক্তি শরীর, সর্ব্বাণীর শ্রীঅঙ্গে মিশ্রিত॥ একা শক্তি রণস্থলে, চণ্ডাদির মুণ্ড গলে, কুতুহলে করি পরিধান। ভয়ালকালগ্রা তায়, রুধির সকল গায়, শবময় নাচিয়ে বেড়ান॥ দীর্ঘ জটা লট পট, মুখে হাসি অট্ট অট্ট; দৈত্য হট্ট নিপট্ট কারণ। লম্প ঝম্প ঘন ঘন; ভূমিকম্পা হয় ঘন, যেন ঘন সঘন গর্জ্জন॥ দেখে শুম্ভ বিপরীত ত্রাসে হয় সকম্পিত, পতিত দানব শব শব। হেরিয়ে উপজে ক্রোধ, মন না মানে প্রবোধ, কুবোধ সে বিরোধ উদ্ভব॥ দম্ভে কয় কটুবাণী, ও রাক্ষসী মায়াবিনী, উলঙ্গিনী হীন লজ্জাভয়। কিহেতু হেথায় আলি, রক্তবীজকে খাইলি, বিনাসিলি সকল দুর্জ্জয়॥ সুরূপা শুনিতে পাই, পরিচয় হেতু তাই পাঠাই যে সবে তব স্থলে। রাক্ষসী রূপ ধরিলি, সে শবে শব করিলি, সংহারিলি নিশুম্ভ প্রবলে॥ কহেন কৃতার্থ মই, শুনরে কারণ কই, আমি হই ভাঙ্গ ভের জায়া। সর্ব্বদা বিভোলে থাকে, দুর্জ্জন যদ্যপি ডাকে: তাহাকে তৎকাল করে দয়া॥ কর্ম্ম আমার অমতে, যে করে এ ত্রিজগতে, দণ্ড দিতে রক্ষা কেবা করে। শস্ত্রাস্ত্রবার ছেদন, করি তারে পুনঃ পুন, পায় প্রাণ মরিয়ে না মরে॥ ধরে বাস তেকারণ, করিয়াছি এক পণ, যেই জন জই হবে বলে। মম ভর্ত্তা

সেই জন, দৈত্যগণ সে কথন, শুনে রণ করিল সকলে ॥ স্ব স্ব দোষে সবে হত বুঝি তব মনগত, সেই মত সমরে মরিতে। শুনি শুম্ভ ক্রোধে জ্বলে, দ্বিজকালী কৃষ্ণ বলে, ভ্রাতা স্থলে হইবে যাইতে ॥

অথ শুম্ভবীর বিনাশ ও শক্তি শিবরূঢ়া।

তাল মধ্যমান। রণ রঙ্গিনি রুধিরে তরঙ্গে মগনা। হীন লজ্জা ক্রোধ সজ্জা অপর্য্যা বিবসনা ॥ অতি ভয়ঙ্করা সাজে, শিখরে শ্যামা বিরাজে; পুনঃ মনহরা সাজে শিবে শিব আসনা ॥ পদ হর হৃদি মাঝ, প্রাপ্ত সে নহে সহজ, অতএব পদরজ কালীকৃষ্ণের কামনা।

পয়ার। শিবানীর বচনে শুম্ভের বাড়ে ক্রোধ। সৈন্যগণে আজ্ঞা দেয় দানব নির্ব্বোধ। মায়াবিনী কামিনীকে করহ বন্ধন। শুনি শীঘ্র শক্তিকে বেড়িল সর্ব্ব জন ॥ দম্ভ করে রথে গজে হয়ে পদব্রজে। সাগর উথলে যেন জলদ গরজে ॥ ভয়ে না যাইতে পারে নিকটে আদ্যার। সৈন্য সব নানা অস্ত্র ছাড়ে বারম্বার ॥ লুকায় সকল অস্ত্র সর্ব্বাদ্যার গায়। যেন ঘন বিষ্টি ধারা সাগরে মিসায় ॥ ক্রোধে শক্তি তীক্ষ্ণাসী হানেন ঘনে ঘন। এক কালে শত শত করেন ছেদন ॥ দেহ গুলা পড়ে যেন স্থাবর বিশাল। মুণ্ড গুলা পড়ে যেন ভাদ্রমাসে তাল ॥ মহামারী যোগে উচ্চ শব্দ হাহাকার। একা আদ্যা সর্ব্ব সৈন্যে করেন সংহার ॥ সর্ব্ব সৈন্য শূন্য শুম্ভ একা মাত্র রয়। আশ্চর্য্য হেরিয়ে শুম্ভ হইল বিস্ময় ॥ নিশ্চিত জানিল মনে নহেন সামান্যা। ইনি ত্রিলোচন জায়া ত্রিলোক প্রমান্যা ॥ না বুঝিয়ে করিলাম সকল সংহার। একক বাঁচিয়ে থাকা কি সুখ আমার ॥ মহাক্রোধে শুম্ভবীর ছাড়ে নানাবাণ। ঠেকিয়ে আদ্যার অঙ্গে সকল নির্ব্বাণ ॥ মহাক্রোধে দৈত্যপতি খড়্গ নিল করে। দম্ফ করি দাণ্ডাইল কালীর গোচরে ॥ অসী ধরি ভয়ঙ্করী করেন সমর। দুই জনে অসীযুদ্ধ হয় ঘোরতর ॥ শুম্ভের সহিত যুদ্ধ করিয়ে বিস্তর। লম্ফ দিয়ে কেশ তার ধরেন তৎপর ॥ করেন শুম্ভের স্কন্ধে তীক্ষ্ণাসি আঘাত। বাম করে মস্তক ধরায় ধড়পাত ॥ দৈত্যপতি হত হেরি সকল অমর। করেন কুসুম বিষ্টি আদ্যার উপর ॥ ইন্দ্রাদি অমর স্তব করেন উৎকৃষ্ট। শুনে না শুনেন নৃত্য না করেন দৃষ্ট ॥ দুর্জ্জয় দানবজয় করিলা জগতি। অসুরের রক্তে হয় নদী স্রোতবতী ॥ দেহ মুণ্ড লণ্ড ভণ্ড খণ্ড খণ্ড ভাসে। লক্ষ লক্ষ পশু পক্ষ রক্ত মাংস গ্রাসে ॥ নানা দক্ষ লক্ষ লক্ষ দৈত্য

রক্ত খায়। শবের উপরে শিরে নাচিয়ে বেড়ায়॥ উগ্রচণ্ডা উন্মত্তা উলাঙ্গি অসি করা। ক্রমেণ ভ্রুকুটি করি ভীমা ভয়ঙ্করা॥ চিৎকার সদম্ভে অতি লম্ফে ঝম্পে। ধরা ধরা ধর ধরা পদভরে কম্পে॥ দৈত্য রক্তে আচ্ছাদন শ্যাম কলেবর। চরণ দাপনে হয় কর্দ্দম শিখর॥ বিপরীত নৃত্য হেরি সঙ্কিত অমর। করেন আদ্যায় সবে বিনয় বিস্তর॥ ক্ষন্ত হও ক্ষেমঙ্করী ক্ষিতি যায় তল। দানব নাশিয়ে তবে হইল কি ফল॥ সর্ব্বাদ্যা সকল সৃষ্টি সেচ্ছায় তোমার। সাম্য হও হয় হত জগৎ সংসার॥ ব্রহ্মাদি বিস্তর স্তব করেন বিনয়ে। তথাপি উন্মত্তে নৃত্য অসাম্য অভয়ে॥ প্রলয়ের প্রকরণে পড়িয়ে শঙ্কটে। সুরসহ গেলা ব্রহ্মা শিবের নিকটে॥ হরে কন হরার আদ্যান্ত পরিচয়। রক্ষাকুরু উমেশ সকল শেষ হয়॥ ইন্দ্রাদি অমর সবে কহেন বিনয়ে। চলিলেন শঙ্কর শিখর হিমালয়ে॥ দেখেন সমর ভূমি ভয়ালক স্থল। ভয়ালক বেশা আদ্যা উন্মত্তা পাগল॥ চণ্ড মুণ্ডাদির মুণ্ডগুলা মালা গলে। শুম্ভের সুবেশ শির বামকরে ঝুলে॥ কার্ম্মদার মূর্ত্তি হেরি কহেন মহেশ। ক্ষন্ত হও শ্রীমন্ত অনন্ত হয় শেষ॥ না শুনেন সে কথা উন্মত্তা ত্রিণয়না। মহাকৃর্ত্তি প্রকাশিতে শিবের কামনা॥ মহারণে মহা কাল ঢাকিলেন অঙ্গ। মহারঙ্গ মইর শুনহ মহারঙ্গ॥ জেনে না জানেন কালী না দেখেন চক্ষে। চাপিলেন নাচিতেং শিব বক্ষে॥ হরহৃদে হইলেন শ্রীশ্যামা সুন্দরী। পদ কোকনদ শোভে হৃদপদ্মোপরি॥ শ্বেত কলেবর হর হৃদয় উপর। কালী নীলকাদম্বিনী সোভা মনোহর॥ শিবে শিব আসনে সানন্দে সান্তরূপ। রহিছেন মোহিত হইয়ে সুরভূপ॥ বিরদার পাদপদ্ম হৃদপদ্মে ধরি। ভাবিছেন সদানন্দ প্রমানন্দোপরি॥ লজ্জিতা কালীকা পদ প্রান্তে হেরি কান্তে। বাহির করিয়ে জিহ্বা ধরিলেন দন্তে॥ সোভা হেরি কন ব্রহ্মা শিবোপরি শিরে। ঐ মূর্ত্তি এই মূর্ত্তি ত্রিলোক পূজিবে॥ শিব সহ সিদ্ধেশ্বরী পরম উল্লাসে। প্রস্থান করি সুরে গেলেন কৈলাসে॥ কহিলাম স্থূল একে নানামূর্ত্তি ধারি। আদ্যখণ্ড প্রচার রচিয়ে খণ্ড চারি॥ ক্রমেং তিন খণ্ড প্রকাশে উদ্যত। গুণ গ্রাহি গণ কুরু গ্রহণে সম্মত॥ ব্রহ্মতত্ত্ব চূড়ামণি ব্রহ্মমূর্ত্তি সার। কালীকৃষ্ণ কর্ম্মকার দ্বারায় প্রচার॥

আদ্যখণ্ড সমাপ্তঃ।